সচিত্র নূতন সংস্করণ

সুখের ঘর

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী

প্রকাশক—অমূল্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালক—দেব-সাহিত্য কুটীর
৫৪।৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
১৩৩৬

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ মজুমদার
"বি, পি, এম্‌স্‌ প্রেস"
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

প্রীতি-উপহার
৮/৪০ নং কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা
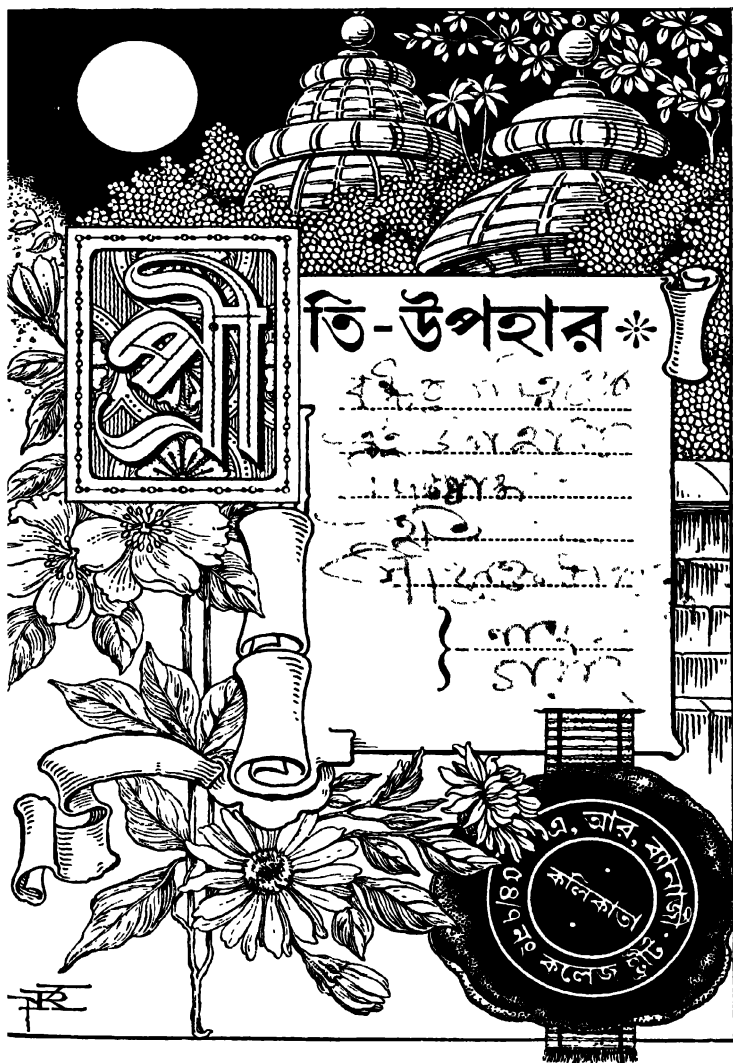
সুখের ঘর

—এক—

অফিস হইতে ফিরিয়া কানাইলাল যখন দেখিতে পাইল তাহার ক্ষুদ্র বাসা-বাড়ীখানি আট দশজন আগন্তুকের কোলাহলে মুখর হইয়া উঠিয়াছে, তখন কোথা হইতে আতঙ্ক আসিয়া তাহার সারাদেহ ছাইয়া ফেলিল।......বাড়ীতে একদানা চাল নাই, গত নিশা হইতে স্বামী স্ত্রী একরূপ উপবাসে থাকিয়া ছেলে কটাকে কোনও রূপে একমুঠা দিয়াছে··· অফিসে কর্জ্জ করিয়া সামান্য যাহা সে পাইয়াছে তাহাতে ছেলে-মেয়েদের এবং নিজেদের কোনরূপে এই বেলাটা চলিতে পারে—এ-অবস্থায় এতগুলি অতিথিব সমাবেশ,...ইহাদের আহার যোগাইয়া মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিবে কি প্রকারে ?

তাহার অবস্থা দেখিয়া সুলতার এতটুকুও বুঝিতে বিলম্ব হইল না, যে, স্বামী একটা কপর্দ্দকও আনিতে পারেন নাই, তবুও একান্তে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁগা ! কিছু পেলে ?

নিরাশ কণ্ঠে কানাই বলিল—যা পেয়েছি সুলতা, কোন রকমে

আমাদের ক'টা প্রাণীর এবেলাটা চলতে পারে,...এদের আসবার কথা বলাইকে জানিয়েছ ?

বলাই, কানাইয়ের কনিষ্ঠ, সহোদর।

উদাস ভাবে সুলতা বলিল—না,—জানিয়েই বা কি করব ? দেবেনা যখন একটা পয়সাও, তখন বলে মিছিমিছি মুখ নষ্ট করা।

কিছুক্ষণ প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া কানাই বাহিরে যাইবার জন্য চটি-জুতাটা পায়ে দিবার উদ্যোগ করিতেই, সুলতা জিজ্ঞাসা করিল—কোথা যাচ্ছ আবার ?

বিষাদ হাস্যে কানাই বলিল—কিছু যোগাড় ত করতে হবে ?

তাহার গন্তব্য স্থান কোনখানটায় বুঝিতে পারিয়া অনুযোগের সুরে সুলতা বলিল—ঠাকুরপোর কাছে যেয়োনা, চাইলে যখন দেয়না—

স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বিনা বাক্য ব্যয়ে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেই আগতদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—কোথা যাচ্ছিস কানাই ? সারাদিন খেটে-খুটে এলি, মুখে হাতে জল দে, এলুম সব, দু'টো কথা কই আয় !...

কানাইয়ের বুকের মাঝে একবার ধক্ করিয়া উঠিল...একটা কাজে যাইবার মুখে এইরূপ ভাবে পাছু ডাকা।...তবুও সহজ ভাবেই বলিল—এখুনি আসছি কাকি মা !...

এই আহবান গ্রাম্য সুবাদ।

অপ্রসন্নচিত্তে সে বাহির হইয়া পড়িল।

তাহার প্রাণের দুয়ারে সুলতার কথাটাই আঘাত দিতে লাগিল। কিন্তু না চাহিয়াই বা উপায় কি ? তাহাদের দিকে সে না চাহিতে

সুলতা—ক্ষুধার্ত্ত পুত্রকে সান্ত্বনা দিতেছে

পারে কিন্তু এতগুলো লোককে উপবাসে থাকিতে দিবার—অপমানের আঘাত, নিজের মত যে তাহাকেও সহ্য করিতে হইবে—সেটা কি সে বুঝিবে না !...

এক একবার তাহার দৃষ্টিটাকে পথের উপরেও ফেলিতে লাগিল—যদি কাহারও পকেট হইতে অন্ততঃ হাজার টাকার নোট পড়িয়া যায়—আর সেইগুলি যদি দশ টাকার বা অন্ততঃ একশো টাকারও হয়... তবে...ওহো ! ভগবান ! এত লোককে ধণীর পর্য্যায়ে তুলে দিচ্ছ—আর প্রকৃত অভাবী সে, তাহাকে কি কিছু দেবে না !...হাজার টাকা—বেশী ত চাই না...তোমার অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডারে এটা যে কিছুই নয় !... এতগুলো প্রতিপাল্য যখন স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছ, তখন তাদের প্রতিপালনের উপায় তোমাকেই ত করে দিতে হবে দয়াময় ! হাজার টাকা—ভগবান হাজার টাকা—

কতকটা পথ চলিতে চলিতেও হাজারের তিনটী শূন্য বাদ দিয়াও যখন সে পাইল না—তখন পাঁচটী টাকার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল,—এটা পাইলেও আজিকার মান সম্ভ্রম তাহার রক্ষা হয় !...

কিন্তু তাহার কল্পনার জাল ছিন্ন হইয়া গেল—যখন সে বলাইয়ের দোকানের সম্মুখে আসিয়া পড়িল !...

তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া বলাই জিজ্ঞাসা করিল—এমন সময়ে কেন দাদা ?

কানাই সব কথা খুলিয়া বলিলেও বলাই যখন কোনও কথা না বলিয়া গম্ভীর হইয়া গেল তখন তাহার প্রাণের মধ্যে আঁকু পাঁকু করিয়া উঠিল।

কানাই ডাকিল—বলাই !

অগ্রজের মুখের দিকে তাকাইয়া বলাই বলিল—কেন ?

সঙ্কুচিত ভাবেই কানাই বলিল—কিছু দে—

তাহাকে আর বলিতে হইতে হইল না, তিক্তকণ্ঠেই বলাই বলিল—বাড়ীটা আমাদের হোটেল নয়, যে, মাসের মধ্যে দেশ হতে পাঁচ সাত বার এই রকম দল এসে তামাসা দেখে যাবে আর তাদের খাওয়াবার জন্যে সবাইকে পথে বসতে হবে।—কি সম্পর্ক আছে আমাদের দেশের সঙ্গে ?

বলাইএর কথাগুলো তীরের ফলার মত কানাইয়ের বুক খানাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল, তাহার উপর রাজ্যের ক্রোধ ও অভিমান এক সঙ্গে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেও, অসীম ধৈর্য্যবলে সেটাকে চাপা দিয়া সে বলিল—এসেইছে যখন বলাই—

তেম্নি ভাবেই বলাই বলিয়া উঠিল—এসেছে তা কি হবে? মুড়ি কিনে দাওগে।

অনুজের কথার উত্তরে অনেক কথাই বলিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেও, খরিদ্দারদিগের সম্মুখে কোনও কথা না বলিয়া অপমানের প্রলেপ গায়ে মাখিয়া কানাই সেখান হইতে উঠিয়া পড়িল।

আঁধার-ছাওয়া রাত!...পথ চলিতে চলিতে অনুজের প্রতিদিন-কার ব্যবহার ঠিক বায়স্কোপের ছবির মত সে তাহার মানস চক্ষের সম্মুখে দেখিতে লাগিল।...পিতার মৃত্যুর পর এই সহোদরটীকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য যে কতখানি ঋণের বোঝা মাথায় লইয়া তাহাকে এম, এ, পাশ করিবার সুযোগ দিয়াছে, চাকুরির উপর বিজাতীয় ঘৃণা দেখিয়া ছয়শত টাকার হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া তাহাকে এই দোকানটী করিয়া দিয়াছে, অথচ প্রতিদানে বলাই এর এই ব্যবহার...না না দোষ তাহার,

বলাইএর নয়,...দোষ নিজের অদৃষ্টের।...ভগবান যাহার উপর বিরূপ তাহার প্রতি পৃথিবীর মানুষ সু-নজরে চাহিবে কেন?...বলাই ত মূর্খ অবিবেচক নয়...এ-যে ভগবানের দেওয়া শাস্তি—তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে—বলাইয়ের কি দোষ?...

ভগবান! ভগবান! তুমি কেমন জানি না, তুমি আছ কিনা তাও জানি না, সত্যই যদি তুমি থাক, সাম্নে এসে একবার দাঁড়াও দেখি—একগাছা চাবুক নিয়ে তোমাকে বুঝিয়ে দিই সত্যই যদি তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা হও—তবে তাদের মধ্যে এতখানি বৈষম্য রাখবার তোমার কী অধিকার?

তাহার চিন্তাস্রোত আবার অন্য দিকে ধাবিত হইল—আলাদিন! কোথা তুমি জানিনা—অলক্ষ্য হতে বলে দাও তোমার প্রদীপটা কোথায়? তুমি ত আর সেটাকে ভোগ করবার জন্যে ধরার মাঝে নেমে আসবে না।...বলে দাও—বলে দাও আলাদিন!—সেটার সাহায্যে একবার আমি দেখে নিই—পৃথিবীটাকে উল্টে দিতে পারি কি না...ধনীগুলোকে তাদের আসন হতে নামিয়ে দরিদ্রদের সেখানে বসিয়ে দিয়ে, তাদিকে তা'দের ভৃত্য করে নিযুক্ত করি—সম্রাটকে তাঁর আসন হতে নামিয়ে দারিদ্র্যের পর্য্যায়ে টেনে এনে বুঝিয়ে দিই—দরিদ্রের জ্বালা কতখানি—কত খানি নিষ্ঠুর—কত খানি মর্ম্মান্তিক—বলাইকে বুঝিয়ে দিই...না-না সে যে সহোদর!...আমার প্রতি সে যে ব্যবহারই করুক না, সে আমার অনুজ! ...সে যা চায় তাকে ঠিক তেম্নিটিই করে দেবো...আলাদিন! আলাদিন!

চিন্তার খরস্রোতে গা ভাসাইয়া সে যে কত দূরে চলিয়া গিয়াছিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই।...তাহার কল্পনার সৌধচূড় রেণু

রেণু হইয়া গেল বিশ পঁচিশ জন লোকের গেল গেল শব্দ কাণে আসিতেই...

চমকভাঙ্গা হইয়া সে দেখিল—একখানা মোটরগাড়ি হাতখানেক দূরে ব্রেক কষিয়া তাহাকে তিরস্কারের সুরে বলিতেছে—এতবার হর্ণ দিচ্ছি মশায় শুনতে পান নি?...বুড়ো মিন্সে রাস্তা চলেছে কাণে তুলো দিয়ে—

লজ্জায় তাহার সারা দেহ ভরিয়া উঠিল, তাহাদের যথেচ্ছ গালাগালির একটাও উত্তর না দিয়া সে পুনরায় পথ চলিতে লাগিল।...

ঘরে এতগুলি অতিথি, কি দিয়া তাহাদিগের পরিচর্য্যা করিবে?—কাহার নিকট যাইয়া বলিবে আজ গোটা চার টাকা ধার দাও!...

হঠাৎ পাড়ার একটী লোকের সঙ্গে তাহার দেখা হইতেই সে সমস্ত চিন্তার রাশ অপমানের ভয় একদিকে ঠেলিয়া দিয়া কাতরভাবেই বলিল—আমাকে গোটা চার টাকা দেবে জগদীশ?...

জগদীশ বলিল—এমন সময় টাকা কি হবে কানাই?

—বাড়ীতে অতিথি—একটী নয় দশটী, অথচ এক দানা চাল নেই—

জগদীশ বলিল—বলাইএর কাছে যাওনি?...

কাতরভাবে কানাই বলিল—গিয়েছিলুম দিলে না।...

বিস্মিত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর ফেলিয়া জগদীশ বলিল—দিলে না সে কি? তোমার দোকান—অথচ—

কানাই বলিল—আমার দোকান?...আমার দোকান হলে কি আর না আনতুম ভাই? না বলাইয়ের কোনও কথা শুনতুম?...দিতে না চাইলেও তার কান ধরে আমার দরকার মত টাকা নিয়ে আসতুম।

জগদীশ, তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল—বলি তুমিই ত টাকা দিয়ে দোকান করে দিয়েছো, এখনও তাকে খাওয়াচ্ছ—"

—সেত তাকেই করে দিয়েছি, আমার কি অধিকার সে দোকানে ভাই ?

লোকটী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কানাই কাতরভাবেই বলিল—দেবে ভাই গোটা চারেক টাকা ?

জগদীশ তাহার হাতে চারটী টাকা দিয়া বলিল—বলাই যদি তোমাব এমন অবস্থা দেখেও সাহায্য না করে, তবে এখনও তাকে খাওযাচ্ছ কেন কানাই ? তার জন্যে তুমি যা করেছ বা এখনও করছ আর তার এই ব্যবহারে যদি তাকে পৃথগন্নই করে দাও, লোকে দোষ দিতে পারবে না।

মৃদু হাসিয়া কানাই বলিল—তা যে পাবি না ভাই ! পৃথক করে দিলে খাওয়াবে কে ? বিয়েও করছে না—এত করে বলছি।

জগদীশ বলিল—সে ভাবনা তোমার কেন কানাই ?

"সে যে আমার ভাই—সহোদর ভাই"—বলিতে বলিতে কানাইরের মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই ভাবেই পুনরায় সে বলিল—অন্য সময় কথা বলব ভাই ! যে উপকার তুমি করলে, ভুলতে পারব না কিছুতেই।

কানাই চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইতেই জগদীশ বলিল—কানাই ! যদি তোমার কখনও কিছু দরকার হয়, আমার কাছে এসো—তোমার মত লোককে টাকা দিতে আমি এতটুকুও কুণ্ঠিত হব না।...

তাহার মুখের উপর হাসির রাশ ফুটিয়া উঠিল।

তাহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া কানাই চলিয়া গেল,...

তাহার অন্তর হইতে পূর্ব্বের কল্পনা সব কোথায় উবিয়া গেল বুকটা

আনন্দে ভরপূর হইয়া উঠিল। যাক—অতিথিদের সেবা সে ভাল করিয়াই হয় ত করিতে পারিবে !

পথ চলিতে চলিতে শুনিতে পাইল—একটা দোকানের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিয়া গেল।...

তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি ক্রয় করিয়া সে যথাসম্ভব সত্বর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীর হাতে সেইগুলি দিয়া বলিল—একটু চা করে দাও না।—

সারারাত ধরিয়া কানাই, বলাইএর সম্বন্ধেই চিন্তা করিতে লাগিল—আজ তিন বৎসর তাহাকে দোকান করিয়া দিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত যখন সে একটী পয়সা দিয়াও সাহায্য করিতে পারিল না তখন কাজ কি তাহার এই ধরনের দোকান করিয়া ? ঘরের খাইয়া নিশ্চিন্ত মনে সে যে এম্নি করিয়া বনের মোষ তাড়াইবে, ইহা সে অগ্রজ হইয়া কেমন করিয়া বসিয়া দেখিবে ?

তাহার দিকে না দেখুক—নিজের দিকেও দেখিবে না ?...না তাহাকে আর এমন করিয়া তাহার যথেচ্ছ পথে চলিতে দেওয়া হইবে না—তাহার কার্য্যের কৈফিয়ত সে কালই তাহার নিকট চাহিবে—দোকানে যদি তেমন আর না হয় তবে তাহার কান ধরিয়া তাহাকে চাকরি করিতে বাধ্য করিবে।...

তাহাকে বিনিদ্রভাবে ছটফট করিতে দেখিয়া সুলতা জিজ্ঞাসা করিল—ঘুমোও, রাত জেগে জেগে কি শেষে একটা অসুখ করবে ?...

তাহার গায়ে হাত দিয়া কানাই বলিল—অবস্থা দেখে ঘুমও যে কাছে আসে না সুলতা ! আমি কি করব ?...আচ্ছা সুলতা !

সুলতা বলিল—কি ?...

—বলাইএর সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর?...সে কি আমাদেব দিকে চেয়ে দেখবে না?...আমাদের এই অবস্থা দেখেও সে যে এমনিভাবে চুপ করে আছে—অথচ কত আশাই না তার ওপর আমি করেছিলুম।

স্বামীর চিন্তার মূল কারণ জানিতে পারিয়া সুলতা বলিল—তার সম্বন্ধে কোনও কিছু না ভাবাই ভাল। কেন ভেবে ভেবে নিজের মনটাকে খারাপ কর বল দেখি?—নিজের ছেলেদের যেমন দুটী ভাত দিচ্ছি সেও ঠিক তেম্নিভাবেই আছে!—

কানাই বলিল—খাবেই বা কেন?...তাকে খাওয়াবার পয়সাই বা পাব কোথা? একটা পয়সাও যদি না দেয়, তবে সে আলাদা খাবারই ব্যবস্থা করুক—আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি—তাকে এম, এ পাশ করিয়েছি ব্যবসা করে দিয়েছি—এখনও এমনভাবে খেতে তার লজ্জা করে না?...

সুলতা বলিল—তোমার এম্নি একটা ছেলেই যদি থাকত?

—কান ধরে তাকে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিতুম···বুঝলে? একে দিইনি—

কেননা এ ভাই, পাছে কিছু মনে করে। হাজার হোক দু'জনের দেহে একই রক্ত চলাচল করছে ত? কিন্তু আর ত তাকে এমনভাবে প্রশ্রয় দিতে পারি না সুলতা, দেনায় মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে গেছে—সুদ দিতে মাইনের সবই বেরিয়ে যাচ্ছে,—মাস ভোর, অন্যের ছেড়ে দাও, ছেলেগুলোর পেটপুরে খাবার পয়সা আনতে পার নি, এ অবস্থায় কেন তাকে আর—"

হঠাৎ পার্শ্বের শায়িত ছেলেটা ছটফট করিয়া উঠিতেই সুলতা তাড়াতাড়ি প্রদীপটা আনিয়া তাহাকে দেখিতে দেখিতে বলিল—মশাতে একেবারে ছেঁকে ধরেচে গা!···

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কানাই বলিতে লাগিল—যার মশারি কেনবার একটা পয়সা থাকে না, তার ঘাড়ে চেপে এমনিভাবে দুবেলা খাওয়া কি বিবেচনারই কাজ !···না সুলতা, আর আমি কিছুতেই সহ্য করব না—কেন করব ? সে যদি আমার দিকে না চায়, আমিই বা তার দিকে চাইব কেন ? ভাই বলে এতদিন দেখেছি—কিন্তু আর নয়। জগদীশ বলছিল—

আজিকার মত স্বামীর উত্তেজিত ভাব সুলতা আর কোনও দিন দেখে নাই, এই জগদীশের নাম শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বলছিল ?...

কানাই বলিতে লাগিল—বলছিল খুবই সত্য কথা। এত বড় খাঁটি কথা আজ পর্য্যন্ত আমাকে কেউ শোনায় নি !...বলছিল—তার ওপর আমাদের ব্যবহারের প্রতিদানে যদি তার এই কর্ত্তব্য হয়, তবে তাকে নির্ব্বিবাদে এমনভাবে খেতে না দিয়ে যদি পৃথকই করে দিই, তবে মানুষে তো দূরের কথা, ভগবানও দোষ দিতে পারবে না। খুব খাঁটি কথা ! আমি কাল সকালেই এই সব লোকদের সামনেই তার একটা হেস্তনেস্ত করবই। হয় সে আমাকে খরচ দিক, আর না হয় সে তার নিজের পথ দেখুক।...

একটা অদূরাগত আশঙ্কার করাল ছায়া সুলতার হিয়ার পরতে পরতে বসিয়া গেল। শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—ওগো ! এম্নি করেই সংসার ভাঙে ; পরে যা ইচ্ছে তাই বলুক কিন্তু তুমি শুনবে কেন ?...তুমি একটু ঠাণ্ডা হও দেখি, বলিয়াই সুলতা তাড়াতাড়ি ঘড়া হইতে এক গ্লাস জল লইয়া স্বামীকে বলিল—জলটা নাও, চোখে মুখে দিয়ে, বেশ করে মুখটা ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমোও ! ভগবানের দেওয়া সাজা, ঠাকুরপো কি দু'হাত দিয়ে ঠেলে দেবে ?—নাও ওঠ—

কানাই ডাকিল—সুলতা!—

সুলতা বলিল—কিছু না,—তুমি ওঠো, এমনি কোরেই আমাদের সংসার ভাঙে, পরের কথা কেন শোন তুমি? সত্যিই যদি ঠাকুরপো কিছু পেত, সে কি তোমাকে না দিয়ে থাকতে পারতো?

কানাই কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সুলতা তাড়াতাড়ি তাহার হাত দুইটী ধরিয়া একরূপ জোর করিয়াই মুখ ধুইতে পাঠাইয়া দিল।

ফিরিয়া আসিয়া গামছায় হাত মুখ মুছিতে মুছিতে কানাই বলিল—কাল দোকানে যাবার আগে আমার সঙ্গে যেন একবার দেখা করে যায় বুঝলে?...

—"যাবে'খন...রোজইত যায়" বলিয়া সুলতা বলিল—একটু ঘুমোও রাত কত জান?—বলিয়াই সে কানাইএর পকেট-ঘড়িটা তাহার হাতে দিল।—দুইটা বাজিতে তখন দশ মিনিট বাকি!

কানাই পুনরায় শয্যায় আশ্রয় লইয়া বলিল—আজকের ব্যাপারটা কি মর্ম্মান্তিক বল দেখি? ঘরে এতগুলো লোক—

তিরস্কারের সুরে সুলতা বলিল—তুমি ঘুমুবে—না কি?

কানাই আর কোনও কথা বলিল না।

...পরদিন সকালে যথা সময়ে বলাইকে বাহির হইতে দেখিয়া কানাই ডাকিল—বলাই!...

বলাই বলিল—কেন দাদা?

তাহাকে অনেক তিরস্কার করিবার জন্যই কানাই ডাকিয়াছিল কিন্তু তাহার চারিদিকে অতিথির দলকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—না রে না—যা।—

সহাস্যমুখে বলাই বলিল—পিছু ডাকলে দাদা?...

সহজ ভাবেই কানাই বলিল—ওতে কিছু দোষ নেই...না হয় একটু বসেই যা ভাই।...

তারপর সুলতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—ওগো! বলাইকে না হয় একটু চা দাও না, যাত্রাটা পাল্টেই যাক,—মনের মাঝে যখন একটা খট্‌কাই লেগেচে।

স্বামীব গত রাত্রির ব্যবহার হইতে ক্ষণপূর্ব্বে বলাইকে আহ্বান পর্য্যন্ত সুলতার অন্তরে যে আশঙ্কা বিশমণ পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া ছিল, তাহার এখনকার কথায় সেটা কোথায় উড়িয়া গিয়া মেঘমুক্ত আকাশের মত নির্ম্মল হইয়া গেল।...উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—একটু বোস ঠাকুর-পো! আমি দিচ্ছি এখুনি।

———

—দুই—

সংসারের সমস্ত বিষয়েই উদাসীন থাকিলেও, বলাই কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র সুশীলের উপর নিজের অন্তরের সবটুকু মমতাই ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহার শিক্ষার ভার সে নিজেই লইয়াছিল, তাহাকে নিজের নিকট লইয়া শয়ন না করিলে বলাইয়ের নিদ্রা হইত না,—

শয়ন করিয়া এই দুই খুড়া-ভাইপোতে মিলিয়া কত দেশ-দেশান্তরের গল্প হইত।...শ্রোতা হইত সুশীল আর বক্তা হইত বলাই।...

ইউরোপের একটা দেশের ইতিহাস বলাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গল্পচ্ছলে বলিয়া যাইত আর সুশীল তাই মন দিয়া শুনিত।

আহারের সময় নিজের কাছে বসাইয়া সুশীলকে না খাওয়াইলে তাহার যেন আহারই হইত না। যদি কোনও দিন দোকান হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়া যাইত, আর সুশীল নিজেকে নিদ্রার কোলে ছাড়িয়া দিত, তাহা হইলে সেদিন সুলতার আর রক্ষা থাকিত না, তিরস্কারের সুরে তাহাকে যা-তা দু'কথা বলিয়া দিয়া সুশীলকে শয্যা হইতে টানিয়া তুলিয়া নিজের পাতে খাওয়াইতে খাওয়াইতে বলিত—এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লি ?—এগারটা বাজতে না বাজতে ঘুম কি রে—এঁ্যা ?...

সুশীলও তাহার গলা জড়াইয়া বলিত—অনেক রাত্তির হয়ে গেছে যে কাকাবাবু!...

বলাই বলিত—কাল হতে আর দেরী হবে না রে গাধা !—আয় খেতে বোস।...

সেদিন সকালে পড়িতে পড়িতে সুশীল বলিল—কাল মাষ্টার মশায় বলছিলেন কাকাবাবু, যে, আমি ইস্কুলের সব ছেলের চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছি।...সোণার মেডেল পাব আমি।

বলাইএর আনন্দ উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাহার নিকট হইতে এইটুকু পাইবার আশায় তাহাকে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়াই যে শিক্ষা দিতেছে! সুশীলের পৃষ্ঠে একটা স্নেহের চপেটাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—বৌদি!

সুলতা নিকটে আসিলে বলাই মুখের উপর আনন্দের লহর মেলাইয়া বলিল—সুশীল আমাদের ইস্কুলের সব ছেলের চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে শুনেছ?

সুলতার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না—পুত্র গর্ব্বে তাহার অন্তরও ভরপুর হইয়া উঠিতেছিল।...

তাহাকে নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলাই সস্মিতমুখে কহিল—ভাবছ কি বৌদি?...সুশীলকে আমি বিলেত পাঠাব—বম্বে পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে গিয়ে, ওকে জাহাজে তুলে দিয়ে আসব—কি বল?...

সহাস্যকণ্ঠে সুলতা বলিল—তাই এসো,...যেমন ছাত্তর তেমনি মাষ্টার!

সুলতার কথার উত্তরে বলাই কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার আর বলা না হইল না, গৃহান্তর হইতে কানাই ডাকিল—ওগো শুনে যাও,...

সুলতা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলে, বলাই সুশীলকে বলিল—ছাখ সুশীল! দাদার কাছ হতে তুই আর মাইনে চাসনে, জানলি?...তোর যা দরকার হবে, কাগজ-কলম স্কুলের মাইনে, জলখাবারের পয়সা, জামা-কাপড়—কোনও কিছুর কথাই আর দাদাকে বলবি না, জান্‌লি?

রজনীর অবসর—
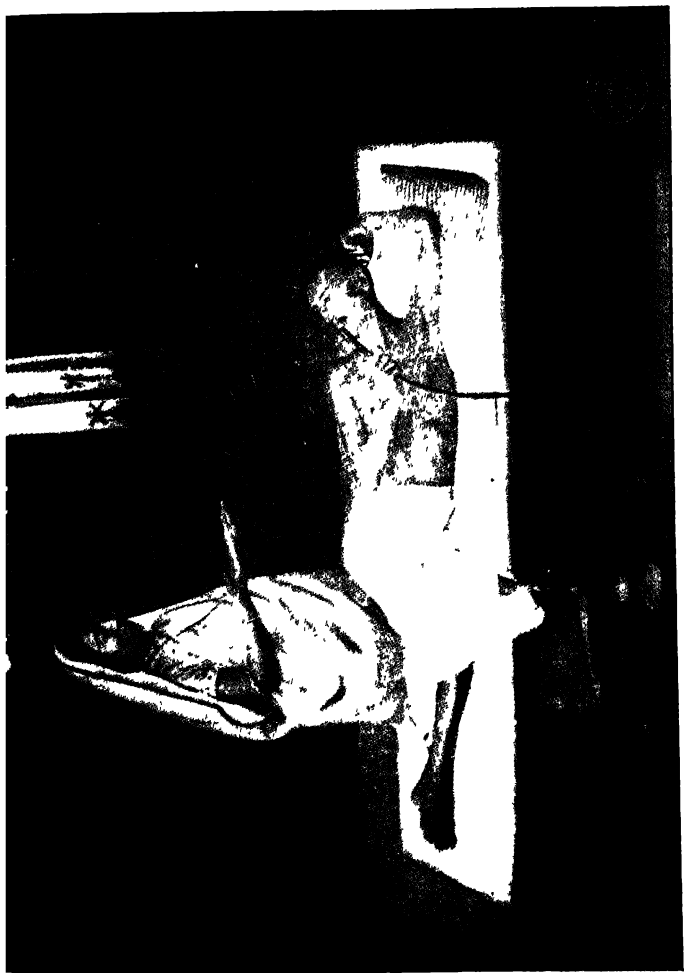
মাথা হেলাইয়া সুশীল জানাইল—আচ্ছা।

বলাই বলিল—তবে এখন পড়।

সুশীল পড়িতে লাগিল ;—

—"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে !
হয়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে !
প্রভাতে অরুণোদয় প্রফুল্ল যেমন হয়
তাপদগ্ধ বসুন্ধরা কুহেলিকা আঁধারে ॥—"

—"প্রভাতে অরুণোদয়—মানে—"এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বলাই সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—কানাই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—কিছু দরকার আছে দাদা ?···

কানাই তাহার সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁরে দোকান খানাব কি বুঝচিস বল্ দেখি ?

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলাই বলিল—এখনো সে রকম ত কিছু বুঝতে পারছি না, তবে আরও কিছু টাকা ফেল্‌তে পারলে বেশ চল্‌বে বলেই মনে হয়।

একটা কিছু বোঝা পাড়া করিবার জন্যই কানাই আজ ভ্রাতার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বলাইয়ের কথা শুনিয়া নিজের বক্তব্যের খেই হারাইয়া ফেলিয়া সে বলিল—তবু এখন কি রকম চলছে ?···সেই রকমই যদি বুঝিস, না হয় কারুর কাছ থেকে কিছু নে !

অগ্রজের মুখের দিকে চাহিয়া, বলাই সুশীলকে বলিল—নে পড় !

কানাই আর কোনও কথা না বলিয়া, নীরবেই সেই স্থলে বসিয়া রহিল।

তাহাকে এই অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, বলাই জিজ্ঞাসা করিল—আর কিছু বল্‌বার আছে দাদা ?

প্রথমটা কানাই কিছুই বলিতে পারিল না...বলাইএর ব্যবহার তাহার পক্ষে পর্ব্বত প্রমাণ অপমান বলিয়াই মনে হইতেছিল...অথচ না বলিলেও নয়, অন্তরটা তাহার হাহাকারে ভরিয়া উঠিতেছিল, জগতের সকলেই তাহাকে হেনস্থা করুক, দরিদ্র-স্পর্শে সাত দিন অশুচি বলিয়া এক এক করিয়া সকলেই সরিয়া যাউক, কিন্তু বলাই তাহার সহোদর... তাহার ব্যবহারের মধ্যে এতখানি কাঠিন্য কেন?...নিজের সমস্ত সুখ-ঐশ্বর্য্য চিরদারিদ্র্যের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই কি?...

তাহাকে তবুও নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া বলাই জিজ্ঞাসা করিল—এমন ভাবে বসে রইলে কেন—কিছু বলবার আছে?...

তাহার স্বরের মধ্যে এতটুকুও কোমলতা নাই—এতটুকুও সমবেদনার ঝঙ্কার নাই! কানাইএর প্রাণের মধ্যে রাজ্য জোড়া অভিমান মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল—এখুনি এখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু না—তারও যে উপায় নাই—বলিতেই হইবে—তাহাকে! সে যে ভাই—সাহায্যও করিবে না—উপরন্তু তাহাকে না বলার অপরাধে হয়ত দুইটা কড়া কথা শুনাইয়া দিবে ভবিষ্যতে,...তাই একটু কিন্তু ভাবেই বলিল—ছিল ত অনেক কথাই...চার মাসের ভাড়া পড়ে গিয়েছে—বাড়ীওয়ালার তাগাদা—

মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলাই বলিল—ছেলেটার মাথা না খেয়ে কি তুমি ছাড়বে না দাদা?—আয় সুশীল, আমার সঙ্গে।

বলাই চলিয়া গেল।

কানাই কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে সেখানে বসিয়া রহিল। অন্তরের সব স্থানটুকু জুড়িয়া পুঞ্জীভূত বেদনা, অপমানের রূঢ় আঘাতে সর্ব্ব শরীরের

প্রতি লোমকূপ পর্য্যন্ত জ্বালাইয়া দিল! তাহার উচ্চৈঃস্বরে বলিতে ইচ্ছা হইল—ওরে সমাজ—ওরে সোণার বাংলা—এই তোর আভ্যন্তরিক অবস্থা! ভাই, ভাইএর দুঃখ বোঝে না, দুঃখের কথা বলতে গেলে ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়ে চলে যায়! কিন্তু কেন? ··না—না—সে যদি যায় তবে আমিই বা পারব না কেন?...হ্যাঁ পারব—নিশ্চয়ই ত্যাগ করতে পারব; হোক সে সহোদর,... কি সম্পর্ক আমার সঙ্গে? না—ছাড়বো। স্নেহের আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে, বলাই! আমিও তোকে দেখিয়ে দেবো—আমিও তোর বড় ভাই···এ সংসারকে যদি নিজের বলে টেনে নিতে না পারিস, তবে হয় তুই যাবি—আর না হয় আমিই যাবো। গাঢ় তমিস্রার মাঝ দিয়ে পথ চলেছি... তুমি যদি বর্ত্তিকা হস্তে পথ দেখিয়ে না দাও—তবে তুমি আমার কিসের সহোদর? এই নামের অধিকার নিয়েই থাক—এ ছাড়া আর কোনও সম্পর্কই থাকবে না। তোমার দাদাকে তুমি বরাবরই চেন।...যেমনই সে স্নেহশীল তেমনি সে কঠোর! নিজের সঙ্কল্পে অটল থাকতে সে একজন পরশুরাম।···

তিনি মাতৃহত্যা করতে পেরেছিলেন আর আমি অভাবের তাড়নায় ভ্রাতৃত্যাগ করতে পারব না?···

তাহার চক্ষু দু'টী জলে টলটল করিয়া উঠিল—ওঃ ভগবান! এই ভাই!...চীৎকার করিয়া ডাকিল—সুলতা—সুলতা!

বলাইকে বাহির হইতে দেখিয়াই সুলতার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর স্বামীর এই ধরণের আহ্বান তাহাকে আরও মাতাইয়া তুলিল, দ্রুতপদে তাহার নিকট আসিয়া পৌঁছিতেই, কানাই বলিল—এরপরও তুমি কি বলতে চাও সুলতা?...

স্বামীর দুঃখ নিংড়ান কথার উত্তরে সুলতার মুখ দিয়া একটা কথাও

বাহির হইল না।...কি যে সে বলিবে. তাহাও ভাবিয়া পাইল না, সেও নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

কানাই বলিতে লাগিল—এখনও তার সামে ভাতের থালা ধরে দেবে সুলতা? উপবাসের কোলে নিজেরা ঢোলে পড়েও?

সুলতা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু বক্তব্যটা কণ্ঠনালি পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গেল, সেটাকে আর বাহির করিতে পারিল না।

কানাই বলিতে লাগিল—অথচ সে যেটা খায় সেটা দুজনে ভাগ করে খেলে আরও কিছুদিন আমরা এই দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি। অথচ স্নেহের আবর্ত্তে পড়ে···না না সুলতা! আর আমি পারব না!

কম্পিত কণ্ঠে সুলতা বলিল—সংসারের কথা তাকে জানিয়ে, কেন নিজেকে অশান্তির মধ্যে টেনে নিয়ে আসো বলতো? কতদিনই তো তোমায় বলেছি—

উত্তেজিত ভাবেই কানাই বলিল—বাস্ আর কি! কেন তাকে বলব? আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক পাড়ার যদু রেমো শঙ্করার সঙ্গে যা সম্পর্ক তাই—না? কিন্তু আজথেকে তাকে আর কোনও কথা বলব না—বাড়ীতে তাকে ঢুকতে দেবনা, তাকে দেখলে চোখ দুটো টন্‌টন্ করে ওঠে! বাড়ী ঢুকলেই গলা ধাক্কা দিয়ে কুকুর বেড়ালের মত তাড়িয়ে দেবো, ...কে সে আমার?

স্বামীর এই মর্ম্মন্তুদ্ বেদনা সুলতার বুকে ঠিক হাহাকারের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। তাহার মনে হইল তাহার অন্তরের হাহাকারের সঙ্গে আকাশ-বাতাস চারাচর সবই হাহাকার করিয়া উঠিতেছে। গাছের পাতা গুলা হাহাকার করিয়া উঠিতেছে—বাটীর প্রত্যেক ঘর-দুয়ার পর্য্যন্ত হাহাকারে ভরিয়া উঠিয়াছে!

তেম্নি ভাবেই কানাই বলিল—আজ যদি তার সামে ভাতের থালা ধর—

বাধা দিয়া তিরস্কারের সুরে সুলতা বলিল—ছি! কি বলছ?...

—কি বলছি সুলতা?...এম্নি ধরণের তাকে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি তার মাথা খেয়েছ, কিন্তু আর না,—কেন দেবে? ..নিজের ছুটো হাত ছুটো পা জগতের সকলকে কাজ করতে দিয়ে দাতা স্বয়ং জগন্নাথ ঠুঁটো হয়ে বসে থাকলেও, মানুষের যখন তাকে দোষ দেবার কিছু থাকেনা, তখন তাকে যখন মানুষ করে দিয়েছি নিজের আহারের যোগাড় করবার পথ দেখিয়ে দিয়েছি, তখন আর যদি আমি তাকে খেতে না দিই, তবে পৃথিবীর মানুষ ত ছার, স্বয়ং ভগবানই কোনও কথা বলতে এলে, তাকে জল বিছুটি দিয়ে দেবো।...খবরদার! আজ হতে একমুঠো ভাত যদি তার সামে ধর, তাহলে তোমার একদিন কি আমার একদিন।

আর কোনও কথাই সে বলিতে পারিল না, দাঁত দিয়া ঠোঁট টাকে চাপিয়া ধরিল।

সুলতা বলিল—রাগের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে, কেন মিছিমিছি জ্ঞানশূন্য হচ্ছ বলত?···সে তো নেহাত অবুঝ নয়, মূর্খও নয়, সংসারের অবস্থা নিজের চোখে দেখেও সে যে এমন ভাবে বসে আছে, সেটা কি সাধ কার?...হয়ত দেবার মত দোকান থেকে লাভ হয় না। তা'না হলে, তোমার আমার উপর ভক্তি কি তার কম—না ছেলেদের উপর স্নেহ নেই?—সুশীলের ওপর তার যে টান, তুমি আমি বাপ-মা হয়েও বোধ হয় অতখানি আমাদের নেই।...এখন ওঠো—

কানাই আর সহ্য করিতে পারিল না, বলিল—শুধু ভক্তিতে আর পেট ভরেনা বুঝলে? ছুটো মুখের কথায় যদি ভক্তি ঝরে পড়ে, তা হলে

মানুষ কেবল ভগবান ভগবান শব্দ উচ্চারণ করলেই তরে অক্ষয় স্বর্গ হয়ে যেতো। আর তাকে পৃথিবীতে আস্‌তে হতনা।...আমার যে ডাকছেড়ে কান্না পাচ্ছে! আজ আমি বাড়ীওলাকে কি বলব?

সান্ত্বনা দিবার জন্য সুলতা বলিল—তার জন্যে তুমি ভাবছ কেন?... এখনও ত হাতের দু'গাছা রুলি আছে, এই জোড়াটা কারুর কাছে রেখে, ভাড়া মিটিয়ে দাও।

বেশ নির্ব্বিকার ভাবে "এ্যাঁ—" বলিয়া কানাই বলিতে লাগিল তোমার বাপ মার দেওয়া সব জিনিষের তাঁদের দেওয়া যৌতুকের স্মৃতি-রেখেছে—কেবল ঐ দু'গাছা এখনও! ও দু'গাছা খোয়াবার কথা যা বলেছ তা বলেছ, আর ব'লনা—

তাহার অসমাপ্ত কথার মধ্য স্থলে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র জীবন আসিয়া বলিল—বাবা! মুদী আপনাকে ডাকছে।

কানাই বলিল—শুনছ সুলতা! মুদী ডাকছে। পাওনার তাগাদায় এসেছে, কি বলব তাকে?...

অন্তরের মধ্যে দুর্ভাবনার ঝড় লইয়া কানাই উঠিয়া পড়িল। কি যে সে মুদীকে বলিবে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিল না। কতদিন তাহার নিকট কড়ার করিয়াছে আবার সে কড়ার ভঙ্গও করিয়াছে। আজ তাহাকে কি বলিব সে? তিন মাস তাহাকে একটি পয়সাও দিতে পারে নাই, অথচ সে অতি ভদ্র বলিয়াই এখনও সওদা যোগাইয়া আসিতেছে।

বাহিরে আসিতেই মুদী তাহাকে যখন টাকার তাগাদা করিল তখন সে যে কি বলিবে, তাহা ভাবিয়াও পাইল না। মুহূর্ত্ত মাত্র পাংশুমুখে তাহার দিকে চাহিয়া কানাই বলিল—আজকের দিনটা মাফ কর কেদার দা!—তোমার টাকার জন্যে আমি বিশেষ চেষ্টা করছি ভাই!

যদি পাই, অফিস হতে আসবার পথে তোমাকে আমি দিয়ে আসব।...

তাহার এই ধরনের কথায় মুদীর প্রাণে করুণার উদ্রেক হইলেও, ব্যবসাদার হিসাবে সে নীরবেই চলিয়া যাইতে পারিল না, ভদ্র ভাবেই বলিল—আপনি এমন করে কাঁদুনি গান কেন তা জানিনা কানাই বাবু! আপনার ভাইও ত একজন দোকানদার, উপায়ও বড় কম নয়,—অথচ আপনি—

কানাইয়ের ইচ্ছা হইল—চীৎকার করিয়া বলে—ওহে সে ভাই নয়, সে তোমাদের চেয়েও পর। তুমি দিয়ে সাহায্য কর কেদার, কিন্তু সে তার দাদার রক্ত গলান পয়সায় দু'বেলা উদরপূর্ত্তি করে—তামাসা দেখে!—কিন্তু প্রকাশ্যে ধীর ভাবেই বলিল—সে যে এখনও এক পয়সাও দিয়ে সাহায্য করতে পারেনি ভাই! সে যখন করবে, তখন কি আর এ-দুর্দ্দশায় পড়ে থাকব ভাই?...

কেদার বলিল—অত বিক্রি করেও সে যদি আপনাকে সাহায্য না করে, তবে তাকে......না কানাই বাবু! আমার মুখ দিয়ে বাকী কথাগুলা না বেরুলেই ভাল, কিন্তু আমি হলে, ও ভাইএর মুখ দর্শন করতুম না।...

তাহার সম্মুখে তাহারই অনুজের উদ্দেশ্যে এই বক্রোক্তি, কানাইএর সারা অঙ্গে জ্বালা ধরাইয়া দিল, তাহার ইচ্ছা হইল এখনি তাহার টুটি-টিপিয়া ধরে! কিন্তু সে যে আসিয়াছে তাহার পাওনাদার হিসাবে! কোনও কথা বলিবার উপায় নাই তাহার, সমস্ত কথাই নির্ব্বিবাদে সহ্য করিতে হইবে।—বলিল—আজ আসবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করে আসব কেদার দা! তোমার দয়া যদি না থাকত তবে ছেলেগুলোর অস্তিত্ব এতদিন থাকত কিনা সন্দেহ।

কেদার বেশী কথা আর বলিতে পারিল না, যাইবার সময় বলিয়া গেল—অনেক গুলো টাকা হয়ে গেছে কানাই বাবু, এর ভেতর আপনি যদি কিছু না দেন, আসচে মাস থেকে আর আমি মাল দিতে পারব না ; আপনি যাই বলুন, আমারও ত মহাজন আছে ?...

আজ প্রাতঃকাল হইতে কনিষ্ঠের উপর কানাই খুব উত্তপ্ত হইয়াছিল, এই কেদারের কথায় তাহা আরও বাড়িয়া গেল, তিক্ত কণ্ঠেই সুলতাকে বলিল—কেদার কি বলে গেল শুনলে ?...

সুলতা কহিল—দু'কথা বেশ কড়া করে শুনিয়ে দিয়ে গেল—আবার কি বল্‌বে ?

কানাই বলিল—সে বলে গেল—বলাইয়ের দোকানে এতটাকা বিক্রি স্বত্ত্বেও সে যখন একটা পয়সাও দিচ্ছে না, তখন তার মুখ দেখি কেন ?

কিছুক্ষণ নির্ব্বাক নিস্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া—সুলতা বলিল—পাঁচ জনেই তার বিরুদ্ধে তোমাকে এম্নি করে রাগিয়ে তুলছে নয় ? আমার সাম্নে যদি কেউ এমন ভাবে তার বিরুদ্ধে কথা বলত, ঝেঁটিয়ে তার মুখ ভেঙ্গে দিতুম। পাঁচ জনে সংসারটাকে ছারে খারে না দিয়ে ছাড়বে না, আর সে হতভাগাকেও বলি, সংসারের ব্যাপারটা মধ্যেমধ্যে দেখা শুনা করলেই তো চুকে যায় ! তোর জন্যে যে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ! তোর মায়ের পেটের ভাই যদি তোকে দু'চক্ষে দেখতে না পারে, তবে আমিই বা কদ্দিন হাত দিয়ে ঠেলে রাখি ? মরণ ও আমার হয় না ! হলে যে এমন সব কথা শোন্‌বার থেকে হতে নিস্তার পাই।...

এক নিঃশ্বাসে এতগুলা কথা বলিয়া সুলতা যেন হাঁপাইতে লাগিল।...

এমন সময়ে তাহাদিগের কনিষ্ঠ পুত্রটী কানাইকে ধরিয়া বলিল—বাবা আমার জামা ছিঁড়ে গিয়েছে—

কানাই তাহাকে বুকে তুলিয়া বলিল—এনে দেবো বাবা! দু'একদিনের ভেতরই তোমার জামা এনে দেবো।...

সুলতার আর সহ্য হইলনা। বলিয়া উঠিল—দেবেরে দেবে, থাম্! নিজের ছেলেপিলেদের পেট ভরে খাওয়াবার মত উপায়ের যার ক্ষমতা নেই সে আবার জামা-কাপড় দেবে! সে ভাইএর টাকায় নজর দেবে,...লজ্জাও করে না! ভাই না হয়ে, বিধবা মেয়েই যদি হত, ফেলে দিতে তাকে?...

সুলতার এই ধরনের তিরস্কারের উত্তরে কানাই একটা কথাও বলিল না। সে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে কেবল এই কথাটাই জাগিতে লাগিল, ভাই না হয়ে যদি' সে বিধবা কন্যাই হইত!...বা রে সমাজ! বা রে সংসার!—বা রে সান্ত্বনা!—বাঃ যদি সে বিধবা কন্যাই হত? বা—বাঃ!

—তিন—

বলাই যখন এম, এ, পাশ করিল—কানাইএর অবস্থা তখন খুবই শোচনীয় হইয়া উঠিল। পঞ্চাশটী টাকা মাহিনার উপর নিজেদের সংসার চালাইয়া ভাইটীকে শিক্ষা দিতে স্ত্রীর অলঙ্কারও পোদ্দারের দোকানে যাইয়া উঠিল। উপরন্তু এম্নিভাবে সে ঋণ জালে জড়াইয়া পড়িল যে, তাহা পরিশোধ করিবার কোন উপায়ই হাতে রহিল না। আজ কাল সে মাহিনার টাকা পাইয়া দেনার মাসিক দেয় সুদ দিয়া যাহা বাড়ীতে আনে, তাহাতে পনরটা দিন কোনওরূপে চলিতে পারে মাত্র।

এতখানি দুঃখকেও কানাই কিন্তু আমল দিল না। বলাই এম, এ পাশ করিয়াছে,—এইবার একটা মোটা মাহিনার চাকরি করিয়া সংসারের দুঃখ দৈন্যকে গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিবে।

কিন্তু এই চাকরির প্রস্তাবেই বলাই যখন আব্দারের সুরে ধরিয়া বসিল—চাকরি সে কিছুতেই করিবে না, কোনও একটা ব্যবসার পিছনেই সে ছুটিবে, তখন কানাই যেন হতাশ হইয়া পড়িল!

বলাই তাহাকে বুঝাইল—চাকরি করে একশো বড় জোর দু'শো টাকা উপায় করব দাদা! তাও বোধ হয় দশ বৎসরের পূর্ব্বে নয়, কিন্তু ব্যবসা করলে মহাজনের টাকাটাও হাতে ঘুরবে, তাতে বরং আমাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতাও অনেকখানি কমে যাবে।

কানাইও তাহাই বুঝিল, কিন্তু টাকা কোথা ? কোথা হইতে সে টাকা যোগাড় করিয়া তাহার ভাইকে ব্যবসায়ে উৎসাহিত করিবে ?…বহু কষ্টে সে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া ছয় শত টাকা যোগাড় করিয়া দিল।…

বলাই দোকান ফাঁদিয়া বসিল।

রাজ্যের পুলক তাহার সারা অঙ্গ বেড়িয়া ধরিল!—এই দোকান খানিই হইল—তাহার ধ্যান জ্ঞান।—তাহার সমস্ত শক্তিটুকু ইহার উপর নিয়োজিত করিয়া, অন্য সমস্ত বিষয়ে সে নির্ব্বিকার হইয়া গেল। একনিষ্ঠ যোগীর মত সে এই দোকানের উন্নতির জন্য ধ্যানে বসিল, সংসারে দাদা বা বৌদি খাইতে পাইল কি না, দেনার জ্বালায় তাহাদের অবস্থা কি ভাবে দাঁড়াইয়াছে, তাহার এতটুকু জানিবার প্রবৃত্তি তাহার রহিল না! তাঁহারা যদি কোনও দিন কোনও কথা বলিতে আসেন, বলাই স্পষ্টই বলিয়া দেয় ও সংবাদ পুনরায় যেন তাহার নিকট শোনান না হয়, এখন তাহার শুনিবার মত অবস্থা নয়।…

কানাইয়ের চক্ষের সম্মুখে আঁধার ঘনাইয়া আসিল!

সুলতা বলিল—ঠাকুর-পো! আমাদের একটা অনুরোধ রাখ ভাই!… রা'খবে ?

বলাই তাহার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বৌদির মুখের উপর ফেলিতেই সুলতা বলিল—তোমার দাদা—তোমার বিয়ের কথা বলছিলেন,—যদি কর, তা'হলে—

বলাই কহিল—এখন ফুরসৎ নেই বৌদি! দাদার কাছ থেকে যতটুকু আশীর্ব্বাদ আমি পাচ্ছি,—তার বেশী আর কিছু চাইনে। তোমাদের পায়ের ধূলো আর অন্তরের আশীর্ব্বাদের চেয়ে জগতে কোন কাম্যই আমার নেই! আর কিছু অনুরোধ ক'র না বৌদি!…

কানাই নির্ব্বাকভাবে বসিয়া রহিল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল—

অতি যতন করিয়ে সাগর ছেঁচিনু
মাণিক পাবার আশে—

* * *

তারপর তিনটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই তিন বৎসরের মধ্যে বলাই যখন তাহাকে কিছুই সাহায্য করিল না বা করিতে পারিল না, এবং পাওনাদারের তাগাদা ও ঋণের মাত্রা বাড়িয়াই চলিল,—তখন সে অস্থির হইয়া পড়িল। অথচ পরিপূর্ণ স্নেহে তাহাকে কোন কথাও বলিতে পারিল না। যদিই বা কোন দিন দুটো কথা জানাইয়াছে, বলাই তাহা শুনে নাই, গম্ভীরভাবে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।...

এই ধরনের অপমান গায়ে মাখিয়াও, কানাই কোনও দিনই তাহাকে একটা কড়া কথা বলিতে পারে নাই।...

কিন্তু তাহার অবস্থা বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন সে উন্মত্তের মত হইয়া উঠিল এবং পাড়ার পাঁচজনের মুখে তাহার ভ্রাতার এই ব্যবহারটা খুবই অন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারিল—তখন সে অনুজের বিরুদ্ধে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল।—

উঠিলেও গৃহেই যত কিছু তর্জ্জন গর্জ্জন, তাহার ভ্রাতার সম্মুখে কোন কথাই বলিতে পারিত না। নিজেকে কেবল হাহাকারের মধ্যেই ডুবাইয়া রাখিত। মনকে কেবল এই সান্ত্বনাই দিত—যা কিছু দুঃখ তাহার নিজের অদৃষ্টের, দোষ তার সহোদরের নয়—দোষ অন্য কারুর নয়, দোষ তাহার নিজের। অভিশপ্তের মত এ সংসারে আসিয়াছে সে, ফলভোগ তাহাকেই করিতে হইবে, অন্য সবাই তাহার

অংশ লইবে কেন? বলাই তাহার কনিষ্ঠ ভাই—সে সুখে থাক, তার নিজেরই ইচ্ছামত পথে সে চলুক, ভগবান তাকে উন্নতির পথে নিয়ে যান। আজ সে দাদার সুখ দুঃখ যদি না-ইই দেখে, দুঃখ করিবার কিছু নাই; বরং গর্ব্ব করিবার অনেক আছে! চির দারিদ্র্য বরণ করিয়াও সে তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে।...তার কর্ত্তব্য সে করিয়াছে, বলাইএর কর্ত্তব্য নাই করিবে—তাহার উপর অনর্থক পাওনার দাবী রাখিবে কেন?

* * * বলাই সেদিন দোকানে বসিয়া হিসাব নিকাশ ইত্যাদিতে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া কোন্ দিক দিয়া দোকানের আরও আয় বাড়িতে পারে তাহারই চিন্তা করিতেছিল।

হঠাৎ তাহাকে আন্‌মনা করিয়া দিয়া জগদীশ ডাকিল—বলাই—কি হচ্ছে?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্মিতহাস্যে বলিল—আসুন জগদীশ বাবু! তার পর কি মনে করে?...কি চাই?

পাড়ার এই লোকটীকে বলাই কোনও দিনই দোকানে আসিতে দেখে নাই। সে মনে করিয়াছিল তাহার কোন জিনিষের প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই সে এখানে আসিয়াছে।

কিন্তু সে ধরণের কোন উত্তর না দিয়াই জগদীশ যখন বলিল—এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলুম, ভাবলুম একবার দেখা করে যাই।

বলাই তাহাকে "বসুন" বলিয়াই পুনরায় হিসাব পত্রে মনোযোগ দিল।

কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া জগদীশ বলিল—হাঁ হে বলাই! তোমার ভাই—

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই গম্ভীরভাবে বলিল—এখন আমার কোন বাজে কথা শোন্‌বার ফুরসৎ নেই জগদীশ বাবু!—আমাকে ক্ষমা করবেন।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জগদীশ বলিল—ও, তাহলে ত তোমার দাদা কিছু মিথ্যা বলে না,—আমি মনে করতুম তোমার নামে যা বলে—

অধৈর্য্যভাবে বলাই বলিল—আপনার কোনও কথা এখন শোনবার আমার অবকাশ নেই—জগদীশ বাবু! আপনি যান, কেন বিরক্ত করছেন? আমার সময়ের দাম আছে।

বলাই পুনরায় কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত করিল।

মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক ভাবে থাকিয়া জগদীশ পুনরায় বলিতে লাগিল—এটা কিন্তু তোমার দিক দিয়ে ঠিক মত কাজ হচ্ছে না বলাই! এত কবে তোমায় মানুষ করে, যদি তাকে এখনও চোখের জল ফেলতে হয়, সংসার চালাবার জন্যে দেনা করতে তাকে লোকের দোরে ঘুরতে হয়—

বিরক্ত ভাবেই খাতাগুলাকে বন্ধ করিয়া বলাই জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি বলতে চান জগদীশ বাবু?

মৃদু হাসিয়া জগদীশ বলিল—রাগ করছ কেন ভাই? এটা যে খুব সত্য কথা, আমি কেন জগতের সবাই বলবে।

বলাই বলিল—কি বলছেন, বলুন, আমি শুনচি।

তাহার কথার এক একটা অক্ষর যেন আগুনের হল্কার মত বাহির হইল।...

জগদীশ বলিতে লাগিল—দেখ বলাই, মানুষ মানুষকে ঠকিয়ে নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করলেও, ওপরে একজন আছেন, যাঁর চোখ কেউ এড়াতে পারে না;...দোকানখানা তোমার হলেও—

বাধা দিয়া বলাই বলিয়া উঠিল—কে বলে আমার দোকান?...দাদা যত দিন বেঁচে আছেন, বৌদি যতদিন আমার মায়ের মত সংসার আলো

করে থাকবেন, ততদিন দোকান কি বলছেন জগদীশ বাবু, আমিই আমার নিজের নই।

জগদীশ বলিতে লাগিল—অতখানির দরকার নেই বলাই, দোকানের যা লাভ হচ্ছে তার অর্দ্ধেক নিজের রেখে অপর অর্দ্ধেকও যদি তাকে দাও, তবে তার এ দুর্দ্দশা হয় না।

গম্ভীরভাবেই বলাই বলিল—সেটা তাঁর অদৃষ্ট জগদীশ বাবু! এ ছাড়া একটা কথাও আপনাকে আমি বলতে চাই না, বা আপনার কাছ থেকে একটা কথাও শুনতে চাই না!...তাহলে আসুন!

—"তা শুনবে কেন বলাই, এসেছিলুম দু'টো ভাল কথা বল্‌তে" বলিয়া জগদীশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—এমন শিক্ষিত মুর্খ না হ'লে কি তেমন মহাদেবের মত ভাইকে অত দুঃখ করে সংসার চালাতে হয়? তখন মনে করতুম—বলাই যা বলছে, কেবল বাড়াবাড়ি; এখন দেখ্‌ছি তার প্রত্যেকটি কথাই সত্যি। সে যা ভাই, তাই এখনো তোমায় ভাত দেয়।

তাহার পুনঃ পুনঃ এই একই কথায় রাগে বলাইএর সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল—আমার সম্বন্ধে দাদা কি আপনার কাছে কোনও কথা বলেছেন?

হাসিয়া জগদীশ বলিল—না বল্লে কি আর খড়ি পেতে গুণ্‌তে গিয়েছি?...আমরা প্রতিবেশী মাত্র, কাজ কি তোমাদের কথায়? যা ভাল বুঝবে কোরবে, ভালর জন্যেই বলতে এসেছিলুম। তা না হলে ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই এ'ত আছেই।

সেখানে আর অপেক্ষা না করিয়া জগদীশ চলিয়া গেল।...

বলাইএর মনে হইল তাহার পায়ের তলায় পৃথিবীটা যেন টল টল করিতেছে, আকাশের গা হইতে যেন চন্দ্র-তারা-গ্রহ-উপগ্রহ কোথায়

অন্তর্হিত হইয়া কেবল প্রলয়ের অথৈ জল, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিয়াছে !…বিশ্বধ্বংসী বজ্রের গম্ভীর নির্ঘোষ তাহার শ্রবণে বধিরত্ব আনিয়া দিতেছে !

কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া বলাই তার কর্ম্মচারীকে বলিল—রতন ! টাকা পয়সা যা আছে, লোহার সিন্দুক হতে বার করে দাও তো !

রতন তাহার আজ্ঞা পালন করিলে, সে টাকা কড়ি সহ দোকান হইতে চলিয়া গেল।…অন্তরের মধ্যে তাহার বাড়বানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে ! পাড়ার জগদীশ তাহার নিকট আসে উপদেশ দিতে ?…দোকান আমাদের দুই ভায়ের…দাদা এই সব কথা তাহার নিকট বলিয়াছেন, নতুবা সেই বা এই সব সংবাদ পাইবে কোথা হইতে ?

হিসাব করিয়া অর্থ চাহিবার যদি এতই প্রয়োজন ছিল, দাদা আমার কাছে না বলিয়া জগদীদের কাছে বলিতে গেলেন কেন ? কে এই জগদীশ ? আমার অপেক্ষা সে কি আপনার ?

যখন সে বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল, কানাই তখন সংবাদপত্রে কংগ্রেস-সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিতেছিল।

গুরু-গম্ভীর ভাবে বলাই ডাকিল—দাদা !

কানাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই, বলাই তাহার সম্মুখে তহবিলটা ফেলিয়া দিয়া একটা ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।…যাইতে যাইতে বলিল—কাল গিয়ে দোকানের হিসাবটা দেখে নিও !…আমি আর কলকাতায় থাক্‌বো না।

কানাই হতভম্বের মত বসিয়া রহিল, বলাই যে কি বলিল তাহা সে ভাল করিয়া অনুধাবনই করিতে পারিল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহার পক্ষে সেটা যেমন কল্পনাতীত বলাইএর পক্ষেও তেমনি

সেটা অসম্ভব।...কি করিয়া যে কি হইল, ভ্রাতার চির অনুগত ব্যবহার এমন খাপ ছাড়া হইবার মূল কারণ কি—তাহা কিছুতেই বুঝিতে না পারিয়া শুধু সে পাথরের মূর্ত্তির মতই বসিয়া রহিল।...

বসিয়া বসিয়া যখন সে এই ব্যাপারের তথ্য নিরূপণ করিতে যাইয়াও করিতে পারিল না, তখন সেইখান হইতেই ডাক দিল—বলাই!

বলাই তাহার কোনও উত্তর না দিলেও বা সেখানে না আসিলেও, সুলতা আসিয়া বলিল—হাঁ-গা! তুমি পাড়ার জগদীশকে কি বলেছ? বলাই খেতে চাইছে না, দু' হাজার টাকা তহবিলে ছিল তোমাকে দিয়ে দিয়েছে,...কাল সে বম্বে চলে যাবে বলছে।...ব্যাপার কি?

সুলতার নয়ন পেলব জলে ভরিয়া আসিল।...

স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় কানাই বলিল—জগদীশের কাছে আমি, বলেছি?—কি?—বলাই এর কথা?...

কানাই আর কোনও কথা না বলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল।... তহবিলটাকে ফেলিয়া দিয়া তিরস্কারের সুরে বলিল—আমি তোকে শিব গড়তে চেয়েছিলুম বলা,—কিন্তু তুই যে বাঁদর হয়ে গড়ে উঠেছিস তাকি জানতুম? আজ আমার দুঃখু হচ্ছে তোর জন্যে!...টাকা গুলো যে জলের মত খরচ করেছি, তা সবই বরবাদ হয়ে গিয়েছে!...যা শীগ্‌গীর, —খাবার আগ্‌লে বসে রয়েছে।

তথাপি বলাইকে উঠিতে না দেখিয়া কানাই যেন দীপ্তকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল—যাবি?—না কান ধরে দু'টো থাপ্পড় মারতে হবে?...হতভাগা! পরের কথায় নাচতে শিখেছ?...এম, এ, পাশ করার ফল এই হয়েছে? শূয়ার!...রাস্কেল!...

অনুযোগের সুরে বলাই বলিল—জগদীশ বাবুর কাছে—

বাকি কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই কানাই উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল—ধ্যেৎ তোর—জগদীশ বাবু,—তোকে কিছু আমার বলবার দরকার যদি হয়, সেখানে জগদীশ আসবে কেন রে? আমার অবাধ্য হস তু'ঘা তোর পীঠে চাবুক মারব,—তার কাছে বলতে যাব কেন?...যা, খেগে যা।...

বলাইএর বুকের মাঝে যে একখানা কালো মেঘ আসিয়া জমা হইয়াছিল, অগ্রজের স্নেহের অনুশাসনে তাহা কোথায় উড়িয়া গিয়া সারা বুক বিমল শোভায় ভরিয়া উঠিল। সে মাথা নীচু করিয়া বলিল—যাচ্ছি।...

কানাই বলিল—এবার যদি কেউ কোনো দিন তোকে কিছু বলতে যায়, তার গালে দুটো চড় মারবি আগে, তারপর অন্য কথা।...

—চার—

তাহার পর আরও কিছু দিন কাটিয়া গিয়াছে।

দুঃখ দৈন্য লাঞ্ছনা ধিক্কার সব গুলিই একত্রীভূত হইয়া যখন কানাইকে ঘেরিয়া বসিল, তখন সে আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিল না।...উদ্যমের শেষ নাই, বুভুক্ষু সংসারটাকে কোনো রূপে দাঁড় করাইবার জন্য অসীম পরিশ্রমেও যখন কিছুই করিতে পারিল না, তখন সে মাঝ দরিয়ায় হাল ছাড়িয়া দিয়া স্রোতের মুখেই গা ভাসাইয়া দিল...

এই দীনতার হাত এড়াইবার জন্য তাহার ক্ষুদ্রশক্তির সমস্তটুকু প্রচেষ্টা কোথা হইতে যখন বিফলতা আনিয়া কালিয়দহের অতল জলে ডুবাইয়া দিল, তখন সে এইটাই স্থির করিল—দূর হোক আর কোনও চেষ্টাই সে করিবে না, এখন হইতে দুঃখকে সে এমনভাবে দুঃখ দিতে আরম্ভ করিবে, যে, আপনা হইতেই সে তাহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া দূরে পলাইতে ব্যগ্র চঞ্চল হইয়া উঠিবে।...স্ত্রী পুত্রের মুখের দিকে চাহিবে না, সহোদরের মুখের দিকে আঁখি ফিরাইবে না, নিজের দিকে—জগত-সংসারের দিকে ফিরিয়াও দেখিবে না!...কে সে নিজে?...কেই বা ইহারা? যাহাদের জন্য নিজের জীবনটাকে শুধু ব্যর্থতায় ভরাইয়া তুলিয়াছে!...নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য চির দারিদ্রের কোলে তুলিয়া দিয়াছে সে!...তাহাদের জন্য যতটুকু সে করিয়াছে সেইটুকুই যথেষ্ট, তাহার বেশী সে আর পারিবে না—কিছুতেই।

করিলও তাহাই।...

সমস্ত উৎসাহ সমস্ত চেষ্টা দূরে ঠেলিয়া দিয়া নির্ব্বিকারেই দিন কাটাইতে লাগিল। ফল হইল এই,—ছেলেদের আর বলাইয়ের কোনরূপে আহার জুটিতে লাগিল কিন্তু তাহাদের স্বামী-স্ত্রীকে মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন কখনো অনশনে কখনো বা অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে হইল।...

ইহা ছাড়া অন্য উপায়ও তাহাদের ছিল না।...বলাই যখন চাহিয়াও দেখে না, স্থানান্তরে হাত পাতিবারও যখন কোনও উপায়ই নাই, তখন এ ছাড়া আর উপায় কি ?...

তাহাকে এইরূপ নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেখিয়া সুলতা একদিন ধরিয়া বসিল—হ্যাগা ! এ তুমি কি করছ ? এমনভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে—

বিষাদ হাস্যে কানাই বলিল—আঁধারের মধ্যে কেউ যখন আর আলো দেখিয়ে নিয়ে যাবে না, তখন এ ছাড়া আর উপায় নেই। যতটুকু পেরেছি করেছি, এখন আর পারছি না,—কোরব কি ?...

—না করলেও ত উপায় নেই, নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখেছ কি ?...এমন করে আর কতদিন—

বাধা দিয়া কানাই বলিল—বাঁচব ?—এই কথা বলছ ত ? মরতেই ত হবে একদিন সুলতা ! মলে তবুও তোমাদের—

—"ছি ছি কি বলছ ?"...বলিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সুলতা বলিল—তোমার পায়ে পড়ি এমনভাবে আর হাল ছেড়ে দিয়ে বস না, কি ছিলে তুমি আর উপোস দিয়ে দিয়ে কি হয়ে গিয়েছ তাকি বুঝতে পারছ না ?...

—বুঝেই বা কি করব বল ? উপায় যখন নেই, তখন এমনি ভাবেই দিন কাটাতে হবে ; অগ্নি সাক্ষ্য করে তোমাকে আমার স্ত্রী বলে ঘরে এনেছি, আমার সঙ্গে তুমিও তোমার জীবনী শক্তিটাকে যে এমনি

করে ক্ষয় করছ, তা দেখেও চুপ করে আছি, নিজে অভুক্ত থেকেও যাকে তুমি খাওয়াচ্ছ, তাকে আর কিছু বল না।...তারও ত দু'টো চোখ আছে, সে কি আর বুঝতে পারছে না সুলতা? মরবার পথে দুজনেই এগিয়ে চলেছি, চলে যাই এসো! কাজ কি আর বাজে দুঃখ-ঝঞ্ঝাটে?

সুলতা আর চক্ষের জল নিরোধ করিতে পারিল না। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল—কার ওপর অভিমান করে আজ আশুতোষ হ'য়ে তোমার এত অসন্তোষ?

কানাই বলিল—অভিমান কি সুলতা?—অভিমান?...না-না কারও ওপর আমি অভিমান করিনি। কার ওপর করব-বল? অভিমান করবার কি আমার কেউ আছে? না-না ভুল বুঝো না। অভিমান করব কেন? তোমার আমার কর্ত্তব্য যতটুকু করে যাচ্ছি, তার কর্ত্তব্য সেও করছে, শিক্ষিত ভাই, বুকের এক এক ফোঁটা রক্ত দিয়ে মানুষ করে তুলেছি।... তবে দুঃখটাই বড্ড বেশী হয় সুলতা! মৃত্যু কত অভাগাকে তার তুষার শীতল হাত বাড়িয়ে টেনে বুকে নিচ্ছে, বিমুখ হয়ে বসে আছে কেবল আমারই বেলা। একটু তার কোলে যদি যায়গা পেতাম সুলতা!...

নীরব নিশীথ রাত। বাহিরে ঝিল্লীর রব। আকাশের গায়ে চাঁদের হাসি, ধরিত্রীর বুকে—বেদনার ক্রন্দন,—সুপ্তির গাঢ়তা—অনুতপ্তের হতাশা!

কানাই পুনরায় বলিতে লাগিল—তোমার মুখের দিকে যখনই চাই সুলতা! তখন মনে এক একবার এই কথাটাই উঁকি মারে, তোমার এই শীর্ণ দেহটা তাকে দেখিয়ে দিয়ে বলি—ওরে হতভাগা! একবার চেয়ে দেখ্। কিন্তু তখন যেন কে হাতের ইসারায় বারণ করে দেয়—না-না তাকে বলো না, একবার তার ওপর কঠিন হতে গিয়ে বিচ্ছেদের

আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলে—আবার?...সব ইচ্ছা নিরাশায় কেঁদে ওঠে! বলতে পারি না! সুলতা!—সুলতা!—তাকে একটা কথাও বল্‌তে আমি পারি না!...আচ্ছা সুলতা!

রুদ্ধকণ্ঠে সুলতা বলিল—কি বলছ?...

—এমন নির্লজ্জভাবে কেউ বসে বসে খেতে পারে? একটুও কি তার লজ্জা হয় না? অথচ তার খোরাকটা তুমি খেলে তোমাকে ত দুটো বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারতুম।...আর তার এমন উদাসীনতারই বা হেতু কি?—

সুলতা বলিল—ভেতরের অবস্থা হয় ত সে জানে, কিন্তু আমরা ত তাকে কিছু জানতে দিই নি।

—না তা দিই নি সুলতা, কিন্তু দিয়েই বা কি হত? সাহায্য করবার ইচ্ছা যদি তার থাকত, তাহলে সে কি আর করত না।—কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই তোমার ব্যাপার দেখে!—নিজেকে উপবাসের কোলে ছেড়ে দিয়ে, কি করে নিজের ভাত পরকে খাওয়াচ্ছ?

দুঃখকাতর কণ্ঠে সুলতা বলিল—ছেলেটার জন্যে যা করে, সেটা কি তোমার ভুলে গেলে চলে? সুশীলকে সে কী ভালবাসে বল দেখি? তাকে যে রকন ভাবে পড়ায়, একটা কুড়ি টাকা দিয়ে মাষ্টার রাখলে সে কি তেমনি পড়াত? তার ওপর ইস্কুলের মাইনে, জলখাবার, জামা, কাপড়—তাকে ত এতটুকুও আমাদের প্রত্যাশী করে রাখে নি।...

উদাসভাবেই কানাই বলিল—না।

—"তবে?" বলিয়া সুলতা বলিতে লাগিল—কার ওপর অভিমান করে তুমি এমন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে বল ত?...সংসার কার—

তোমার না তার?...এই যে আজ কচি মেয়েটা একপলা দুধ পেলে না!—

বলিতে বলিতে সুলতা হঠাৎ থামিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বলিতে লাগিল—তোমার পায়ে পড়ি, এমনভাবে তুমি আমি উপোস দিয়ে না হয় মলুম, কিন্তু তার পর?...এই কচি কচি ছেলেগুলো, সংসারের কিছুই বোঝে না তারা, একপলা দুধের অভাবে কি দশা হয়ে উঠেছে, এর জন্যে ভগবানের কাছে জবাবদিহি করতে হবে তোমাকে আমাকেই—

বুকফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কানাইয়ের মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল—হুঁ,...দৃষ্টিটা ফেলিয়াছিল—উন্মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া নীল অসীমের পানে, যেখানে অসংখ্য তারা ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল!

এই কথার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল, কাহারও মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।...

এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কানাই শান্তকণ্ঠে বলিল—দিন কতক বাপের বাড়ী যাবে সুলতা?

স্বামীর এই কথাটার মধ্য দিয়া কতখানি অন্তরের বেদনা নিংড়াইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেও, ঠিক বর্শার খোঁচার মত তাহা সুলতার বুকে যাইয়া বিদ্ধ করিল। পূর্ব্ব হইতেই কান্নার রাশ তাহার হিয়ার পরতে পরতে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল, স্বামীর কথা শুনিয়া একটা কথাও না বলিয়া সে নীরবেই পড়িয়া রহিল।...

এই নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়া কানাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—তাহ'লে যাবে সুলতা?...

সুলতা আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—বিয়ের ক'নে, সেই যা তোমার কাছে এসেছি, আজ চার ছেলের মা আমি, সেখানে যাবার জন্যে কোনও দিন কি একটা কথাও বলেছি? তোমার সঙ্গে উপোস করে থাকতে দেখে, সেখানে জোর করে পাঠালে হয় ত আমি দু'বেলা পেট পুরে খেতে পাব, ছেলেদেরও কোনও কষ্ট হবে না, কিন্তু যতখানি অপমান তাতে তোমার হবে—তোমার স্ত্রী হয়ে আমি সেটাকে কেমন করে সইবো? বলিতে বলিতে তাহার অশ্রুর বাঁধ ভাঙিয়া গেল!

কানাইএরও অন্তর ভেদ করিয়া তখন কান্না আসিতেছিল, কোনও কথা না বলিয়া সে সুলতাকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া তাহার মাথার চুলগুলির ভিতর দিয়া অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে নীরবেই সান্ত্বনা দিতে লাগিল।...তাহার চক্ষুও অশ্রুসজল হইয়াছিল।...তবে তো আর কোন উপায়ই নাই!...সাহারার উত্তপ্ত বালুরাশির উপর দিয়া পথ চলিয়াছে, অজানা পথ...হয় ত এম্নি করিয়াই মৃত্যুর হিম-শীতল কোলে তাহাদিগকে আশ্রয় লইতে হইবে!...নিজের মৃত্যুর জন্য দুঃখ নাই তার—কিন্তু সুলতা—সুলতার জীবন!...স্বামীত্বের দাবী নিয়ে এই মৃত্যু-পথযাত্রীর শেষ দুর্দ্দশা নির্ব্বিকার ভাবেই তাহাকে দেখিয়া যাইতে হইবে! দরিদ্র যে, বসুন্ধরার বুকে বর্দ্ধিত হইবার এই তো তার পুরস্কার!...

হঠাৎ পার্শ্বে শায়িত কোলের ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিতেই সুলতা নিজেকে স্বামীর বুক হইতে তাড়াতাড়ি বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল।...

কিন্তু তবুও শিশুর ক্রন্দন না কমিয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল।

কানাই জিজ্ঞাসা করিল—পেট কামড়াচ্ছে না কি?

কোন প্রকারে সুলতা বলিল—বুকে তো দুধ পাচ্ছে না, তাই ক্ষিদের জ্বালা—

কানাইয়ের বুকের মাঝে কে যেন মোচড় দিয়া দিল। বলিল—পাবে কোত্থেকে সুলতা? পেটে ভাত নেই···স্নেহের ভাইকে—

তাহার কথায় বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি সুলতা বলিয়া উঠিল—ওগো! তোমার পায়ে পড়ি ও সম্বন্ধে কোনও কথা বোলো না।···

"—হাঁ-হাঁ—ঠিকই ত সুলতা, পাশের ঘরেই শুয়ে আছে, যদি শুনতে পায়—"বলিয়া, কানাই বলিল—দাও দেখি একবার আমায়।

শিশুকে বুকে ফেলিয়া কানাই ঘরখানার মধ্যে পদচারণা করিতে করিতে তাহাকে সান্ত্বনা দিবাব জন্য নানা ছেলেভুলানো কথা বলিতে সুরু করিল।

কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত শিশুর কান্না উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল।

সুলতা স্বামীর নিকটে আসিয়া বলিল—দাও ওকে।...

কানাই-এর নিকট হইতে খোকাকে লইয়া স্তনের অগ্রভাগ তাহার মুখে গুঁজিয়া দিল।

কিন্তু তথাপি খোকার কান্না সমান ভাবেই চলিতে লাগিল।

অন্তরের মধ্যে ঝড়ের মাতন লইয়া কানাই একটা পাত্রে খানিকটা জল লইয়া বলিল—এইটে খাইয়ে দাও সুলতা!—দুধের পিপাসা জলেও মেটে।···

ধমক দিয়া সুলতা বলিল—তুমি শোও ত!

উদাস দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কানাই বলিল—এই যে শুচ্চি সুলতা! শুই।···ঘুম যে আমার চোখের পাতায় খেলা করছে, শুলেই ঘুমিয়ে পড়ব...জানো?

সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কানাই তাহার অবশ দেহখানাকে শয্যার উপর এলাইয়া দিয়া আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল—দেখ দেখ সুলতা!

শিশু তেমনিই কাঁদিতেছিল, সুলতা বলিল—কি?

কানাই বলিতে লাগিল—চাঁদটাও নির্লজ্জের মত হাসচে দেখেচ?... ও হাসি আর কিছুব নয়, ঠাট্টার হাসি, বুঝলে না?...অক্ষম লোকের বিয়ে করবার দুর্ব্বার আকাঙ্খার ফল দেখে হাসচে—আর বিদ্রূপের সুবে বলছে—আমাদের মত লোকের বিয়ে করলে—সংসার নন্দন কানন হয় না—কোকিলও ডাকে না—বাঁশীও বাজে না—কেবল জ্বালা আব জ্বালা!

তিরস্কারের সুবে সুলতা বলিল—ঘুমোও না একটু।

কোনও উত্তর না দিয়া কানাই জানালাটা বন্ধ করিয়া দিতেই সুলতা জিজ্ঞাসা করিল—এই গরমে জান্‌লা বন্ধ করছ কেন?

"—সহ্য করতে পারছি না সুলতা! ওর ঐ নির্লজ্জ হাসি আমাব গায়ে বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে, এতখানি অক্ষমই যদি করে তুলবে, তবে তোমার দেশ হতে এ-সব শিশুকে আমার কাছে পাঠালে কেন?

সুলতা কোনও কথাই বলিতে পারিল না।

চীৎকার করিয়া করিয়া শিশুটী তখন নিদ্রার কোলে গা ঢ়ালিয়া দিয়াছে।...

কানাই বলিল—সে কথাটা বলাইকে বলেছিলে?...

'—না বলিনি—কাল বল্‌বো।

—দেখ যদি মত করাতে পার, তাহলে দুঃখটাও হয়ত দূর হতে পারে, তা না হলে যে কূল নেই—কিনারা নেই—

...স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর কোনও কথা হইল না।...জগতের সব

প্রাণীই নিদ্রার ঘোরে অচেতন, ও-ঘরে বলাইও নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নিজেকে এলাইয়া দিয়াছে। জাগিয়া আছে—কেবল এই দুইটী নরনারী—তাহাদের অভিশপ্ত জীবনের এক একটা অধ্যায় সমালোচনা করিবার জন্যই বা !...

বাহিরে বাদুড়ের পাখার ঝটপট শব্দ, মধ্য রাত্রির ঝিল্লীর অশ্রান্ত গান, আর গৃহ মধ্যে ক্ষুৎ-পিপাসা কাতর এই দুই স্বামী-স্ত্রী,...অদৃষ্টের কী নিষ্ঠুর পরিহাস !!

সময়ের তালে পা ফেলিয়া রজনী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বিহগ-কুলের কলতান—নবারুণের লালিমা ধরার উপর অপূর্ব্ব শোভার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে !

বলাই দোকানে যাইবার জন্য পা বাড়াইতেই সুলতা ডাকিল—ঠাকুর-পো !

—কেন বৌদি !

কুণ্ঠিত ভাবেই সুলতা বলিল—একটা কথা রাখবে ভাই ?

গম্ভীর ভাবেই বলাই বলিল—কথাটাই আগে শুনি ?

—বিয়ে করবে ভাই ?

বলাই যদি এ কথাটা অগ্রজের মুখে শুনিত, তবে হয়ত সে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত, কিন্তু বাল্যে পিতামাতা হারাইয়া আজ পর্য্যন্ত এই স্নেহময়ী বৌদিদির নিকট যে ব্যবহার সে পাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাহাকে মাতার আসনে বসাইয়া সেইরূপ ভাবেই সে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে। সেই জন্য প্রস্তাবটা তাহাকে রাগে ভরাইয়া দিলেও বেশ সহজভাবেই বলিল—কতদিন হ'তে বলেছি বৌদি, ও অনুরোধ আমাকে ক'র না।...

তেমনিভাবেই সুলতা বলিল—এটাতে যদি রাজী হও ভাই, তাহলে

আমাদের সব দুঃখই দূর হয়ে যায়।...দশ হাজার টাকা নগদ, কলকাতায় তিন চারখানা বাড়ী অথচ বিধবা মায়ের ঐ একটী মেয়ে!

—দশ লাখ টাকা দিলেও নয় বৌদি, আর আমাকে কোনও কথা ব'ল না।

বলাই কতকটা পথ চলিয়া যাইতেই সুলতা পুনরায় ডাকিল—ঠাকুর পো!

পশ্চাত ফিরিয়া বলাই বলিল—বল্লুম ত বৌদি!

—সে কথা নয় ভাই!

—তবে?

কুণ্ঠা আসিয়া সুলতার বক্তব্যের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল...যদি সে তাহার কথা শুনিয়া চলিয়া যায়! যে কথাটা বলিবে সেটা যদি পালনই না করে!

...মন তাহার চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বলাই জিজ্ঞাসা করিল—কি বলছিলে বৌদি?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুলতা বলিল—আজ দু'দিন তোমার দাদার খাওয়া হয়নি, কিছু না পেলে আজও—

আর সে বলিতে পারিল না, তাহার চক্ষু দুইটা জলে ভরিয়া গেল।...

বিস্মিত দৃষ্টিতে বৌদির মুখের দিকে তাকাইয়া বলাই বলিল—কিন্তু আমার খাবার ত কোন কষ্ট হয়নি বৌদি!...

সুলতার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না, কান্নার হাসি তাহার সমস্ত মুখ খানার উপর খেলিয়া গেল।

বলাই ডাকিল—বৌদি!

—কেন ভাই?

কিন্তু বলিতে যাইয়াও বলাই বলিতে পারিল না।

সুলতা বলিল—কি বলছিলে ভাই ?

বলাই বলিল—না থাক।

তারপর গোটা দুই টাকা দিয়া বলাই বাহির হইয়া গেল।

—পাঁচ—

বৌদিদির নিকট দাদার দুই দিন উপবাসের কথা শুনিয়া বলাইয়ের মনটা অত্যন্ত খচ্ খচ্ করিতে লাগিল ;—সংসারের কোনও সংবাদ না লইলেও, দাদা বা বৌদির প্রতি তাহার ভক্তির যে কিছু অপ্রতুল ছিল তা নয়, কিন্তু নিজের জীবনটাকে একজন সামান্য দোকানদারের পর্য্যায়ে ফেলিয়া না রাখিয়া, একজন বড় ব্যবসায়ী হইবার প্রলোভনের পাছুতে ছাড়িয়া দিয়া, সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ হইতেই নিজেকে সে বিচ্ছিন্ন রাখিতে বাধ্য করিয়াছিল।—

লাভ বলিয়া দোকান হইতে যাহা কিছু পায়, তাহার কতকটাও হয়ত সে দাদাকে সাহায্য করিতে পারিত কিন্তু ব্যবসায়ের সাফল্যের নেশা, তাহার সে কল্পনাকে চূর মার করিয়া দিয়াছিল। যে ব্যবসায় মূলধন অল্প, তাহা হইতে যদি ব্যবসাকে বাড়াইতে হয়, তাহা হইলে অন্ধের মতই পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলির সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিতে হইবে।

বলাই এই মন্ত্রের উপাসক ছিল।

কিন্তু কানাই তাহার সেই দিকটায় লক্ষ্য না করিয়া, কেবল এইটাই ভাবিয়াছিল, বুকের এক এক ফোঁটা রক্ত দিয়া যাহাকে মানুষ করিয়াছে, সংসারের দিকে তাহার এতটুকুও লক্ষ্য নাই! অথচ যখন তখন কেন তাহাকে নিজের কথা বলিয়া উত্যক্ত করিয়া তুলিবে?

সংসারের সমস্ত জানিয়াও যখন সে উদাসীন, তখন জানাইয়াই বা

লাভ কি? দেখিয়াও যখন সে ব্যবস্থা করে না, তখন বলিয়াই বা হইবে কি?

কিন্তু বলাই যখন দাদার উপবাসের কথা জানিতে পারিল, তখন তাহার মনটা অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল।...এখনও পর্য্যন্ত সে দাদাকে কতখানি সাহায্য করিতে পারে, সেইটার চিন্তায় নিজেকে ডুবাইয়া দিল। খাতা পত্র খুলিয়া দোকানের আয় ব্যয় ও মুনাফা দেখিতেই সে বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কর্ম্মচারী বলিল—কলার্ক সাহেবের 'বয়' এসে বলে গেছে, সাহেব আপনাকে একবার ডেকেছে।

বলাইএর সমস্ত চিন্তা কেমন এলোমেলো হইয়া গেল।

এই কলার্ক সাহেব, কোনও একটা অফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

অফিসের কতক কতক অর্ডার দেওয়ার একটা পাকা পাকি বন্দোবস্তের বা সেই সম্বন্ধে কথা কহিবার জন্য একদিন বলাইকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই যে দেখা করিবার জন্য আহ্বান, ইহার মধ্য দিয়া সেই ইঙ্গিতটাই বুঝিতে পারিয়া কিছুক্ষণ সে গম্ভীর ভাবেই বসিয়া রহিল।

কোন্ দিকে যাইবে কি করিবে সে?...

তাহার এই চিন্তার মধ্য স্থলে জনৈক সাহেব আসিয়া বলিল—বাবু! আমার সঙ্গে মাস কাবারি ব্যবস্থায় আমাকে আমার দরকারী জিনিষ পত্র দেবে?...আমি অমুক অফিসের বড় কর্ত্তা, অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। সম্প্রতি আমি এখানে নূতন বাসা নিয়েছি, এখানে তোমার কাছে সব জিনিষ পাওয়া গেলে আর মার্কেটে যাওয়ার আবশ্যক হবে না।

বলাই সাহেবকে বসিবার জন্য একখানা চেয়ার টানিয়া দিল।...

আসন গ্রহণ করিয়া সাহেব বলিতে লাগিল—আমি এই ২৭ নং

বাড়ীর ওপর তলাটা ভাড়া নিয়েছি, নীচে তলার সাহেবের কাছ হতে তোমার প্রশংসা এবং ব্যবসা বুদ্ধির কথা শুনে, ভারি আনন্দিত হয়েছি। নিজেরা ব্যবসাদারের জাতি, তাই তোমাব ব্যবসায়-বুদ্ধি শুনে, আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হ'য়েছি।

নিজের ব্যবসায়ের সুনামের কথা শুনিয়া বলাইএর অন্তরটা যেন ভরপূর হইয়া উঠিল এবং তাহার বিবেচনা বুদ্ধি তাহাকে জানাইয়া দিল—ইনি যখন একটা অফিসের বড় সাহেব, তখন ত্াঁহার নিকট হইতে টাকা কোনরকমেই মারা যাইবে না। বলাই সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল—আপনাকে মাল দিতে আমার কোনও আপত্তি নেই। যখন যা দরকার হবে সংবাদ দেবেন।

তাহার এই প্রস্তাবে সাহেব ধন্যবাদ দিয়া বলিল—তবে আজ এই জিনিষ কটা দাও।...মাসে তিনশো টাকা খরচ আমার।

রতনকে মালগুলি দিবার জন্য ফর্দ্দ দিয়া, বলাই বলিল—আমাকে যে সকলে স্নেহ করেন বা সুখ্যাতি করেন সেটা তাঁদের বিশেষ অনুগ্রহ। এই মিঃ কলার্ক আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন—তাঁর আফিসের কিছু কিছু অর্ডার দিবার জন্য।

সাহেবটি বলিয়া উঠিল—ও, তুমি আফিসের অর্ডার সাপ্লাই কর?... তোমাদের দর যদি সে রকম সুবিধে হয়, তবে আমিও তোমায় সাহায্য করবো। আমার পাটের কলে অনেক জিনিষ দরকার হয়।

বলাইএর অন্তর আনন্দে নাচিয়া উঠিল। বলিল—দর আমার সুবিধে হবে নিশ্চয়ই। বেশী লাভের প্রত্যাশা আমি করিনি, আমি চাই কম লাভে কারবার করতে।

ইতিমধ্যেই সাহেবের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ বাহির করা হইয়াছিল

অফিস পেয়াদাকে

বলাই জিনিষ গুলির যখন দাম ধরিয়া দিল তখন সাহেবটা আশ্চর্য্য হইয়া-গেল! অল্প মূল্য দেখিয়া বলিল—তুমি কাজ করতে পারবে বাবু, আজতো বন্ধ, কাল ছুটোর সময় আমার অফিসে গিয়ে দেখা করো। বলিয়া সাহেব উঠিয়া পড়িল।...

কলার্ক সাহেবের নিকট যাইবার জন্য বলাই উঠিয়া দাঁড়াইতেই, রতন বলিল—হক সাহেব এ মাসেও টাকা দিলে না।...

—কেন?..

রতন বলিল—তার স্ত্রীর অসুখ, হাঁসপাতালে রয়েছে।

বলাই বলিল—তা আর কি করবে? অসুখের ওপর ত আর হাত নেই। মাল দেওয়া যেন বন্ধ ক'রোনা।

—কিন্তু অনেক গুলা টাকা বাকী পড়ে গেছে।

মৃদু ভাবে বলাই বলিল—উপায় কি? আপদ বিপদ সকলেরই আছে। এ সময়ে তাকে মাল দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে, টাকা আদায় হতে যতটুকু বিলম্ব হবে তার ওপর সহৃদয়তা দেখিয়ে তার চেয়ে খুব কম সময়েই টাকা আদায় হবে।...আর এই সব কারণেই পাঁচশোটাকার কারবার করতে গেলে পনরশো টাকা মূলধনের দরকার, জান—রতন? আমরা যে ব্যবসা করতে বসে অকৃতকার্য্য হই, তার কারণই এই। আমরা ব্যবসা আরম্ভ করি লাভ খতিয়ে, আর সেইটুকুর মতই মূলধন ফেলি। কাজেই সামান্য বিলেত পড়লেই বা লোকসান হলেই আমরা ব্যবসার জাল গুটিয়ে বসি।...

...বলাই চলিয়া গেল।...

অন্তরের মধ্যে তাহার উৎসাহের আনন্দ—কলার্ক সাহেবের নিকট যদি সে তাহার নিজের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারে।...

আশা আনন্দ উদ্বেগের ছায়া গায়ে মাখিয়া যখন সে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিল, এবং সফলতা যখন তাহার মস্তকে বিজয় মুকুট পরাইয়া দিল,—তখন জগতের আনন্দে তাহার চোখ মুখ ছাইয়া গেল।

অর্থাভাবের করাল ছায়া তাহাদের সংসারটীকে যে ছাইয়া ফেলিয়াছে তাহা একবার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেই তাহার সবটুকু আনন্দই যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল।...

কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্যই!

একদিকে সংসারের অভাব আর একদিকে ব্যবসায়ের হাতছানি, তাহাকে কাতর করিয়া তুলিল। দাদার অনাহাব ক্লিষ্ট মুখ খানা, বৌদির সকরুণ উক্তি তাহার প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিলেও, ব্যবসার হাতছানিই তাহাকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।...

দাদা আরও কিছু দিন উপবাসে থাকুন...বৌদি—চোখের জলে সমুদ্রের সৃষ্টি করুন, তাহার জন্য কলঙ্কের কালী যদি মুখে মাখিতে হয় তাহাও নির্ব্বিকার চিত্তে সে মাখিয়া যাইবে, তবুও যেটাকে সে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে সেটাকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবেনা।—কিছুতেই না।

———

—ছয়—

অফিসে মাহিনার দিন, কানাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। আজ বাড়ীওয়ালাকে ভাড়ার টাকা দিতে হইবে অথচ দেনায় অফিসে তাহার মাথার চুল পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া আছে! তাহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল,...অভিশপ্তের মত কেন যে তাহাকে ভগবান সংসারে পাঠাইয়াছেন!

নিজের জীবনের উপর ঘৃণা ও ধিক্কার জন্মিল।

পাওনাদারগণের হাতে পায়ে ধরিয়াও যখন তাহাদের শান্ত করিতে পারিল না, তখন তাহার পকেটে যাহা ছিল, ক্রান্তিটী পর্য্যন্ত চুকাইয়া দিয়া চেয়ারের উপর হতাশ ভাবেই বসিয়া পড়িল।

এইবার সে কি করিবে?...কি বলিয়া সে আজ বাড়ীওয়ালাকে ফিরাইয়া দিবে?...

মাথার ভিতর তাহার ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। একবার মনে করিল অফিস হইতে বাড়ী না গিয়া কোথাও বাহিব হইয়া পড়ে। কাজ কি আর এই মুখ লইয়া সংসারের মাঝে দাঁড়ানো।...সংসারের মধ্যে তাহার মত লোকের থাকিবারই বা সার্থকতা কি?

তদপেক্ষা অফিসের ছুটিব পর যেখানে ছুই চক্ষু যায় সেই থানেই চলিয়া যাইবে। তাহার মত হতভাগার সান্নিধ্যে আসিয়াই হয়ত বাছারা তাহার সমদশা প্রাপ্ত হইতেছে। তাহাদের সংস্রব সে যদি ছাড়িয়া যায়

হয়ত সকলে দুবেলা পেট পুরিয়া খাইতে পাইবে। সে আছে জানিয়াই বলাই হয়ত কোনও সংবাদ রাখিতেছে না কিন্তু সে না থাকিলে সমস্ত ঝক্কিই সে নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে বাধ্য হইবে।

এ ছাড়া যে আর অন্য উপায় নাই!...সংসার-চক্রপেষনে পড়িয়া সে আজ সত্যসত্যই উপায়-হারা!

কিন্তু ছুটির পর কিসের মায়া যেন তাহার পা-দুই খানাকে বাড়ীব দিকে টানিয়া লইয়া গেল।...

প্রথমটা বরাবর বাড়ীর দিকে সে যাইতে পারিল না, গঙ্গার ধারে বসিয়া অনেকটা আন্‌মনা হইবার জন্য সে চেষ্টা করিতে লাগিল।...কিন্তু আন্‌মনা হওয়া ত দূরের কথা, অশান্তিও দুশ্চিন্তার বেড়া আগুন তাহাকে পুড়াইয়া খাক্ করিতে লাগিল। তাহার নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল,—মা গঙ্গে! কত-শত পাপীকে তোমার কোলে স্থান দিয়ে তাদের পরিত্রাণ করছ মা,...আর কী-অপরাধে অপরাধী আমি, যে, একবার ফিরে চাইবারও তোমার অবসর হয় না মা!...

হঠাৎ দৃষ্টিটা আশে-পাশে পড়িতেই দেখিতে পাইল কয়েক জোড়া চক্ষু তাহার দিকে হাঁ করিয়া যেন গিলিতে আসিতেছে।...

সে অস্থির হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া পড়িল।...

তখন সবে মাত্র পথের ধারে বাতি জ্বলিতেছিল।...

ক্ষুৎপিপাসায় কাতর কানাই গঙ্গার ঘাটে নামিয়া কয়েক আঁজ্‌লা জল পেট পুরিয়া পান করিয়া বলিয়া উঠিল—আঃ তোমার জলে এত তৃপ্তি মা!...দুই ফোঁটাজল তাহার চোখের কোণ দিয়া ঝরিয়া পড়িল।...

এত শীঘ্র বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা তাহার নাই, কোনরূপে বাড়ীওয়ালার নিকট হইতে আজিকার দিনটা আত্ম-গোপন করিয়া থাকিতে হইবে।

হঠাৎ তাহার মনে হইল বিডন্ উদ্যানে আজ ভারি জোর স্বদেশী সভা। বড়-বড় দেশকর্ম্মী এই সভায় আজ যোগ দিয়াছেন।

সে সেই দিকেই তাহার পা দু'খানাকে চালাইয়া দিল, তাহাদের মাঝে বসিয়া, যদি কতকটা সময় অন্যমনস্ক থাকিতে পারে।...

যখন সে বিডন্ স্কোয়ারে আসিয়া পৌঁছিল, তখন একজন বড় বক্তা বক্তৃতা দিতেছিলেন—দেশকে স্বাধীন করিতেই হইবে।...হে-বাংলার তরুণের দল! ওঠো! জাগো! ভারত-মাতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত করতে আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে, বল—মা! আমরা তোমার সন্তান, আমরা বাঙ্গালী, আজ তোমার ডাকে মিলিত হয়েছি, ভায়ে ভায়ে গলা ধরাধরি করে বলছি—বন্দে-মাতরম।

তাহার এই ধরনের বক্তৃতা শুনিয়া কানাইয়ের সমস্ত শরীরটা ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল—ধাপ্পাবাজীতে তরুণের দলের মাথা খাবেন না মশায়...যদি সত্যই মায়ের মুখে হাসি ফুটাতে চান, সত্যই যদি বাঙ্গলার লোককে এক করতে চান, তবে তাদিকে আগে মুখের আহার যুগিয়ে বাঁচিয়ে তুলুন। আপনার নিজের দেশের ভেতরে—

তাহাকে আর বলিবার সুযোগ না দিয়া স্বেচ্ছাসেবকের দল আসিয়া তাহাকে সেখান হইতে বিকৃত মস্তিস্ক বলিয়া বাহির করিয়া দিয়া, পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে নিজেরা মুক্ত হইবার জন্য বক্তার কথা শুনিতে শুনিতে উচ্চরবে দিগন্ত মথিত করিয়া বলিতে লাগিল—বন্দেমাতরম।...

বাগানের একপার্শ্বে রক্ষিত একখানা বেঞ্চের উপর কানাই অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল, অনন্ত কোটী চিন্তার পশ্চাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া সে আর একটা দেশে যাইয়া পড়িল!...যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল,—তখন স্বদেশী সভা শেষ হইয়া গিয়াছে।...

ধীরে ধীরে সে বেঞ্চ হইতে উঠিয়া বাসার দিকে চলিয়া গেল।...

বাহিরের কড়া নাড়িতেই সুলতা দ্বার খুলিয়া তিরস্কারের সুরে বলিল—এত দেরী হল কেন? আমরা ত ভেবে ভেবে সারা!... ঠাকুরপোকে এই মাত্র পাঠাবো মনে করছিলুম।

মলিন হাস্যে কানাই বলিল—আমার জন্যে ভেবোনা সুলতা, আমাকে দেখে যমও একশো হাত দূর দিয়ে পালিয়ে যায়।

সুলতা বলিল—তোমার মুখে কি ও-ছাড়া কোন কথা নেই?

কানাই একটু হাসিল মাত্র, আর কিছু বলিল না।

সুলতা তাহার সম্মুখে হাত পা ধুইবার জন্য জল দিলে, মুখ-হাত ধুইয়া, কানাই বলিল—আজও কিছু আনতে পারলুম না।...আজ বাড়ীওলাকে কি বলব?...হয়ত আজ সে বাড়ীতে চাবি দিয়ে যাবে।

কাতর ভাবেই সুলতা বলিল—মাইনে?—

বাধা দিয়া কানাই বলিল—বাবু, চাপরাশি, কুলীর দল এমনি ভাবে ঘেরে ফেল্লে যে, তাদের ব্যূহ কিছুতেই ভেদ করতে পারলুম না, মাইনের টাকা সুদ দিতে কুলুলো না।

তাহাকে আর কোনও কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া তৃতীয় কন্যাটী আসিয়া বলিল—কই বাবা, আমার কাপড়? আজ যে আমার কাপড় আনবে বলেছিলে?

তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া কানাই বলিল—আজ রাত হয়ে গিয়েছে মা, কাল এনে দেবো।

অভিমানে মুখখানাকে ভরাইয়া কন্যাটী বলিল—রোজ রোজই ত তুমি ঐ কথাই বল।

—কাল ঠিক এনে দেবো মা, দেখে নিস্।—

তাহার বলিবার কথা শেষ হইতে না হইতে আর একটী পুত্র আসিয়া ধরিল—বাবা খাবাল? খাবাল আনিছ্ নি?

তাহার মুখে স্নেহের চুম্বন দিয়া সুলতার মুখের দিকে জল ভরা চোখে চাহিয়া দেখিতেই, তাহাদিগকে ধমক দিয়া সুলতা বলিল—যা পাজী ছেলে,—শুইয়ে রেখেছিলুম আবার ওঠা হয়েছে? যা শুগে যা।

তাহাদের মুখগুলি ভয়ে সঙ্কুচিত হইতে দেখিয়া, কানাই বলিল—ধমকাচ্ছ কেন তুমি?...শিশুর সরল মন দিয়েই ওরা ছুটে এসেছে আমার কাছে। ওরা কি করে জান্‌বে ওদের বাবা এতখানি আজ অক্ষম!... সন্তানের ভার বহনেও অক্ষম!

পুত্র-কন্যাকে সুলতা বলিল—যা বাবা! শুগে যা, এই এলো, একটু ঠাণ্ডা হোক।...

পিতা-মাতার মুখের দিকে চাহিয়া পুত্র-কন্যা ভিতরে চলিয়া গেল।...

রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত যখন বাড়ীওয়ালা ভাড়ার তাগাদায় আসিল না, তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাবে কানাই বলিল—আজ আর এলো না বোধ হয় সুলতা!

সুলতা বলিল—সে জন্য ভেবো না, আসবে সে নিশ্চয়। চার মাসের ভাড়া পড়েছে, একান্তই যদি আজ না আসে—

তাহাকে আর বলিবার পক্ষে অধিকদূর অগ্রসর হইতে না দিয়া, কানাই বলিল—তাহলেই হল, বলাই এলে তাকে আজ সব কথা খুলে বলব মনে করেছি।

আনন্দের-দীপ্তি সুলতার মুখের উপর ভাসিয়া উঠিল, বলিল—বল্‌বে?

কানাই বলিল—বলব সুলতা! এই রকম ভাবে যন্ত্রণার চাবুক

সহ্য করার চেয়ে অভিমানের টুঁটী-টিপে তার কাছে সব কথা খুলেই বলি!...সে-কি আর শুন্‌বে না? আর না শুন্‌লেই বা ছাড়ব কেন? শুন্‌তেই হবে তাকে। তাকে ত মানুষ করেছি।...কি বল?...

তাহাকে আর কথা শেষ করিতে হইল না, সহসা বাড়ীওয়ালার ডাক তাহার কাণে আসিতেই যে চুপিচুপি বলিল—ছেলেদের দিয়ে বলাও সুলতা, যে, আমি বাড়ী নেই।

কিন্তু তাহার এই যুক্তির বিরুদ্ধে সুলতা যখন বলিল—তার চেয়ে দেখা করে বরং আর কিছু দিনের সময় নাও। তখন সে আর "না" বলিতে পারিল না। সুলতাকে ঘর হইতে সরিয়া যাইতে বলিয়া কানাই ভিতরের দিকে দরজা বন্ধ করিয়া বাহিরের দিকের দরজাটা খুলিয়া দিয়া বলিল—আসুন বাঁড়ুয্যে মশাই।...

ভিতরে প্রবেশ করিয়া অন্য কোনও কথা না বলিয়া বাঁড়ুয্যে মশায় একেবারে কাজের কথাই পাড়িলেন। বলিলেন—আমার ভাড়াটা চুকিয়ে দিন ত।

তাহার বলিবার ভঙ্গি কানাইকে কেমন আন্‌মনা করিয়া দিল, তাগাদার প্রথম সূচনা যদি এই হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তরে সে যাহা বলিবে, তাহার ও উত্তরের রূপ কিরূপ হইবে? কানাইয়ের সারা দেহ সঙ্কোচে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

বাঁড়ুয্যে মশাই বলিলেন—চুপ করে রইলেন যে কানাই বাবু?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কানাই বলিল—আর দিন কতক আমাকে সময় দিন বাঁড়ুয্যে মশায়!

রাগে বাঁড়ুয্যে মশায়ের সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। বলিলেন—সে-কি কানাই বাবু? আজ মাইনে পেয়ে ও কথা বলার চেয়ে সোজা বলুন না—

বুড়ো আঙ্গুল দেখাবার চেষ্টায় আছেন। ও সব কোনও কথা আমি শুনতে চাইনি, হয় আজ আমার ভাড়া দিন, আর তা না হলে—

তাড়াতাড়ি তাহার হাত দুইখানাকে ধরিয়া শঙ্কিত ব্যগ্রাতুর কণ্ঠে কানাই বলিল—আর দিন কতক অপেক্ষা করুন বাঁড়ুয্যে মশায়; আপনার হাতে ধরছি, আমি যেখান থেকে যেমন করে পারি আপনার সমস্ত ভাড়া একেবারে চুকিয়ে দেব। কেবল কয়েকটা দিন বাঁড়ুয্যে মশায়,—কয়েকটা দিন।...জোচ্চোর আমি নই আমি আপনার টাকা ফাঁকি দেব না।

ক্রুদ্ধস্বরে বাঁড়ুয্যে মশাই বলিলেন—আর একটা দিনও আমি অপেক্ষা করব না কানাই বাবু! এখুনি আমার ভাড়া মিটিয়ে দিন, তা না হলে আমি তালা দিয়ে যাবো। ঢের ঢের জোচ্চোর দেখেছি, কিন্তু আপনার মত—

কানাই আর সহ্য করিতে পারিল না—অথচ চার মাসের ভাড়া বাকি, বাড়ীওলার সহিত ঠিক সমান ভাবে জবাব দিতে ও পারিল না। কেবল রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল—ও বিশেষনটা আমাকে দেবেন না বাঁড়ুয্যে মশায়! তা যদি হতুম, কচি কচি ছেলেগুলো ক্ষিদের জ্বালায় ডুকরে কেঁদে উঠত না। আর যা ইচ্ছে আমায় বলুন, ভাড়া দিতে না পারার অপরাধে আপনার পা হতে জুতো খুলে বুকে পিঠে বসিয়ে দিন, নির্ব্বিবাদে সহ্য করব কিন্তু ও বদ্ নামটা আমার সইছেনা। বলিতে বলিতে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া তপ্ত অশ্রুকে বাধা দিতে লাগিল।

বাঁড়ুয্যে মশায়ের মুখ কিছুক্ষণের জন্য মূক হইয়া গেল, তার পর বলিলেন—শুনবার মত কাজ করলেই শুনতে হবে।...ভাড়াটা মিটিয়ে দিলে, ও কথা আমিই বা বলব কেন?...

কণ্ঠে কাতরতা মাখাইয়া কানাই বলিল—বাঁড়ুয্যে মশাই, আর সাতটা দিন মাত্র সময় দিন, এই সাত দিনের—

লেলিহান অগ্নিশিখার মত জ্বলিয়া উঠিয়া বাঁড়ুয্যে মশায় বলিলেন—না না না, আর একটা দিনও নয় কানাই বাবু! চার মাসের মধ্যে যা মিট্‌লো না, তাই সাত দিনের ভেতর মিট্‌বে!...জোচ্চুরি মতলব নিয়ে—

—বাঁড়ুয্যে মশায়—

—কোন কথাই শুনবো না,—আমার ভাড়া চুকিয়ে দিন আগে।—

কানাইয়ের বুক খানার ভিতর হা হা করিয়া উঠিল,...সত্যই যে সে দেন্‌দাব! জগতের সবটুকু লাঞ্ছনা তাহাকে যে নীরবেই সহ্য করিতে হইবে!...

বাড়ীওয়ালা আপন মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল—যত সব লক্ষ্মীছাড়া ভাড়াটে জুটেছে আমার বরাতে; বলাই বাবুর আসা পর্য্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। আজ একটা হেস্ত নেস্ত—

কাতর ভাবেই কানাই বলিল—আজকার রাতটা না হয় অপেক্ষা করুন, বলায়ের জন্য আপনি বসে থাক্‌বেন না। দোহাই ভগবানের, সে এসব পছন্দ করেনা। এসব শুনলে, বেচারী হয়ত খেতেও পাবেনা। সেই কোন্ সকালে আজ বেরিয়েছে, এখনও এক মুঠো ভাত পেটে যায় নি।...নিজেরা উপবাসী থেকেও ভেতরের কথা তাকে জানতে দিইনে।...

টিট্‌কারি দিয়া বাঁড়ুয্যে মশায় বলিলেন—বা রে ভ্রাতৃস্নেহ!...ওসব ধাপ্পাবাজী—

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলাই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া

বলিল—একটা রাত অপেক্ষা করবার মত ধৈর্য্য যদি আপনার না থাকে, তবে আদালতে যান। ভাড়া পাবেন না আপনি!

বাঁড়ুয্যে মশায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন।...

বলাই বলিলেন—গর্জ্জনের দরকার নেই, যান আপনি! তালা দেবার কথা মুখ দিয়ে বার করলে আপনাকে আস্ত ফিরে যেতে হবে না। আদালত আছে, যান সেখানে!

বাঁড়ুয্যে মশায় উভয় ভ্রাতাকে শাসাইয়া আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।...

বলাইকে এত শীঘ্র বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া কানাই জিজ্ঞাসা করিল—এত শীগ্‌গীর এলি যে বলাই?

—শরীরটা ভাল নেই দাদা! বোধ হয় জ্বর হবে।—

একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা কানাইয়ের সমস্ত অন্তরকে ছাইয়া ফেলিল। বলিয়া উঠিল—সে কিরে! জ্বর? সরে আয় দেখি গা টা।...তাইত রে! আগুন হয়ে উঠেছে যে, শীগ্‌গীর ভেতরে চল্!...

ভ্রাতাকে লইয়া কানাই ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল —ও গো! বলার জ্বর হয়েছে! আজ আর ওকে কিছু খেতে দিও না।...

সুলতা তাড়াতাড়ি বলাইএর নিকট আসিয়া অনুযোগের সুরে বলিয়া উঠিল—শরীরের যে রকম অনিয়ম করতে সুরু করেছ ঠাকুরপো—তাতে এই রকমই আশঙ্কা আমি করেছিলুম।...মরণ আমাদের হয় না।...

———

—সাত—

তিন চারি দিন স্বভাবের উপর রাখিয়াও, বলাইয়ের জ্বর যখন না কমিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে চলিল, কানাই ও সুলতা তখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। অভাবের তীব্র জ্বালা এই দুই স্বামী-স্ত্রী বুক পাতিয়া সহ্য করিলেও, বলাইএর জন্য তাহারা অস্থির হইয়া পড়িল।...

সে যেমনই হউক কানাইএরই যে ভাই, বিনা চিকিৎসায় তাহাকে ফেলিয়া রাখিলে লোকের কাছে, ধর্ম্মের কাছে, ভগবানের কাছে, সর্ব্বোপরি আপনার অন্তরের কাছেই যে তাহারা অনেক খানি ঘৃণ্য হইয়া উঠিবে! নিজেদের অন্তরের কাছে সে যে অতি বড় ছোট হইয়া থাকা!... সে কি আর থাকার মত থাকা!...

ইহা তো তাহারা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিবে না।...তাহাদের কার্য্যের পুরস্কার ভগবান যাই দিন, সমাজ যাই বলুক, লোক যতই টিট্‌কারী দিক, সেদিকটা আমলে না আনিলেও নিজেদের অন্তর যখন ধিক্কার দিয়া বলিবে—কর্ত্তব্য জ্ঞান তোদের কোথায় ছিল?—কি উত্তর দিবে তাহারা?

...আরও কত পরীক্ষার মধ্যে ফেলিবে ভগবান!...

সুলতা বলিল—আর ত এমন ভাবে ফেলে রাখা যায় না!...

দুঃখ-কাতর কণ্ঠে কানাই বলিল—কিছুই যে ভেবে পাচ্ছি না সুলতা, কূল নেই, কিণারা নেই, কেবল অসীম সমুদ্র !...

বিমর্ষ মুখে সুলতা বলিল—যেমন করে পার ডাক্তার ডাকাও।...

—কি আছে ঘরে সুলতা, যার আশায় আমি ডাক্তারের কাছে ছুটে যাব ?...সেখানেও যে টাকার দরকার! তা না হলে ডাক্তার আসবে কেন ?...

সুলতার প্রাণ কাতরতায় ভরিয়া উঠিল। অশ্রু সজল চোখে বলিল —তুমি দোকানে যাও, সেখান হতে টাকা নিয়ে এসো...ডাক্তার ডাকো।...

কানাই নীরবেই বসিয়া রহিল। অন্তরের মধ্যে কালবৈশাখীর ঝড,...চক্ষুর সম্মুখে ধরা খানা শুধু কালোয় কালোয় ভরা !...

সুলতা বলিতে লাগিল—কি ভাবছ? আরও কি এমনই ভাবে রাখা যায় ?...

—কিছুতেই নয় সুলতা! কিন্তু বললুম তো—

—কি বল্‌লে? দোকানে যাও, রতনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এস—

রোগজীর্ণ কণ্ঠে গৃহ মধ্য হইতে বলাই ডাকিল—বৌদি!

তাড়া-তাড়ি তাহার নিকটে আসিয়া তাহার মাথার হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—কি বলছ ভাই ?...

বলাই বলিল—আমাকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দাও বৌদি!

সান্ত্বনার সুরে সুলতা বলিল—ছিঃ আমরা যে এখনও বেঁচে আছি ভাই!

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলাই বলিল—নিজেরা উপোষ দিয়ে—

তাহার বক্তব্য বুঝিতে পারিয়া সুলতা তেমনি ভাবেই বলিল—

আমারই যদি এইরকম জ্বর হয়, তাহ'লে কি হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেবে ভাই ?

বলাই আর কোনও কথা বলিতে পারিল না, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া, যন্ত্রণা-কাতর স্বরে বলিল—ওঃ বৌদি !...

ব্যগ্রাতুর কণ্ঠে সুলতা বলিল—কি কষ্ট হচ্চে ভাই ?

তাহার মুখের দিকে একবার অর্দ্ধোন্মিলিত দৃষ্টি ফেলিয়া বলাই বলিল—কষ্ট যেখানটায়, সেই থানটাতেই যে তুমি তোমার মঙ্গল হাত খানি রেখে, অন্তরের আশীষ্ ঢেলে দিচ্ছ বৌদি !

বলাই চোখ বুজিয়া নীরবে পড়িয়া রহিল,

সুলতা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্বামীর নিকটে যাইয়া অনুযোগেব সুরে বলিল—হ্যাঁগা ! এখনও তুমি বসে রয়েছ ?

কান্নার হাসি হাসিয়া কানাই বলিল—হ্যাঁ সুলতা ! বসে রয়েছি—বেশ নির্ব্বিকার ভাবেই ।...

চঞ্চল কণ্ঠে সুলতা বলিল—ওগো ওঠো, ডাক্তারকে ডাক দাও, আর যে নিজেকে স্থির রাখতে পারছি না...ওকি বলছিলো জানো ?—হাঁস-পাতালে পাঠাবার কথা বলছিল,...

স্ত্রীর মুখের উপর সকরুণ দৃষ্টি ফেলিয়া কানাই বলিল—আকাশের বুক চিরে রক্ত পড়ছে দেখতে পাচ্ছ সুলতা ?

অশ্রু সজল চক্ষে ঝঙ্কার দিয়া সুলতা বলিল—এমন সময় তুমি মাথা খারাপ করলে চলবে কেন ? ওঠো, দেখ যাতে ডাক্তার আন্‌তে পার ।

কানাই শুধু বলিল—হুঁ

—হুঁ কি ? ওঠো—যাও ।

—হ্যাঁ—যাই ।

কানাই উঠিয়া পড়িল। কিন্তু কোথায় যাইবে তাহা সে ভাবিয়া পাইলনা। একবার মনে করিল সুলতার কথা মত সে দোকানে যাইয়া টাকা লইয়া আসে, কিন্তু অমনই আবার বলাইএর কথাটা অন্তর-দুয়ারে ঘা দিল,—আমায় হঁাসপাতালে পাঠাও বৌদি—তখনই সে তাহার সে ইচ্ছাটাকে দমন করিতে বাধ্য হইল। যে হঁাসপাতালে যাইতে চায়, তাহার অর্থ তাহার অজ্ঞানিত ভাবে সে কেমন করিয়া লইবে ?...

না-না—তাহা সে পারিবে না। যেমন করিয়া হউক তাহাকেই অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। নিজেদের জন্য নয় যে, না পাইলেও একদিন উপবাস দিয়া থাকিবে—এ যে বলার অসুখ !

অন্তর জোড়া দুর্ভাবনার রাশ লইয়া উদ্দেশ্যহীনের মত কানাই পথ চলিতে লাগিল। সেদিন কিসের ছুটি, অফিসাদি বন্ধ।...সে অফিসে যাইয়াই হাজির হইল।

জমাদারকে বলিল—রামসমুজ ! গোটাদশেক টাকা দিতে হবে আজ।

অন্যান্য চাপ্‌রাশির দল মুচকি হাসিল।

রামসমুজ বলিল—টাকা কি, একটা আধলাও হবে না।

—টাকায় দু' আনা সুদ দেবো—বাড়ীতে বড্ড অসুখ।

একটু বিরক্ত ভাবেই রামসমুজ বলিল—নেই বাবু !

কানাইএর চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া ইঠিল। তাহার হাত দুইটী ধরিয়া বলিল—ধার দিতে সাহস না হয় রামসমুজ, আমায় ভিক্ষা দাও, হয়ত—

অবশিষ্ট কথা না শুনিয়াই—রামসমুজ বলিল—নে-ই বাবু !...

বলিয়াই ঢোলক চাপড়াইতে চাপড়াইতে গান ধরিল—রামা হো !...

সমস্ত হিন্দুস্থানীগুলিই সুর মিলাইয়া বলিল—রামা হো !

কানাইয়ের পা দুইটি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।...চলচ্ছক্তিহীনের মত কিছুক্ষণ সেখানেই বসিয়া রহিল।...অন্তরের মধ্য হইতে চিন্তা তখন কোথায় সরিয়া গিয়াছে।...কে যেন তাহাকে এমন একটা দেশে ফেলিয়া দিয়াছে, সেখানে আলো নাই, বাতাস নাই, আশা নাই, উদ্যম নাই!

...সেখান হইতেও সে উঠিয়া পড়িল। অর্থ তাহাকে যেমন করিয়া হউক সংগ্রহ করিতেই হইবে, তাহা না হইলে, হয়ত বলাই...

পরের কথা গুলো ভাবিতেই তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।... সমস্ত অলসতা দূরে ঠেলিয়া দিয়া সে উঠিয়া অগ্রসর হইল।

কিন্তু কোথায় যাইবে সে? কাহার নিকট যাইয়া বলিবে—কিছু টাকা ধার দাও—বলাইয়ের বড় অসুখ।...

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—জগদীশের কথা!—সময়ে সময়ে সেও ত অনেক কিছু উপযাচক ভাবে সাহায্য করে,—যাই হোক, পাইবে অন্তরটা তাহার খুবই সরল।...

লজ্জা সঙ্কোচের গলাধাক্কা দিয়া, যখন সে জগদীশের নিকট উপস্থিত হইল, তখন জগদীশ আহারাদি সারিয়া বাহিরের ঘরে আর একজনের সহিত দাবা খেলিতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—কানাই বাবু যে! এমন অসময়ে?...স্নান পর্য্যন্ত হয়নি দেখছি।...

কুণ্ঠিত ভাবে কানাই বলিল—তোমার কাছে এসেছিলুম জগদীশ—

আর সে বলিতে পারিল না। সঙ্কোচ আসিয়া তাহার বলিবার পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল। জগদীশ বলিল—কিন্তু হচ্ছ কেন কানাই বাবু!...ও... আচ্ছা বাইরে চলো তোমার সব কথা শুনি।

বাহিরে আসিয়া কানাই যখন তাহার হাত দুখানা ধরিয়া সমস্ত ব্যাপার

বলিল, তখন অত্যন্ত আপনার লোকের মত জগদীশ বলিল—তোমার দু'শো টাকার দরকার হয় যদি, নিয়ে যাও,...এ-কথাটা বলতে এত কুণ্ঠিত হচ্ছিলে কেন ?

জগদীশের প্রস্তাবে কানাইয়ের বক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—গত নিশায় বাড়ীওয়ালার তাগাদা···সে তাহার হাত দুইটাকে আরও জোরে চাপিয়া বলিল—তা' যদি দাও জগদীশ, ভগবান তোমাকে—

তাহাকে আর অধিক কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া জগদীশ বলিল—বেশী কেন ব'লছো কানাই বাবু! আমার বাক্সে পড়ে র'য়েছে, না হয় তোমার উপকারে আসবে। দাঁড়াও আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।...

কিছুক্ষণের মধ্যেই জগদীশ যখন দুই শত টাকা তাহার হাতে দিয়া বলিল—যাও তুমি,—একেবারে ডাক্তার নিয়ে...দরকার হ'য়ত আবার আসবে।...

কানাই বলিল—তোমার দেওয়া পূর্ব্বের তিন-শো আর এই দু'শো, আমি একখানা হ্যাণ্ড-নোট—

—সে জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। যখন দরকার বুঝব, আমি নিজেই সে ব্যবস্থা করব। হ্যাণ্ড-নোট লিখে সময় নষ্ট করার চেয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে যাও।...

কানাই-এর বুকখানা জগদীশের উপর কৃতজ্ঞতায় ভরপূর হইয়া উঠিল।···সে ধীরে ধীরে সেখান হইতে বাহির হইয়া একেবারে চিকিৎসককে ডাক দিয়া বাড়ীতে যাইয়া সুলতাকে বলিল—ডাক্তারকে ডাক দিয়ে এলুম, এলেন ব'লে। আর এইটে রেখে দাও—ওবেলায় ভাড়াটাও মিটিয়ে দিয়ে আসব।

টাকাগুলো হাতে করিয়া বিস্মিত ভাবে সুলতা জিজ্ঞাসা করিল—কোথা পেলে ?

—"অসময়ের বন্ধু জগদীশ দিয়েছে সুলতা !" বলিয়া কানাই বলিল—এমন সরল লোক আমি আজ পর্য্যন্ত কোথাও দেখিনি,—আজকের এই দু'শো নিয়ে মোট পাঁচ-শো টাকা তার কাছে দেনা হল। হ্যাণ্ড-নোট লিখে দিতে চাইলুম, নিলে না। বলিলে বলিতে কানাইয়ের মুখখানা যেমন একটা অস্বাভাবিক আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

সুলতা বলিল—ডাক্তার কখন আসবে ? ঠাকুর-পো কি সব আবোল-তাবোল বক্‌ছে...আমার বড্ড ভয় করছে।

—"ডাক্তার আসছেই যখন, কি বলেন শুনি "বলিয়া কানাই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—কী প্রচণ্ড অভিশাপ মাথায় নিয়ে এ সংসারে এসেছিলুম সুলতা !...

দাবা হইতে শুনিতে পাওয়া গেল—অচৈতন্য অবস্থায় বলাই বলিতেছে—"মালগুলো যেন আজ যায় রতন ! বাজারের দর ভাল করে দেখে, ওকে দর দেবে।...এই জিনিষটা আজ না পেলে তাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, তা'হ'লে আর সেখানে মুখ দেখাতে পারবো না।"...

দুই জনেই তাহার দুই পাশে বসিয়া সেবা করিতে লাগিল, সুলতা জিজ্ঞাসা করিল—কি বলছ ভাই ?...অমন করছ কেন ?...

বলাই বলিল—কে ?

কানাই ডাকিল—বলাই ! বলাই !

বলাই বলিল—কলার্ক সাহেবকে ব'লো রতন, আরও দু'একটা অর্ডার যেন বেশী করে দেন।

সুলতা তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া ডাকিল—ঠাকুরপো!

চক্ষু উন্মিলীত করিয়া, বলাই নীরবেই পড়িয়া রহিল।

উভয়েই পুনরায় তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

বলাই ডাকিল—সুশীল!...

সুলতা বলিল—ইস্কুলে গেছে সে!

—"ও" বলিয়া বলাই ডাকিল—দাদা!...

—কি বলছিস্ বলা!

—সুশীলকে দেখো, সে যেন সংসারের কষ্টের জন্য কোনও অভাব বোধ না করে। তা হলে সে মানুষ হবেনা বৌদি! সেই যে আমাদের আঁধার ঘরেব আশার আলো—তোমার আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!...

কানাই কোনও কথা বলিতে পারিল না,...তাহার চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।...

সুলতা বলিল—এমন কবে বসে তুমি আর কি করবে? বরং এক ঘটি মাথায় জল ঢেলে এসে বসো।...তারপর একফাঁকে তোমার ভাত বেড়ে দিয়ে আস্‌বো।

কানাই চলিয়া গেল। তাহার অন্তরের মধ্যে শুধু ধ্বনিত হইতে লাগিল—বলাইয়ের কথা—'সুশীলকে দেখো, অভাবের কথা জান্‌তে পারলে সে মানুষ হবে না!"

* * * ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন—'পূর্ণ-বিকার।"...

চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

জগদীশের নিকট হইতে যাহা লইয়াছিল, বাড়ীর ভাড়া শোধ দিয়া

যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা কোথায় উড়িয়া গেল।...জগদীশ ও বাড়ীতে নাই!...স্থানান্তরে অন্য কোথাও হাত পাতিবারও উপায় নাই!...

বলাইকে লইয়া, কানাইও সুলতার মৃত্যুর সহিত অবিরাম যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল। · একচল্লিশটা দিন তাহাদের কোথা দিয়া কেমন করিয়া যে কাটিয়া গেল, তাহা তাহারা নিজেরাই বুঝিতে পারিল না। ..

তাহার পর এই যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন তাহারা বলাইকে যমের হাত হইতে ফিরাইয়া আনিল, তখন একটা অননুভূত আনন্দের মধুর দীপ্তি তাহাদের মুখের মধ্যে প্রতিভাত হইল। ভগবানের করুণায় বলাইকে তাহারা ফিরিয়া পাইয়াছে।...ভক্তিনত চিত্তে অদৃশ্য দেবতার পায়ে প্রণাম করিয়া বলিল—তুমিই আমাদের বলাইকে ফিরাইয়া দিয়াছ! ..তোমায় প্রাণাম করি!

তবুও যতদিন না বলাই পথ্য পায় ততদিন তাহারা আশঙ্কাটাকে দূরে ঠেলিয়া দিতে পারিল না।...ডাক্তার বাবু বলিয়া গিয়াছেন পথ্য দিতে এখনও সাত আট দিন বিলম্ব আছে। এই সময়ের মধ্যে যদি সাবধানতা অবলম্বন করা না হয়, তবে রোগের পুনঃ আক্রমণের ভয় আছে।

সে দিন সকালে সুশীল কে পড়াইতে দেখিয়া সুলতা তিরস্কার করিয়া বলিল—একি হচ্চে ঠাকুর পো?...

ক্ষীণ কণ্ঠে বলাই বলিল—প্রায় দেড় মাস দেখিনি,—সব হয় ত ভুলে গিয়েছে।...

—যায় যাবে, এখন তোমার পড়ান হ'বে না। যা সুশীল,—তুই নিজে পড়গে।...

বলাই শুধু স্নেহ ও ভক্তি মাখা দৃষ্টিতে বৌদিদির মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

—আট—

বলাই যখন দেখিল অসুখ হইবার পূর্ব্বে তৈজস পত্র বাক্স পেটিকা যাহা কিছু ছিল তাহার আর চিহ্ন মাত্র নাই। স্নেহময়ী বৌদিদির হাতের রুলী জোড়াটা, দাদা উপবাস কে বরণ করিয়া নষ্ট হইতে না দিলেও, এখন তাহার স্থান দখল করিয়াছে বাজারের চারি পয়সা দামের দুই হাতে দুই গাছা কড়া, তখন তাহার বুকের মাঝে গুলাইয়া উঠিল।...ডাকিল—বৌদি!

মৃদু হাস্যে সুলতা বলিল—কেন ভাই?...তুমি যে আবার এম্নি করে আমাকে ডাকবে, তা কিছু দিন আগেও ভাবতে পারিনি ঠাকুর পো! কি বলছিলে—বলো!

বলাই তাহার বলিবার কথাটা বলিতে যাইয়াও, বলিতে পারিল না। সংসারের এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া তাহার বুক খানার ভিতর আলোড়ন উঠিলেও, প্রকাশ করিতে গিয়াও সে সেটাকে প্রকাশ করিতে পারিল না।...

সুলতা বলিল—বলতে বলতে চুপ করলে কেন ভাই?

সশ্রদ্ধকণ্ঠে বলাই বলিল—তোমার মত বৌদি বাঙলার ঘরে ঘরে কতদিনে জন্মাবে বলতে পার বৌদি?

স্নেহ-তিরস্কারে জর্জ্জরিত করিয়া সুলতা চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই, বলাই বলিল—যেয়ো না বৌদি!...বলিয়া পুনরায় বলিল—

এই যে এত কোরে আমাকে বাঁচালে বৌদি!...কিন্তু এর প্রতিদানে তোমাদি'কে কতদিন—

—"আমার এখন কাজ আছে ঠাকুর পো!"বলিয়া সুলতা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

...দোকানখানার দিকে ছুটিয়া যাইবার জন্য আকুল আগ্রহ, বলাইকে মাতাইয়া তুলিলেও, বৌদিদির সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে সে ইচ্ছাকে কোন রকমেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না।...সে সুলতার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।...

...কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যেই একটু সুযোগ বুঝিয়া সে রোগশীর্ণ দেহ লইয়া কম্পিত পদে দোকানের উদ্দেশেই বাহির হইয়া পড়িল।... চলিবার ক্ষমতা নাই, মাথা ঘুরিয়া পড়িতেছে, তবুও তাহাকে যাইতেই হইবে।

বাহিরে দাঁড়াইয়া নিজের অবস্থার কথা ভাবিয়া লইয়া একবার স্থির করিল আরও দুই একদিন বিশ্রাম করিয়া, তবে না হয় দোকানে যাইবে। ...বৌদিদির এতখানি অনুরোধ ঠেলিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কোনো দিক দিয়াই শোভন হইবে না। কিন্তু নিশ্চিন্ত অবস্থায় যদি থাকিতে না পারে, না হয় রতনকে ডাকিয়া সেখানকার অবস্থার কথা জানিয়া লইবে।

কিন্তু তখনি তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, নিজের প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তর দোকান খানার প্রতিকৃতি! তাহার অবর্ত্তমানে, কলার্ক সাহেবের অফিসের অর্ডার গুলিই বা কি রকমভাবে সর বরাহ হইতেছে।...খরিদ্দার সকল অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছে কি না ইত্যাদি বিষয় মনে হইতেই দোকানের দিকে যাইবার জন্য তাহার পা দুই খানা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, দোকানের ভবিষ্যৎ-উন্নতি তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে।—

বলাইএর মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল।…অতি সন্তর্পনে কুড়ি মিনিটের পথ প্রায় এক ঘণ্টায় চলিয়া, সে দোকানে যাইয়া চেয়ার খানার উপর অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িল।

তাহাকে এই অবস্থায় আসিতে দেখিয়া ব্যগ্র ভাবে রতন বলিল—আপনি এ শরীরে কেন এলেন?…আর এলেনই যদি, এক খানা গাড়ী করে এলেন না কেন?

বলাই একটা কথাও বলিল না, কিছুক্ষন বিশ্রাম করিবার পর বলিল—আমার অসুখের সময় দাদা দোকান থেকে কিছু নিয়েছেন?

উত্তরে রতন বলিল—একটা পয়সাও নয়।…

কিছুক্ষণের জন্য বলাই গম্ভীর হইয়া গেল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল—এ মাসে বিলের টাকা সব আদায় হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—বিলের কপি দেখি।…

রতন আদেশ পালন করিলে, বলাই জিজ্ঞাসা করিল—হক সাহেব সব টাকা চুকিয়ে দিয়েছেন?

—আজ্ঞা হ্যাঁ।

একটা মানসিক উদ্বেগে বলাই চঞ্চল হইয়া উঠিল, রুগ্নশরীরে সেটাকে সহ্য করিতে না পারিয়া, সে হাত দিয়া কপাল টিপিয়া ধরিল।…

রতন ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি এমন করছেন কেন?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলাই বলিল—অধর্ম্মের ওপর বা জোচ্চুরির ওপর যে কারবার চলে, সেটা বেশী দিন চলে না জান?

রতনের মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না, কিসের একটা

আতঙ্ক তাহার বুকের মাঝে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মনিবের মুখের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বলাই তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল—হক সাহেবের বিল খানা এমন অন্যায় ভাবে করেছ কেন? দু' দু'টো টাকা তাঁর কাছ থেকে বেশী নিয়েছ।...যেটার আশঙ্কায় কদিন আমি ছটফট করছিলুম ঠিক সেইটাই করে রেখেছ ত?...আমাদের কারবাব যে চলেনা, তার কারণ এই অসাধুতা। বদ্‌নাম একবার রটলে, সুনাম আর পাওয়া যায় না তা জান?...

রোগশীর্ণ দেহে এতগুলা কথা এক সঙ্গে বলিয়া, বলাই যেন হাঁফাইতে লাগিল। রতন মনিবের তিরস্কারের মূল কারণ বুঝিতে না পারিয়া শুধু নত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে বলাই বলিতে লাগিল—সব জিনিষ গুলোরই দু'চার পয়সা দাম বেশী ধরেছ।

বিনীত ভাবে রতন বলিল—আজ্ঞে ধারের খদ্দের—

মধ্য পথেই বলাই বলিয়া উঠিল—খদ্দের ধারের হোক আর নগদেরই হোক, এটা তোমার জানা উচিত ছিল, যে, সততা না থাকলে লোকের বিশ্বাস নষ্ট হয়।—আসছে মাসে যখন বিল করবে, তা'হ'তে এই দুটাকা কমিয়ে দিও, আর তাঁকে একখানা চিঠি লিখে দাও আপনার বিলটায় ভুল ক্রমে দুটাকা বেশী ধরা হয়েছে, আসছে মাসের বিল হইতে এটা কাটিয়ে দেবো। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য আপনার নিকট আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করি।

রতন কেবল নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পুনরায় বলাই জিজ্ঞাসা করিল—সকলের বিলই এক ভাবে তৈরি করেছ ত?

সঙ্কুচিত ভাবে রতন বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।...

অসন্তুষ্ট ভাবেই বলাই বলিতে লাগিল—সকলকেই ঐ ভাবে চিঠি লিখে দাও। এই মাস দেড়েক দেখতে পারিনি আর সব ওলোট পালোট হয়ে গেছে।...আমাদের ব্যবসা স্থায়ী হয় না এই জন্যই। আমরা রাতারাতি বড় লোক হবার আশায়, খদ্দেরের গলায় ছুরি বসাতে যাই। এবার হতে কখনও আর ওবকম করনা...দাও দেখি অর্ডার ফাইল।

রতন আজ্ঞা পালন করিল।...

ফাইল দেখিতে দেখিতে বলাই বলিল—ডেরাক্ সাহেবের মাল এখনও দাওনি কেন?

—আজ্ঞে এমাসেও তিনি সব টাকা দিতে পারেননি।

—কত বাকী আছে?

—পঁচিশ।

—তার জন্যে তাকে তুমি মাল দেবে না?

রতন কহিল—কি করি এই রকম করলে—

বাধা দিয়া বলাই বলিতে লাগিল—আমাব সব খদ্দেরের মধ্যে এই লোকটা গরীব, বিশপঁচিশ টাকা বাকী থাকেই যদি, মাল দেওয়া বন্ধ করবে কেন?...কুলি ডেকে এখুনি পাঠিয়ে দাও।...হ্যাঁ ভাল কথা, কলার্ক সাহেবের অফিসের মাল সব ঠিক যাচ্ছে ত?—যাদের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছিলুম—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেখানকার কোনো গোলমাল নেই।

বলাইএর প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল—হাণ্টার সাহেবের কাছে গিয়েছিলে একবার? তিনি যে অফিসের অর্ডার গুলো দেবেন বলেছিলেন—

নম্র ভাবেই রতন উত্তর দিল—একলা লোক, দোকান ছেড়ে যেতে পারিনি।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলাই বলিল—ও,—তা ত বটে, আচ্ছা আমি শরীরে বল পাই,—তারপর নিজেই দেখা করব—এই রকম অফিসের অর্ডারও যদি পাই দু' চারটে।

হঠাৎ ব্যস্ত ভাবে কানাই আসিয়া বলিল—আমাকে কি আত্মহত্যা না করিয়ে ছাড়বি না? কি তোদের সব মতলব বল্ দেখি?...

ব্যথিত কণ্ঠে বলাই বলিল—কি বলছ দাদা?...

—"কি বলছি?" বলিয়া কানাই বকিয়া যাইতে লাগিল—ডাক্তার তোকে চলে বেড়াতে এখন বারণ করেছে না?...তুই কার হুকুমে এখানে এসেছিস?...কাকেও না বলে তুই চলে এলি কেন?—কিসের জন্য? সেখানে সে কেঁদে কেঁদে সারা হচ্চে...তার ওপর কি এতটুকুও দরদ নেই?

ভক্তি নম্রভাবে বলাই ডাকিল—দাদা!

তাহার কথা কানে না আনিয়া কানাই নিজের মনেই বকিতে লাগিল—হতভাগা! আবার যদি পাল্টে পড়িস, তবে কোত্থেকে কি করে তোকে বাঁচিয়ে তুলব?...দাদার মস্ত বড় তালুক আছে—না?

মাথা হেঁট করিয়া স্মিত হাস্যে বলাই বলিল—তালুক না থাকলেও প্রাণ ভরা আশীষ আছে দাদা! তোমাদের কাছ হতে যদ্দিন সেটা আমি আদায় করতে পারব, অসুখ কি বলছ, মরণ পর্য্যন্ত আমার কাছে আসতে পারবে না।

কানাইএর বুকখানা ভ্রাতৃগর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। কিন্তু সেটাকে প্রকাশ না করিয়া তেমনি তিরস্কারের সুরেই বলিতে লাগিল—কোনো

দিন কি সেটার অপ্রচুর ছিল রে বলা?...তবে তোর এমন অসুখ হ'ল কেন?...একদিকে যম বলে তোক ছাড়ব না আর এক দিকে সে বলে তোকে দেবে না—অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে- যমে মানুষের যুদ্ধ তুই ত আর দেখতে পাসনি,—তাই তার সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়েও আজ পালিয়ে আসতে পারলি। কিন্তু তোর এই অবাধ্যতাটুকুর জন্যেই সে কেঁদে কেটে সারা হচ্ছে, ভবিষ্যতের একটা ভয়ে তার দুচোখের জল শুকুচ্চে না।

বলাই আর প্রতিবাদ না করিয়া বলিল—চল দাদা যাচ্ছি।

—"যেতে ত হবেই" বলিয়া কানাই বলিল—দাঁড়া একটু, একখানা ট্যাক্সি দেখি।

বিনীত ভাবে বলাই বলিল—না-দাদা, ট্যাক্সির দরকার নেই, আসবার সময় হেঁটে আস্তে একটুও কষ্ট হয়নি আমার, এখন বরং তোমার—

আর তাহাকে বলিতে হইলনা, আগুনের মত জ্বলিয়া কানাই বলিয়া উঠিল—হেঁটে এসেছিস? সেকি রে?...এখনো যে পথ্য পাসনি তুই!...

ক্রোধের আতিশয্য তাহার বলিবার সমস্ত শক্তিটুকু লোপ করিয়া দিল।

বলাই বলিল—কারবার যতক্ষণ না লাভের পয়সায় দাঁড়াচ্ছে, ততক্ষণ তার একটা পয়সাকে বুকের এক এক ফোঁটা রক্ত মনে না করলে—

তেমি ভাবেই কানাই বলিয়া উঠিল—বল্‌বার আগে তোর এ কথাটা ভাবা উচিত ছিল, কার সাম্নে তুই কথা গুলো বল্লি, তার কাছে তোর ব্যবসার চেয়ে তোর প্রাণের দাম ঢের বেশী।...বোস, একখানা ট্যাক্সি ডাকি।

বলাই বলিল—তুমি বসো দাদা!...রতন! একখানা ট্যাক্সি ডাকো।

…ট্যাক্সি আসিলে, দুই ভ্রাতা তাহাতে উঠিয়া বসিল। যাইবার সময় রতনকে বলিল—যদ্দিন আসতে না পারি দেখে শুনে বিল গুলো ক'রো, অন্যায় করে ওরকম ভাবে লোকের কাছে বেশী টাকা নেবার চেষ্টা ক'র না। এই কথাটা মনে রেখো—অধর্ম্মের ব্যবসা কখনও স্থায়ী হয় না।…আসবার জন্যে তুমি আমাকে এতখানি বকলে দাদা—কিন্তু এই দেড়টা মাস আসতে পারিনি, এরই মধ্যে ভদ্র লোকের গলায় ছুরি বসাতে আরম্ভ করেছে। প্রত্যেক বিলখানায় দুটাকা তিনটাকা বেশী ধরেছে, এতে কখনও ব্যবসা টেকে?…

কানাই বলিয়া উঠিল—তাত টেকেই না, কেবল ব্যবসা কেন বলা, যে কোনও জিনিষই হোকনা কেন, অধর্ম্মের আগাছা যদি তার ভেতর এসে শিকড় গাড়ে, সে জিনিষের স্থায়ীত্বের আশা খুবই অল্প।…

—অথচ এইটাই আমার ধ্যান ধারণা…এইটাই আমায় ইহকাল পরকাল, ভগবানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষিত। তোমরা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছ দাদা—তা জেনেও আমি তোমাদের দিকে ফিরে চাইনি শুধু আমার সাধনায় সফলতা লাভ করবার জন্য।

বলাইএর কথাগুলা কানাইএর সমস্ত চিন্তার খেই এলোমেলো করিয়া দিল। হঠাৎ ফুল্ল কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—তুই একজন বড় ব্যবসাদার হবি বলা, একথা আমি জোর গলা করে তোকে বলছি, দেখে নিস তুই।—এরপর বলিস—দাদা বলেছিলো…

…ট্যাক্সি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌছিল।

…ভাড়া মিটাইয়া দিয়া কানাই ও বলাই যখন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন সুলতার নিকট হইতেও আর একদফা বলাই তিরস্কারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই তিরস্কারের মধ্য দিয়া কতখানি

স্নেহের অনুযোগ ফুটিয়া বাহির হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া, নত মস্তকে সে সবই সহ্য করিয়া সহাস্যমুখে বলিল—তুমি বসে বসে গল্প না করলে যে আমার কিছুই ভাল লাগে না বৌদি—

সংসারের সমস্ত কার্য্য মিটাইয়া দ্বিপ্রহরে সুলতা যখন তাহার নিকটে আসিয়া বসিল, তখন একান্ত সঙ্কোচের সহিত দশটাকার দশ খানি নোট তাহার হাতে দিয়া বলাই বলিল—তোমার রুলী জোড়াটী আজ নিয়ে এসে পরো বৌদিদি!

আনন্দের অশ্রুতে সুলতার আঁখি যুগল সিক্ত হইয়া উঠিল।...

...দারিদ্র্য-তাড়িত কানাই অনাটনের কণ্টকবনে সেই যে চলিতে সুরু করিয়াছিল, এখনও পর্য্যন্ত সমান ভাবেই চলিয়াছে। অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত চলচ্ছক্তি হীন, তবুও তাহার চলাপথের সাম্নে কোনও কুঞ্জবন কিম্বা একটা সমতল ক্ষেত্রও দেখিতে পাইল না। এইপথ দিয়াই তাহাকে চলিতে হইবে—ইহার শেষও নাই সীমাও নাই।

আকাশের পূর্ব্বগায়ে সূর্য্য উঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। পাখীরা গান গাহিয়া অসীম ছাইয়া ফেলে, বসন্তের মত্তবায়ু মানুষের মনে কী একটা অনির্ব্বচনীয় পুলক-শিহরণ জাগাইয়া দেয়, কিন্তু এ সবের এতটুকুও কানাইয়ের কাছদিয়া যাওয়া-আসা করেনা। তাহার মনে হয় এই অভিশপ্ত সংসারটা যেন পূতিগন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের মুখে সে যেন ভাসিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ দমবন্ধ হইয়া মরণাপন্ন!

বলাইএর রোগমুক্তির প্রথম সময়টা তাহার নিকট এমন ব্যবহার পাইয়াছিল তাহাতে কানাইয়ের মনে একটু আশার বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা দমকা বাতাস

আসিয়া তাহা নিভাইয়া দিয়াছে। বলাই ত আর দেখেইনা, পূর্ব্বাপেক্ষা সে যেন আরও বীতস্পৃহ—এই সংসারটার উপর। অন্তরের সমস্ত আগ্রহ সমস্ত উৎসাহ একত্রিত করিয়া বাণিজ্য-লক্ষ্মীর পদ-সেবায় সে যেন উন্মাদ।

এ অবস্থায় তাহাদের নিজেদের উপায় কি? লোক লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, সরমের বুকে পদাঘাত কবিয়া ইতর-ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট হাত পাতিয়া, মাসের মধ্যে পনের কুড়িটা দিন উপবাসকে বরণ করিয়াও কোনরূপে বাঁচিয়া আছে—কিন্তু আর যে চলিবার উপায় নাই!

আজ তিন দিন পেটে ভাত নাই—মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতেছে—শরীর অবশ হইয়া গিয়াছে আজ তাহারা কি দিয়া তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে?

সেদিন শনিবার।...

জ্যোৎস্নাধোয়া দাবায় বসিয়া কানাই বলিল—বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে সুলতা!...আর ত সহ্য করতে পারছিনা।...হু'টো কি একটা পয়সাও কোথাও পড়ে নেই, না হয় মুড়ি কিনে—

সুলতার চক্ষে সমস্ত পৃথিবীটা যেন মসীলিপ্ত হইয়া গেল।...দুর্ব্বল শরীরে তাহার ফুস্‌ ফুসের ক্রিয়াটা যেন বাড়িয়া উঠিল, বলিল—একবার না হয় ঠাকুরপোর কাছে যাও।...তাকেও ত খেতে হবে...কিছু চেয়ে নিয়ে এসো।...

রাজ্যের উদাসীনতা আসিয়া কানাইকে ঘেরিয়া ফেলিল। সে সুলতার কথার উত্তরও দিল না, যাইবার জন্য এতটুকু চেষ্টাও করিল না।...

কম্পিত কণ্ঠে সুলতা বলিল—পারবেনা একবার যেতে?

মাথা নাড়িয়া কানাই বলিল—না—

...বাড়ী খানার মধ্যে যেন নিবিড় নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। কিছুক্ষনের মধ্যে কেহই আর কাহাকেও কোনো কথা বলিতে পারিল না অথবা বলিতে সাহস করিল না।

ঘরের মধ্যে সুশীল তখন পড়িতেছিল,—

আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে—
তোমরা চাহিলে সবে এপাত্র অক্ষয় হবে—
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।

কানাই শুনিতে পাইল,—

ভিক্ষা অন্নে বাঁচাব বসুধা
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা

বলিয়া উঠিল—বসুধার একটা ক্ষুদ্র বুদবুদ্‌ও তোর বাবাকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাতে পারলে না সুশীল!...

সুলতা বলিয়া উঠিল—কি করছ?—ছি!

—ও হ্যাঁ; তাওতো বটে সুলতা,—কিন্তু ও কোন্ আক্কেলে বাপকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা মেটাতে যাচ্ছে বলতে পার?

—ইস্কুলের পড়া পড়ছে ত—

—"ও ইস্কুলের পড়া!" বলিয়া কানাই বলিল—তা মেটাক্; কাগজে কলমে অনেকে অনেক কিছুই মেটাচ্ছে সুলতা! আর ও মুখে সামান্য পৃথিবীর দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা মেটাতে পারবে না?...

কানাই তাহার আঁখির দৃষ্টিটাকে অসীমের দিকে ফেলিয়া উদাস ভাবেই বসিয়া রহিল।...

সুলতা বলিল—একবার যাওনা দোকানে—

রুদ্ধ অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে কানাই বলিয়া উঠিল—না-না-না সুলতা! কেন যাব?...তার দৃষ্টি শক্তি কি ভগবান লোপ পাইয়ে দিয়েছে? সেকি দেখতে পাচ্ছে না—তার দাদা কি ছিল কি হয়েছে? বার্দ্ধক্য এসে অকালেই আমাকে গ্রাস করেছে,—চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে, পথ চল্‌তে পা কাঁপে সে কি দেখতে পায় না মনে কর?...দেখেও যদি সে চুপকরে থাকে, তবে আমিই বা চুপ করে থাকব না কেন?...সে আমার ছোট ভাই, তার ওপর আমার স্নেহ অসীম হতে পারে, কিন্তু আমি তার কে?...'দাদা'—এই ডাকের দাবী নিয়ে সে যদি মাঝে মাঝে দু'চারটে টাকা দিয়ে তৃপ্তি পায় পাক, আমি কেন তাকে জ্বালাতন করব? তার চেয়ে অবস্থার আবর্ত্তে ফেলে, মৃত্যু যখন তার অভয় হাত দুইখানা বাড়িয়ে তার কোলে আমায় টেনে নেবার জন্য আসছে...তখন তাকেই আসতে দাও...আমি যাবনা তার কাছে।

সুলতা স্বামীকে আর কোনও কথা না বলিয়া, ডাকিল—সুশীল!

অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া সুশীল আসিয়া বলিল—কেন মা?...

একবার তোর কাকাবাবুর কাছে যা না বাবা! তাকে বল্‌গে যা, ঘবে আজ কিছু নেই।

ক্ষিপ্তের ন্যায় কানাই বলিয়া উঠিল—না-না-না—সুশীল, তুই যাসনে, তাকে কোন কথা বলিসনি, বলবার দরকার নেই কিছু।

সুলতা বলিল—যা বাবা, লক্ষীটি।

একবার পিতার মুখের দিকে একবার মাতার মুখের দিকে, চাহিয়া সুশীল ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল এবং কিছু পরে, একটা মুখে রাঙ্‌ঝাল দেওয়া ও মাথায় ছিদ্রযুক্ত বার্লির টিন আনিয়া বলিল—একবার রান্নাঘরে চল না মা!

পুত্রেব মুখেব উপব একটা আশ্চর্য্য দৃষ্টি ফেলিয়া সুলতা বলিল—কেন রে ?

—আগুনের তাপে এই রাংঝালটা খুলে পয়সা বার করব...এতে আমাব অনেক :পয়সা জমেছে, জান্‌লেন বাবা ! প্রায় ভর্ত্তি হয়ে এসেছে।

সুলতা বলিল—আজ যে এখনও আঁচ দেওয়া হয়নি ?

আশ্চর্য্য ভাবে সুশীল বলিল—হয়নি ?—কেন মা ?...

সুলতা কোনও কথা বলিতে পারিল না।

একটা দা দিয়া সুশীল সেই টিনটাকে ভাঙ্গিয়া, পিতা-মাতার মধ্যস্থলে রাখিয়া সরল হাসিতে মুখখানাকে ভরাইয়া, আনি-দুয়ানি যতগুলা জমিয়াছিল—তাহাই গুণিতে লাগিল।

কানাইও সুলতা মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে পুত্রের এই সঞ্চয়-শীলতার পরিণাম দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া যাইতে লাগিল।...

সুশীল মায়ের কাছে সবগুলি ধরিয়া দিয়া বলিল—তিরিশটাকা হয়েছে মা, নাও !...

কানাই নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না।...সে পুত্রকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বলিল—সুশীল আমাদের দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা মেটাতে পারবে গো !...কি করে এত পয়সা করলি বাবা ?...

সহাস্য মুখে সুশীল বলিল—কাকাবাবু যা'জল খেতে পয়সা দেন, তার অর্দ্ধেক টাকা এতে ফেলে রাখি বাবা !...

আনন্দের অশ্রুতে কানাইয়ের চোখ দুটা ঝাপসা হইয়া গেল, সুলতা-কে বলিল—আজ ছেলের পয়সাতেই আমাদের আহার চলুক, তুমি আঁচ দাও। সুশীল আজ আমাদের খাওয়ালে।...বসুধার দুর্ভিক্ষের

ক্ষুধা—একদিন এই ছেলেই মেটাবে—তুমি দেখে নিও।...বাপ হয়ে আজ আমি ওকে এই আশীর্ব্বাদই করছি।

সুশীল বলিয়া উঠিল—আমি আপনার পায়ের কাছে মাসে পাঁচ শত হাজার টাকা ঢেলে দেবো বাবা, কাকা-বাবু বলেছেন, তিনি আমাকে বি, এ, পাশ করিয়ে বিলাতে পাঠাবেন—ব্যবসা শিখ্‌তে।...

স্নেহাশ্রু কানাইয়ের দুই চোখ উপচাইয়া পড়িল। অসীম স্নেহ-চুম্বনে সুশীলের মুখ খানা ভরাইয়া দিয়া বলিল—তা'তুই পারবি বাবা!—পারবি।...যা বাবা! পড়্‌গে যা।

সুশীল উঠিয়া গেল।...

কানাই বলিল—আমায় চার আনা পয়সা দিও; কাল রবিবার, একবার তার সঙ্গে দেখা করে আসি। শুনলুম অসম্ভব দান তার,...আর তারই একজন জ্ঞাতি ভাইএর এতখানি দুর্দ্দশার কথা শুনলে, কিছু ও কি দেবে না?

একবার সুলতার মনে হইল বলে—সে খানে গিয়ে কাজনেই তোমার, ...তাতে হয়ত আরো অপমানিত হবে। কিন্তু স্বামীর মানসিক অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ জানা ছিল বলিয়াই, তাহার কথার উপর কোনও কথা না বলিয়া বলিল—কালকের কথা কাল, এখন একবার দোকানে যেতে পার্‌বে? চাল ডাল গুলো এনে দিতে হবে না? না সুশীলকে বল্‌বো—

কানাই বলিল—আজ জ্যোৎস্না উঠেচে না?

হাসিয়া সুলতা বলিল—উঁহু, ঘুট ঘুটে আঁধার!...

তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কানাই বলিল—আচ্ছা বলতে পার সুলতা, ভগবান তোমাকে কি দিয়ে তৈরী করেছেন? মাথার ওপর

দিয়ে এত যে ঝড় ঝাপ্টা চলেছে, আমার সঙ্গে উপবাস দিয়ে দিয়ে তোমার হাড় ক'খানা বেরিয়ে পড়েছে, এততেও তোমার মন এতটুকুও দুমড়ে পড়েনি!...

হাস্য তরল কণ্ঠে সুলতা বলিল—কেন পড়বে শুনি? তুমিই না একদিন আমাকে বলেছিলে, দুঃখকে এমন দুঃখ দেবে, যে. সে আপনা হতেই আমাদের সান্নিধ্য ছেড়ে দূরে পালিয়ে যাবে!

কানাই একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—অথচ যে তোমার কাছে একদিন এই কথাটা বলেছিলো সে সেটা ভুলেই মেরে দিয়েছে।...

সুলতা বলিয়া উঠিল—তোমার কি ক্ষিধে-তেষ্টা সব পালিয়ে গিয়েছে? ছেলেগুলোকেও দু'টো ফুটিয়ে দিতে হবে তো, যাও না একবার।...

কানাই আর কোনও কথা না বলিয়া উঠিয়া পড়িল।...

আহারাদির পর কানাই একটু সুস্থির হইয়া বলিল—কাল একবার দাদার কাছ থেকেই ঘুরে আসি কি বল? অফিসে ত আর সুস্থির হয়ে বসে কাজ করতে পারিনি, অন্তত শ পাঁচেক টাকাও যদি তার কাছে পাই।—

সুলতা বলিল—ইচ্ছে হয়েছে যাও, গেলে পাবে কি?...টাকা জিনিষটা এত সস্তার নয়—

আপন মনেই কানাই বলিতে লাগিল—ভিখারীর আর মান-অপমান কি সুলতা? বড় মুখ করে ধরব, তা'তে দেন ভালই, নিজেদের অস্তিত্বটাকে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে, আর না দেন—

বাধা দিয়া সুলতা বলিল—না দেবার অপমানটা বুকে কি বাজ্‌বে না?

বিষাদ-হাস্যে কানাই বলিল—বাজলেই বা করব কি? অন্ধের পক্ষে দিন রাত যেমন সমান, আমার পক্ষে মান অপমান ও তেম্নি সুলতা! আর এত দান যার, দেশ-সেবার যে একজন অগ্রদূত, সেকি আর তারই একজন জ্ঞাতি ভাইএর এমন দুর্দ্দশার কথা শুনে চুপ করে থাক্‌তে পারবে? যখন তখন কাগজে তার নাম বেরোয় পল্লী-সংস্কারের কাজে, কত দেশের কাজে, মুক্ত হস্তে দান করেছেন!...

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সুলতা বলিল—তবে যেও।...

সমস্ত রাত্রিটা ধরিয়া সে স্বপ্ন দেখিল—তাহার জ্ঞাতি ভাই যেন তাহার সমস্ত দেনা মিটাইবার জন্য দুই হাজার টাকার একখানা চেক কাটিয়া দিয়াছে। এবং সে সেটাকে ব্যাঙ্ক হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিয়া তাহার সমস্ত দেনা মিটাইয়া দিয়া, যেন দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার পথে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে!...

পরদিন সিদ্ধিদাতার নাম জপ করিতে করিতে কানাই যখন তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতার বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি দুই একজন লোকের সহিত বসিয়া দেশের এই যুব-আন্দোলন কতখানি সময়োপযোগী হইয়াছে তাহারই আলোচনা করিতেছিলেন। সম্মুখে পড়িয়াছিল লিবার্টি কাগজ খানা।...

কানাইকে দেখিতে পাইয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন—কিহে কানাই যে, কি মনে করে?...

সঙ্কুচিত ভাবেই কানাই বলিল—একবার আপনার কাছে এসেছিলুম, একটু দরকার ছিল।...

একবার তাহার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া, জ্ঞাতি ভ্রাতাটী বলিলেন—বোস।...তারপর লোকগুলিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,

বাস্তবিকই দেশে একজনও যদি কেউ রাজনীতিজ্ঞ থাকে, তবে এই সুভাষ বাবু! কী দূরদৃষ্টি বল দেখি?...ঠিকই তিনি ধরেছেন—দেশের যুবকশক্তি জাগ্রত না হলে কি আর দেশ স্বাধীন হবে?...

...বেলা এগারটা বাজিয়া গেল,

কানাই ডাকিল—দাদা!

তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া জ্ঞাতি ভ্রাতা বলিলেন—ও তুমি এখনও সবে আছ, কি বলছ?..?

কানাইএর ইচ্ছা হইল আর বলিয়া কাজ নাই, অভ্যর্থনার বহর যেরূপ, তাহাতে তাহার প্রার্থিত জিনিষ হয়ত সে পাইবে না। কিন্তু তখনই আবার মনে পরিল—ধনীদের চাল চলন কথাবার্ত্তার কায়দাই এইরূপ, এত বড় নামওয়ালা লোক যখন, তখন অন্তর নিশ্চয়ই অনাবিল।...

তাহাকে নিরুত্তরে চিন্তা করিতে দেখিয়া লোকটী বলিল—কি বল্‌বে কানাই?

সঙ্কুচিত ভাবে কানাই তাহার বক্তব্যটা বলিলে, তিনি একটা সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করিয়া বলিলেন—এমন সময় এসে আমার কাছে জানালে কানাই! আমার হাতে যে কিছুই নেই!...বড় দুঃখিত হলুম ভাই!

কানাই অনেক কাকুতি মিনতি করিল কিন্তু ফল তাহার কিছুই হইল না। ...বাধ্য হইয়া সে উঠিয়া পড়িল।...লোকটী তাহাকে থাকিবার জন্যও অনুরোধ করিল না।

কানাই বাহির হইয়া পড়িলে; একজন বলিল—আহা! কিছু দিলেন না কেন?

জ্ঞাতি ভাই বলিলেন—এর পরণের জামা-কাপড় দেখে বুঝলে না—কত বড় লক্ষ্মী ছাড়া এ? যার গায়ে একখানা ভাল জামা জোটে না, সে আমার টাকা শোধ করবে মনে কর? তার চেয়ে সেই টাকাটা স্বরাজ ফণ্ডে দিলে আমাদের স্বরাজ কতকটা এগিয়ে আস্‌বে।...

বাহিরে দাঁড়াইয়া কানাই যখন তাঁহার মন্তব্যটা শুনিতে পাইল, তখন তাহার সমস্ত শরীরটা রি রি করিয়া উঠিল।...এক গাছা বেত পাইবার আশায় তাহার দৃষ্টিকে চারিদিকে নিক্ষিপ্ত করিয়াও যখন সে দেখিতে পাইল না তখন ব্যর্থ ক্রোধে অন্ধ হইয়া, আপন মনেই বলিয়া উঠিল—দেশের এতখানি দুর্দ্দশা, সে শুধু তোমাদের এই মনোবৃত্তির জন্যই। সামনে যদি এক গাছা চাবুক পেতাম, ত'হলে তোমার পা'হতে মাথা পর্য্যন্ত চাব্‌কে বুঝিয়ে দিয়ে যেতাম—স্বরাজ কেমন তোমাদের হাতের কাছে নৃত্য করছে! ...যত সব ভণ্ড দেশ-দ্রোহীর দল!...

—দশ—

সে দিন অবশ দেহখানাকে কোনো রূপে টানিতে টানিতে কানাই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইতেই, ছেলে-মেয়ে গুলি আনন্দে একরূপ নৃত্য করিতে কবিতে তাহার চারিদিক বেড়িয়া বলিতে লাগিল—আমার জামা—আমার কাপড় ? বাবা! আমার জামা আন্‌লে না ?...বাবা! আমার কাপড় আন্‌লে না ?...

সুলতা তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া উঠিলে—শুষ্ক মুখে তাহারা তাহাদের পিতাব সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেই, কানাই সুলতাকে বলিয়া উঠিল—অত করে বক্‌ছো কেন বলত ?...কি জানে ওরা ?...বলে গিছলুম 'আন্‌ব', তাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।... কি দোষ ওদের ?...ওরা কি জানে আমার ভেতরের অবস্থা ?...ওরা কেবল জানে আমি বাপ আমার কাছে চাইতে হয়—আব্দার কর্‌তে হয়! আয় রে আয় কালু, ভুলু, শৈল আয়!... আজ তোদের সঙ্গে নিয়ে বাজারে যাবো, আর তোদের পছন্দ মত কাপড় কিনে দেবো, আয় বাবা আয়!

স্বামীর চিত্তের আজ এতখানি প্রসন্নতা দেখিয়া সুলতা স্মিত হাস্যে বলিল—আজ কিছু পেয়েছ বুঝি ?

—"পাইনি কোন্ দিন বলত ?" বলিয়া কানাই বলিল—রোজই যেমন পাই আজ ও তেম্নি পেয়েছি।

সুলতার মুখের সে আনন্দোচ্ছ্বাস মুহূর্ত্তের মধ্যেই কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইতে দেখিয়া, কানাই বলিল—যা আছে এখনও চলবে ত ?

সহজ ভাবেই সুলতা বলিল—তা চল্‌বে।

—"তবে আর কি?" বলিয়া কানাই ডাকিল—আয় রে সব আয়!...

পুত্র কন্যা গুলি পুণরায় তাহাদের পিতাকে ঘিরিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া বারবার বলিতে লাগিল—বাবা আজ দোকানে নিয়ে যাবে রে ভাই! আজ ভারি মজা হবে।

একজন বলিল—বাবা! আমাকে একটা পাঞ্জাবী কিনে দিতে হবে কিন্তু।

আর একজন বলিয়া উঠিল—আমার ফুল পাড় কাপড় চাই বাবা!

আর একজন কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে বলিবার পূর্ব্বেই কানাই বলিল—যে যা চাস তাই পাবি!...দাঁড়া আগে মুখ হাত ধুয়ে নি।...একটু জিরিয়ে তবে তো বেরুবো!...

সন্ধ্যার ম্লানিমা ধরার উপর ছড়াইয়া পড়িলেও ছেলেগুলি যখন তাহাদের পিতাকে বাজারে যাইবার জন্য এতটুকু চেষ্টিত দেখিল না, তখন ভুলু অনুযোগের সহিত বলিতে লাগিল—কৈ বাবা যাবে না?...কাপড় কখন কিন্‌বে?...

তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া কানাই বলিল—দেবো বাবা ঠিক দেবো...কাপড় এখনও তাঁতির বাড়ী হতে আসেনি কিনা, তাই একটু দেরী করে বেরুবো ...ঘুমিয়ে পড়িসনি যেন।...

মেয়েটী বলিল—তবে একটা গল্প বল বাবা!

কানাই বলিল—গল্প শুনবি? আচ্ছা তবে শোন্—

রাজার ছেলে,—ভা-রি সুন্দর! বিয়ে করলে, শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে, সামনে দু'টো বড় বড় পুকুর। একটা তার ফাটা ফোটা একটায় তার জল নেই। তাইতে ফেল্‌লে দু'টো বড় বড় জাল, একটা তার ছেড়া

খোড়া একটার তার গাঁট নেই।...দু'টো বড় বড় মাছ পড়ল।...
একটা তার কাটা কোটা আর একটার আঁসনেই !...

ছেলেগুলি সমস্বরে বলিয়া উঠিল—বাঃ এ কী গল্প ?...

মেয়েটী বলিল—না বাবা, তুমি বল,

'সুলতাও সেই খানেই বসিয়া ছিল, স্বামীব গল্প বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া হাস্য মধুর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আজ কি ব্যপার বল দেখি ? অনেক দিন যে তোমার মুখে এমন আনন্দ দেখিনি !

বিষাদ হাস্যে কানাই বলিল—আর কত কাঁদব বল ?

মেয়েটী বলিল—বলনা বাবা !

"হ্যাঁ মা এই যে বলছি" বলিয়া কানাই বলিতে লাগিল—তাঁকে বাজারে বেচে কিনলে দু'টো হাড়ি। একটা তাব ভাঙ্গা—আর একটার তলা নেই।...দু'হাঁড়ি ভাত হলো, দু'জনের জায়গা হ'ল—ভাত বাড়া হ'ল।...একজন তা খেলেনা—আর একজনের দেখা নেই।...আমার কথাটি ফুরুলো—নটে গাছটী মুড়ুলো—

ছেলগুলি হাসিতে হাসিতে বলিল—বা এ কী গল্প ?...বাবা গল্প জানে না—

সুলতা বলিল—বেশ গল্প হয়েছে।...

তাহার অধর প্রান্তে হাসির রেখা খেলিয়া গেল।

কানাইও উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সুলতা বলিল—দেখি ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে এসিছি কতদূর হল ?—সুলতা চলিয়া গেল,

কানাই পুনরায় অন্‌মনা হইয়া পড়িল। স্তোক বাক্যে সন্তানগুলিকে ভুলাইয়া রাখিলেও নিজেকেই নিজে ছি ছি ! ধিকারে জর্জ্জরিত করিয়া

দিতে লাগিল। পুত্র-কন্যাকে একখানা বস্ত্র দিবার ক্ষমতা নাই যার, সংসারের বন্ধনে তাহার আবদ্ধ হইয়া, দেশের দারিদ্র্য বাড়াইয়া তুলিয়া মহাপাপের সূচনা ব্যতীত তাহার দ্বারা সংসারের আর কি কাজ হইবে ?

এই সামান্য তথ্যটা যদি সে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে বুঝিতে পারিত !...

আজিকার এই ঘটনা ভ্রাতার উপব এতদিনের স্নেহ ব্যবহারকে চাপাদিয়া যেন একটু কঠোর করিয়া তুলিল। এই কথাটাই তাহার মনের দুয়ারে আঘাত দিতে লাগিল—বলাইএর উপব এতদিন সে যে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, তাহা তাহার পক্ষে দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়, আরও যদি তাহাকে এই ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার স্বেচ্ছাচারিতাটাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।...

না তাহা আর সে পারিবে না,...পারিলেও তাহার পক্ষে সেটা আর উচিত হইবে না ;—অন্ততঃ দাদার দাবী লইয়া কনিষ্ঠের চলা পথে বাধা হইয়া দাঁড়ানো জ্যেষ্ঠের কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু নিরুপায় ! কাল সকালেই তাহাকে ধরিয়া বলিবে মাসে অন্ততঃ তাহাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হইবে, এখনও যদি সে দুঃখের কতকটা অংশ না লয়, তবে তাহাকে যে নিজে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিল—তাহার সার্থকতা কোথায় !

তাহার চিন্তা স্রোতে বাধা দিয়া বহির্দ্দেশ হইতে জগদীশ ডাকদিতেই কানাই আনন্দের অতিশয্যে বলিয়া উঠিল—কে জগদীশ এসো ভাই !

কানাই বাহিরের দিকের দরজা খুলিয়া দিতেই জগদীশ ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল—কেমন আছো হে ?

কানাই তাহার হাত ধরিয়া বসাইতে বসাইতে বলিল—পাঁচ জনকার দয়ায় অম্নি একরকম কেটে যাচ্ছে।

আরও দুই চারিটা কথাবার্ত্তার পর জগদীশ বলিল—তোমার কাছে এসেছিলুম কানাই বাবু,—অথচ বলতে একটু সঙ্কুচিত হচ্চি—

—"আমার কাছে সঙ্কোচ কি জগদীশ!" বলিয়া কানাই বলিতে লাগিল তুমি ভাই আমার অসময়ের বন্ধু,—ছেলে মেয়ে নিয়ে যেদিন উপবাসে অন্ধকার দেখেছি, সেইদিন ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মতই তুমি আমার সাম্নে দাঁড়িয়ে, এই সংসারটাকে আহার জুগিয়ে ছিলে, ভাই যখন—

বাধা দিয়া জগদীশ বলিল—এতখানি বাড়াচ্ছো কেন কানাই? আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি,...তুমি আমার প্রতিবেশী,—তোমাকে সুখে দুঃখে আপদে বিপদে দেখাই আমার কর্ত্তব্য, তবে সম্পূর্ণ ভাবে পারি না, কারণ সামর্থ্য সেরকম নেই।

জগদীশের কথা শুনিতে শুনিতে কানাই আপন-ভোলা হইয়া গেল, মুক্তকণ্ঠে বলিল—তোমার মত লোক যদি—প্রত্যেক পাড়ায় একজন করে থাকে জগদীশ, তবে দেশ যে সোনার হয়ে যায়!

কতকক্ষণ দুজনে নীরবে রহিল, কাহারো মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

জগদীশ যেন আন্‌মনা হইয়া গেল।

কিন্তু ভাবেই কানাই বলিল—তোমার ওখানে একবার যাব মনে করছিলুম, অথচ যাবার আর মুখ নাই—

স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জগদীশ বলিয়া উঠিল—কি বলছো কানাই বাবু? বন্ধুত্বের দাবীটাও কি আমার সঙ্গে আজকাল করতে পারো না?

কানাই মুগ্ধ হইয়া গেল। তার নয়নদ্বয় কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ঝাপসা হইয়া উঠিল।

জগদীশ বলিল—টাকা কড়ির দরকার আছে কানাই বাবু?

সঙ্কোচের সহিত কানাই বলিল—দু তিন দিনের মত সংসার খরচের টাকা হাতে আছে, কিন্তু ভাই ছেলে-মেয়ের জামা কাপড় একেবারে নেই।

তাহাকে আর বলিতে হইল না, পকেট হইতে পঁচিশটা টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া জগদীশ বলিল—এইটা এখন নাও, আমার কাছে আর কিছু নেই থাকলে আমি এখনি দিয়ে দিতুম।

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগে কানাই বলিয়া উঠিল—ভগবানের আশীর্ব্বাদ তোমার মাথায় ঝরে পড়বে, জগদীশ! কিন্তু এমন করে তোমার কাছ থেকে শুধুহাতে টাকা নিতে আমি পারব না, এখন থেকে তুমি হ্যাণ্ড নোট লিখে নাও।

জগদীশও সেই জন্যই আসিয়াছিল। কানাইএব প্রস্তাবে অতি পরমাত্মীয়ের মত বলিয়া উঠিল—কি দরকার কানাই বাবু?...জগতে বিশ্বাসের চেয়ে কি অন্য জিনিষ আছে কিছু?

তেম্নি ভাবেই কানাই বলিয়া উঠিল—না-না জগদীশ! তুমি লিখে নাও।

জগদীশও বলিয়া উঠিল—একান্তই লিখে দেবে যখন, তখন দাও, আমার কিন্তু ইচ্ছে নেই ভাই!

—"অন্ততঃ আমার অনুরোধে জগদীশ" বলিয়া কানাই বলিল—তোমার কাছে টিকিট আছে?

সহজ ভাবেই জগদীশ বলিল—তা আছে কিন্তু কি দরকার?

কানাই শুনিল না।—হিসাব করিয়া ছয় শত টাকার এক খানা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিল।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর জগদীশ উঠিয়া পড়িল।

কানাই পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে লইয়া তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি কিনিবার

জন্য বাহির হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল—স্বর্গের একটা কোন্ হইতে আনন্দের ঝরণা নামিয়া অসিতেছে, আর তাহারই স্নিগ্ধ জলে সে অবগাহন করিতেছে।...

—এগার—

এই সংসারটার উপর অভাব অনাটনের প্রবল ঝঞ্ঝা বহিয়া যাইলেও, কনিষ্ঠের সাহায্য করিবার অক্ষমতাকে একরূপ উপেক্ষার দৃষ্টিতেই কানাই দেখিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু স্নেহের দিকটাকে ঠেলিয়া দিয়া কর্ত্তব্যটাকেই সে ডাকিয়া লইল। বলাই যাহাই মনে করুক, তাহাকেও এই সংসারটার কথা বুঝিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

তাহার মতের সঙ্গে স্ত্রীর মত কতখানি মিল খায়, তাহা জানিবার জন্য সেই দিন রাত্রে সুলতাকে বলিল—আমি ঠিক করেছি সুলতা!

তাহার কথার অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সুলতা বলিল—কি ঠিক করেছ—কি বলছ?...

—সংসারের সমস্ত দায় হতে এবার অমি ছুটি নেবো...আর কেন?...

—তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সুলতা বলিল—তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা!

বেশ স্নিগ্ধ কণ্ঠেই কানাই বলিল—বোঝা বইবার মত ক্ষমতা যখন আমার আর নেই, ঘাড়টা যখন ভেঙ্গেই পড়েছে, তখন আর কেন? ছেড়ে দিই। যখন ভার নিতে আর একজন আছে, তখন তার ঘাড়েই চাপিয়ে দোব।

—কেন আবার একটা অশান্তি সৃষ্টি করা?—

কানাই কহিল—এখনও তুমি তাকে ছেলেমানুষ ভেবে তাকে মাপ-

করতে বল ?...তারওপর এতখানি উদারতা দেখিয়েই যে এমন ফাঁকে ফাঁকে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তাকে আমি যদি চেপে ধরতুম।...না সেইটাই করতে হবে সুলতা! আমি যদি তাকে বলি—আর আমি উপোস দিতে পাচ্ছিনা বলা, তোকে অন্ততঃ পঞ্চাশটা করে টাকা মাসে দিতে হবে তা' হ'লে কি সে "না" বল্‌বে মনে কর ?...আর বল্লেই বা আমি শুনব কেন ? জোর করবার দাবীও ত আমার আছে ?

স্বামীর এমন ধরণের কথার উপর বিপরীত কথা বলিবার ক্ষমতা সুলতার ছিল না তবুও তাহাকে কিছু না বলিতে দিবার উদ্দেশ্যে বলিল— অন্ততঃ মানুষ যদি হয়, তবে তোমার একথার পর তার কোনও কথা বলা উচিত হবে না।...

—তাকি পারে বলতে ? হাজার হোক ভাই ত!...দাদার এতখানি দুঃখের কথা শুনলে চুপকরে থাকবে না নিশ্চয়ই।—বোধ হয় ভেতরের এত খানি খবর সে জানে না, জানলে সে কখনই চুপকরে থাকত না। ...বলিয়া কানাই উত্তরের আশায় স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুলতা কিন্তু স্বামীর এত খানি নিশ্চয়তার উপর জোর দিতে পারিলনা সে মৌণ হইয়া রহিল।...

কানাই জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কি মনে হয় ?...

পাঁচবার ঢোক গিলিয়া সুলতা বলিল—কাজ কি তাকে ব'লে ? দেখ নিজের অদৃষ্ট যদি এত খানি খারাপই হয়, তখন সে কিছু হাত দিয়ে ঠেল্‌তে পারবেনা,—নাঃ তাকে বলোনা, যদিই সে একটা কথা বলে, তবে তোমারও বুকে বাজবে আমিও হয়ত বরদাস্ত করতে পারবনা, তার চেয়ে নিজেই চেষ্টা দেখ।...কতকগুলো পুরোনো খবরের কাগজ আমাকে কিনে এনে দাও, ঘরে বসে ঠোঙা তৈরী করে দিই, তুমি বাজারে বেচে এসো।

শুপুরী এনে দাও কেটে দিই। অনেক দোকানদার তো তাও কাটিয়ে নেয়।—দেশলাইএর বাক্স করবার জন্তে আজকাল অনেকে তার কাঠ বাড়ীতে দিয়ে যাচ্ছে,—যদি তারও ব্যবস্থা করে দিতে পার, তাও না হয় বসে বসে আমি তৈরী করে দেবো—এসব কাজ করেও ত কিছু উপায় হতে পারবে।

কানাই কেবল স্ত্রীর প্রশান্ত মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল।...স্ত্রীর কথা গুলো তাহার বুকের যেন এক একটা তন্ত্রী কাটিয়া দিতে লাগিল।...

স্বামীকে এত খানি নীরবে থাকিতে দেখিয়া সুলতা বলিল—তাকে কিছু ব'লনা, শুনছো?

—"কিন্তু বলতেই হবে আমাকে," বলিয়া কানাই কহিল—না বলে যে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিনা, মাইনের পয়সা যখন সুদ দিতেও কুলোয় না, তখন আর না বলে থাকতে পারছিনা।...বলতেই হবে আমাকে।—সে যে আমার ভাই—সহোদর! বুকের এক এক ফোঁটা রক্ত দিয়ে তাকে মানুষ করেছি...আচ্ছা সুলতা!

—কি বলছ?—

—আচ্ছা—সুশীল যখন আমাদের মুখ-ধরা হবে, সে যখন দু'পয়সা উপায় করতে পারবে, তখন তাকেও কিছু বলতে পারব না?...

এ কথার পর সুলতার কিছুই বলিবার ছিল না।...তবুও বলিল—সে যে ছেলে!

উৎফুল্ল মুখে কানাই বলিয়া উঠিল—আর বলা যে ভাই! ছেলেব চেয়েও বড়। আগে ভাই তার পর ছেলে...এখন যে ভাই আমার মুখধরা হয়ে উঠেছে সুলতা! বলবনা তাকে?...এতদিন অভিমানের পেছনে ছুটে তুমিও বলনি আমিও বলিনি, এখন কিন্তু আমার মনে হচ্চে—তাকে

বলাই উচিত। বলব—আগে বেশ মোলায়েম করে, তার পর তার গালে একটা চড় মেরে বলব—দিতেই হবে তোকে, আমি যে তোর দাদা!... দেখি কেমন সে না দিয়ে থাকতে পারে।...দেবে, দিতে যে সে বাধ্য সুলতা!...স্থায়ত—ধর্ম্মতঃ!

সুলতা বলিল—তবে দেখ বোলে।...

সমস্ত রাত্রি কানাই নিজের কল্পনার সহিত স্ত্রীর অনিচ্ছার মীমাংসা করিয়া বলাইকে বলাটাই স্থির করিল।

পরদিন শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিল—বলাই, সুশীলকে পড়াইতে বসিয়াছে।...তখনই বলিবার জন্য তাহার প্রাণের মধ্যে আকুল আগ্রহ দেখা দিল, কিন্তু এই সময়ে কথাটা বলিতে যাইলে সে অত্যন্ত রাগিয়া উঠিবে ভাবিয়া, উপস্থিত মনোভাবটুকু—দমন করিতে বাধ্য হইল।

পড়ানো শেষ হইয়া গেলে সে যখন দোকানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই কানাই ডাকিল—বলা!

বলাই নিকটে আসিলে, কানাই বলিতে লাগিল—বলাই, তুমি আমার ছোট ভাই, আমার অবস্থা জান্‌লেও হয়ত সবটা জাননা, কারণ তুমিও জানতে ইচ্ছা কর না, আর আমিও জানাই নি, কিন্তু আর না জানিয়ে ত পারছি না।...তা ছাড়া তোমার কাজের কৈফিয়ৎ নেবার অধিকার বোধ হয় আছে আমার।

—"নিশ্চয়ই" বলিয়া বলাই জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি বলতে চাও?...

কানাই বলিল—কোথাও চাকরিও যদি করতে, তবে হয়ত এতদিনে আমাকে মাসে একশো টাকা সাহায্য করতে পারতে, কিন্তু ব্যবসা করে তোমার কি হচ্চে তা বুঝতে পারছি না।...আজ তিন বৎসর পার হয়ে গেল, কিন্তু তোমার কাছ হতে মাঝে মাঝে দু'একটাকা ছাড়া তেমন—

তাহার বলিবার পথে বাধা দিয়া বলাই বলিয়া উঠিল—আজ রাত্রে একবার যেও না...মাঝে মাঝে হিসেব নিকেস দেখাটাও ত ভাল।

মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কানাই বলিল—আমি সে কথা বলছি না।

বলাই জিজ্ঞাসা করিল—তবে?...

কানাই বলিল—এবার হতে প্রতি মাসে তোমার কাছ থেকে অন্ততঃ পঞ্চাশটা টাকা সংসার খরচের জন্য চাই।

বলাই নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কানাই বলিল—চুপকরে রইলে যে বলাই?...এতদিন তোমাকে আমি একটা কথাও বলিনি, কিন্তু এখন হতে না পেলে আর আমার চলছেনা।...

নম্র ভাবেই বলাই বলিল—দেবার মত অবস্থা এখনও ত দোকানের হয়নি দাদা?...

—তাহলে দোকান তুলে দাও—কোথাও চাকরির চেষ্টা দেখ, তাতে দুপয়সার মুখও দেখতে পাবে আমারও কষ্টের কতকটা অবসান হবে।... যে ব্যবসা—

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই বলাই বলিয়া উঠিল—উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে ব্যবসা চলে না দাদা! এখন তোমাকে দিতে না পারলেও একদিন হয়ত—

অধৈর্য্যের মত কানাই বলিয়া উঠিল—আমার শ্রাদ্ধ-বাসরে, না?...

—"এখন কিন্তু আমি কিছুই দিতে পারবনা"—বলিয়া বলাই চলিয়া গেল।...

আলোকময় ঘরখানার মধ্যে বিজলী বাতির স্বইচ্‌টা টিপিয়া দিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সেটা যেমন অন্ধকারে ভরিয়া উঠে—কানাইয়ের অবস্থাও

হইল ঠিক তাই !···যতটুকু আশার আলো অন্তরের মধ্যে লইয়া সে আজ এই কথাটা তুলিয়াছিল, বলাইএর এই কথার পর সেটা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল !···

বিস্মিত বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ বসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—বলাই !...তুই বলেই আজ আমাকে এতখানি অপমান করে যেতে পারলি ?...কিন্তু আর কারুর ভাই হলে বোধ হয় পারতিস নে।

তাহার চিন্তা স্রোতে বাধা দিয়া সুলতা সেই স্থলে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁগা ! ঠাকুরপো মুখখানা অমন ভার করে চলে গেল কেন ?

—"আজকাল আমাকে অপমান করবার তার ক্ষমতা হয়েছে সুলতা।"—বলিয়া কানাই কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—তোমার কথাটা না শুনেই ভুল করেছি, বোলে মিছি মিছি অপমানিত হওয়া !·· যাক, ভাই বলেই অপমান করে গেছে...বাইরের একজন যদি কেউ হত, তা হলে বোধ হয় এতখানি অপমান সে করতে পারত না।

সহানুভূতির সুরে সুলতা বলিল—যারা স্নেহের পাত্র, নিজেদের সব সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে যাকে মানুষ করা যায়, তার এতটুকু উপেক্ষার ভাবও বুকে যেন ছুরির ফলা বসিয়ে দেয়—সেই জন্যেই তোমায় আমি বারণ করে-ছিলুম, যাক যেটা হয়ে গেছে সেটার ত উপায় নেই।...এখন ওঠো, স্নান করো, অফিসে যাবারও সময় হয়ে আসছে।

—হ্যাঁ—তা হয়ে আসছে বটে। কিন্তু আফিসে গিয়েই বা কি করব ? আশা নেই, উদ্যম নেই, কেবল পাওনাদারের তাগাদা,···না সুলতা ! আজ আর আমি যাব না—এ সবের পরে মনটা আজ বড় বিশ্রী হয়ে গিয়েছে।...

তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সুলতা বলিল—দেখ মান-অপমান সবই নিজের মনে, তার আচরণকে অপমান বলে মনে করলে সেটা দিন-রাত রাবণের চুলির মত বুকের মাঝে জ্বলতে থাকবে। আর ছোট ভাইএর আব্দার বলে যদি সেটাকে উড়িয়ে দাও, তবে হয়ত শান্তিও পেতে পার। এই যে এতদিন তাকে বলনি, মনে কর আজও তাকে কিছু বলনি, সবই যখন নিজের মনের ওপর নির্ভর করে তখন ইচ্ছে করে কেন অশান্ত প্রাণে আর এক পোঁচ অশান্তির প্রলেপ লেপে দেওয়া! ওঠো, তেল মাখো, অফিসে যাবার—

কানাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—অফিসে আজ আর যাবার ইচ্ছা হচ্ছে না।

—না গেলে কোনও ক্ষতি হবে না ত?—

—না তা হবে না।—

—"তবে যাক্ গিয়ে কাজ নেই," বলিয়া সুলতা বলিল—মন থেকে সব ছেঁটে ফেলে দাও।

* * * সেইদিনই রাত্রে, বলাই বাড়ী আসিলে, পাক-শাল হইতে সুলতা ডাকিল—ঠাঁই হয়েছে ঠাকুর পো!

গম্ভীর ভাবে বলাই বলিল—আজ আর খাবোনা বৌদি!

তাহার বলিবার ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া সুলতা বলিল—খাবে না কেন?

—শরীরটা বেশ ভাল নেই—

—তবে সুশীলকে বল কিছু খাবার এনে দিক্।

—না বৌদি, কিছু খাবো না,—শরীর আমার ভাল নেই।

নিজের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া সুলতা বলিল—নিজে যেমন বুঝবে তেমনি কর। শরীর তোমার—আমাদের ত আর নয়!...

তবুও সুলতার প্রাণের মধ্যে একটা অজানিত আশঙ্কার কালো ছায়া বেশ গাঢ় হইয়াই বসিয়া গেল।

দুই তিন দিনের ভিতরেও বলাই যখন বাটীতে আহারে বসিল না তখন কানাই যেন কেমন এক রকম হইয়া উঠিল, বলিল—সুলতা! এত বড় গোঁয়ার তুমি কোথাও দেখেছ?...নিজের অবস্থার কথা জানাবার অপরাধে যদি এই ব্যবহার পাওয়া যায়, তবে এর কাছে আশা কতটুকু করতে পারি? ও যে এতখানি স্বার্থপর তা যদি আমি স্বপ্নেও জানতুম—তাহলে কি দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষি?

ক্রোধেব মধ্য দিয়া কতকখানি অভিমান ঝরিয়া পড়িতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া, সুলতা বলিল—সবই আমাদের অদৃষ্ট!—বাজ পড়া কপাল যাদেব, তারা সুখের মুখ কেমন করে দেখবে?

সংসারেব উপর বলাইএর এতখানি অনাসক্তি কানাইএর ঘা-খাওয়া অন্তবটাকে যেন ধাক্কার উপর ধাক্কা মারিতে লাগিল।...তাহার মনে হইতে লাগিল—তাহার সব থাকিয়াও যেন কেহ নাই। বলাই তাহার নয়—সুলতা তাহার নয়—পুত্র কন্যারাও তাহার নয়।...

সে অভুক্ত থাকিয়াই অফিস চলিয়া গেল।...সুলতা অনুরোধ করিলে, বলিল—ক্ষিধে নেই সুলতা! এই দুরবস্থার উপর যদি একটা কিছু অসুখ হয়, চারদিক অন্ধকার দেখবে তখন।...

সুলতা প্রথম দিন কিছুই বলিল না।...কিন্তু দুই তিন দিন ধরিয়া স্বামীকে উপবাস দিয়া দিন কাটাইতে দেখিয়া, তাহার অন্তরের মধ্যে ব্যথার তুফান উঠিল। অনুযোগের সুরে বলিল—তুমি নিজের দিকটা না দেখলেও আমার দিকটা দেখা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়?...

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিটাকে স্ত্রীর মুখের উপর ফেলিয়া কানাই বলিল—কেন?

অশ্রুসিক্ত নয়নে সুলতা বলিল—তোমাকে না খাইয়ে কোন্‌দিন আমি খাই, যে—

—"অসুখই যদি করত আমার ?"...বলিয়া কানাই বলিল—খাবার ইচ্ছে আমার নেই, তুমি খাও...আমি খাবো না।...

সুলতার চোখের জল টস্‌টস্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িয়া তাহার গণ্ড দেশ ভাসাইয়া দিল।...বলিল—তোমরা হ'ভায়ে আমার মরণ না দেখে ছাড়বে না...না খেয়ে আজ যদি তুমি অফিস যাও, আমি মাথা খুঁড়ে মরব তা বলে রাখছি।

একটা অস্বাভাবিক হাসি হাসিয়া কানাই বলিল—তাই মবো না, সবাই মিলে, আমার চলা-পথে কাঁটা ছড়ানোর চেয়ে এক একজন খসে পড়। বলাই থেকেও নেই, তুমিও যাও, আমি দুহাত ছেড়ে চার হাতে খেয়ে বাঁচি।—কেন জ্বালাচ্ছ ?...বিরক্ত ক'র না আমাকে।

সুলতা গুম্ হইয়া রহিল।...

সেদিনও সুলতার অনুনয়.বিনয়, চোখের জল, রাগা-রাগি, তিরস্কার সবগুলোকে উপেক্ষা করিয়া কানাই অফিসে চলিয়া যাইলে,—সুলতা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল।—তারপর পুত্রকে ডাকিল—সুশীল !...

সুশীল নিকটে আসিলে বলিল—আজ আর তোর ইস্কুলে যাবার দরকার নেই বাবা !—একটু দরকার আছে।...

মাকে সুশীল বরাবরই দেখিয়া আসিয়াছে,—তাহার কথার উপরে এতটুকুও কথা কহিবার অধিকার তাহার নাই।...কাজেই মাতার কথায় সম্মত হইতে সে বাধ্য হইল।

—বারো—

নিজের ব্যবসাটাকে যেরূপ ভাবে বলাই বাড়াইয়া ফেলিতেছে, তাহাতে তখন মূলধন আরও বাড়াইবে কি না এবং অফিসের যে সমস্ত অর্ডার সে প্রাপ্ত হইতেছে তাহা তাহার নিজের ব্যবসা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও, সেই সমস্ত মালের ব্যবসাদারদিগের সহিত কমিশন ব্যবস্থায় কি ভাবে কাজ চালাইলে—তাহা হইতে যেরূপ বর্ত্তমানে লাভ হইতেছে তাহা অপেক্ষা বেশী লাভ পাওয়া যাইতে পারে,—তাহারই চিন্তায় সে বিভোর,—সেই সময়ে সম্মুখে সুশীলকে দেখিতে পাইয়া অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুই আজ ইস্কুলে যাসনি সুশীল ?...

—না কাকা বাবু!

উত্তপ্ত হইয়া বলাই জিজ্ঞসা করিল—কেন ?

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া, তাহার অতি নিকটে আসিয়া সুশীল বলিল—একবার বাইরে চলুন কাকাবাবু!

বিস্মিত ভাবে বলাই বলিল—কেন রে ?

—একবার আসুন না।

সুশীল আর সেখানে মুহূর্ত্ত মাত্র না দাঁড়াইয়া দোকান হইতে নামিয়া গেল।...

বলাইএর বিস্ময় লক্ষ্যগুণ হইয়া দেখা দিল।...যে সুশীল একটা দিনও ইস্কুল কামাই করে না, সেই বা আজ সেখানে গেল না কেন ?... আবার দোকানে আসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা কথা বলিয়াই বা চলিয়া গেল কেন ?...ব্যাপার কি ?

সে যতখানি গম্ভীরই হোক, সুশীলের কার্য্য কলাপ তাহার মনের মধ্যে যে ধাঁধা লাগাইয়া দিল, তাহা হইতে সে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করিতে পারিল না—অন্তরের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তার রাশ লইয়া পথে নামিয়া, লক্ষ্য করিয়া দেখিল—কতকটা দূরে সুশীলের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—তাহার স্নেহময়ী মাতৃ-স্বরূপা বৌ-দিদি!...

তাহার শরীরের প্রত্যেক অনু-পরমানুর ভিতর দিয়া কিসের একটা শিহরণ খেলিয়া গেল, দ্রুতপদে তাহার নিকট আসিয়া কাতর ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এ সময়ে এমন ভাবে কেন বৌদি?...

সুলতার একটা কথা বলিবারও ক্ষমতা ছিল না তখন, দরিদ্রের স্ত্রী হইলেও এমন ভাবে পথের মাঝে আসিয়া দাঁড়ানো—তাহার এতখানি বয়সের মধ্যে এই প্রথম।...তাহার নয়ন প্রান্ত দিয়া তখন অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।...

বলাই-এরও অন্তর ভেদিয়া তখন বোধ হয় কান্না গুমরাইয়া উঠিতেছিল, নিজের চেষ্টায় সেটাকে চাপিয়া রাখিয়া বলিল—এই জন্যেই বুঝি তুমি সুশীলকে আজ ইস্কুলে যেতে দাওনি? সুশীলকে দিয়ে ডেকে পাঠালেইত হত...এমন করেও আসে?

রুদ্ধকণ্ঠে সুলতা বলিল—তোমরা দু'ভায়ে মিলে যদি আমাকে আস্‌তে বাধ্য কর, না এসে আমি কি করি বল?...

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া, সম্মুখে একখানা খালি গাড়ি দেখিতে পাইয়া, তাহাকে ডাকিতেই গাড়োয়ান যখন তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল, বলাই বলিল—ওঠ বৌদি!...সুশীল,—রতনের কাছ হতে আমার নাম করে দু'টো টাকা চেয়ে আন্‌তো বাবা!

...গাড়িতে উঠিয়া আব্দারের সুরে বলাই বলিল—এলেই যখন বৌ

দি ! দয়া করে দোকানে একবার পায়ের ধূলো দেবে ?...তোমার পায়ের ধূলো—

সুলতা বলিল—আমি দোকানে যাবো ঠাকুর-পো—আর তুমি আমায় নিয়ে যাবে ? দশজন লোকের সাম্নে ?...

তেম্নি ভাবেই বলাই বলিল—আমার মা যদি থাকত বৌদি, তাহলে কি আমার এ আব্দার এম্নি করে উড়িয়ে দিতো ?—তোমার মান-সম্ভ্রম আমাদের কাছে কি এতটাই ঠুন্‌কো যে—

বলাইয়ের ব্যবহার সুলতার অশান্ত প্রাণের মাঝে—শান্তির বিমল-ধারা ঢালিয়া দিতেছিল, সে পরিতৃপ্ত হইয়া বলিল—চল।...

টাকা লইয়া ততক্ষণে সুশীলও সেইখানে আসিয়া পৌছিয়াছিল।... চালককে বলিল—ঐ বড় দোকানের সাম্নে।...

চালক তাহার আজ্ঞা পালন করিলে একবার দোকানের দিকে চাহিয়া বলাই বলিল—না বৌদি ! এখন তোমাকে নামাতে পারলুম না—কিন্তু এইটাই দাদার দোকান।...

বলাইয়ের মুখের দিকে তৃপ্তির হাসিতে চাহিয়া সুলতা বলিল—বেশ দোকান করেছ ভাই !...

তাহার পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া বলাই বলিল—তবে এখন এস বৌদি ! সুশীল ভাড়া মিটিয়ে দিস...

—তোমার না গেলে আজ চল্‌বেনা,—তোমার সঙ্গে আমি আজ একটা কিছু বোঝা পড়া করতে চাই—ক'দিন তুমি খাওনি কেন আমি জানতে চাই ;...এটা তোমার বোঝা উচিত ছিল, তোমার দাদা তোমাকে তিরস্কার করলেও, তাঁর স্নেহ তোমার ওপর কতখানি।...

বলাই নীরবে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল, গাড়ী চলিতে লাগিল।

সুলতা বলিতে লাগিল—তুমি না খাওয়ায় তোমার দাদা সে দিন হতে যে উপবাসে আছেন সে খবরটা তুমি রেখেছ কি?...তোমরা দুভায়ে মিলে আমায় আত্মহত্যা না করিয়ে কি ছাড়বেনা? একে অভাবের জ্বালায় জ্বলে মরছি—তার ওপর তোমাদের এ সব কী কাণ্ড?...

বলাই বলিল—খাবার জন্যে আমাকে অনুরোধ কর'না বৌদি, তোমার পায়ে পড়ছি আমি।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সুলতা বলিল—তার কারণ কি তোমার দাদার সেই দিনের কথা গুলো?...যদি তাই হয়, তা হলে তোমার দাদার অবস্থা বুঝে—

বাধা দিয়া বলাই বলিল—তাঁর অবস্থা বুঝতে পেরেছি বলেই আর আমার সেখানে যাওয়া উচিত নয়,—অন্ততঃ যতদিন না কিছু তাঁকে সাহায্য করতে পারি।

বলাইয়ের কথা গুলো সুলতার সমস্ত শরীরে যেন জ্বালা ধরাইয়া দিল, তবুও নিজেকে সংযমের গণ্ডী মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া বলিল—সাহায্য করছ না কোন্খানটায়? সুশীলের জন্যে একজন মাষ্টার রাখতে হলে—দশটা টাকা তাকে দিতেই হত, সেটাত তুমি বাঁচিয়ে দিচ্ছ, তার ওপর তার ইস্কুলের মাইনে, তার জলখাবার, তার পোষাক পরিচ্ছদ—

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই বলাই বলিয়া উঠিল—সেটা আমার কর্ত্তব্য বৌদি! কিন্তু দাদার এমনি অবস্থার উপর তার ঘাড় ভেঙ্গে।...

তাহাকে আর বলিতে হইল না—সুলতা তিরস্কারের সুরে বলিতে লাগিল—আজ আমার ডাকছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে—তোমার কথা শুনে,...তোমাকে লেখা-পড়া শেখাবার ফল এই দাঁড়াল?...আজ আমার

মাথা-খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হচ্চে এই জন্যে যে, তোমার দাদা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তোমাকে শিব গড়তে গিয়েছিলেন, কিন্তু তুমি হয়ে দাঁড়িয়েছ—একটি শিক্ষিত বাঁদর।...ছিঃ-ছিঃ, তোমাকে খেতে না দেখে সেই একজন উপবাস দিয়ে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে, এতখানি স্নেহ তোমার ওপর যার, তার কথা শুনেও তার ওপর তোমার একটুকুও করুণা হ'লনা?—অম্লান মুখে তুমি বল্লে—খাবনা?...তুমি তার উপযুক্ত ভাই, সে তার সমস্ত অভাব-অভিযোগ তোমার কাছে জানাবেনা ত জানাবে কার..কাছে বলতে পার? ..তোমার ওপর তার যদি জোর না থাকবে, দুটো কথা না বলবে, তুমি তার ভাই হয়ে জন্মেছিলে তবে কেন?...

বলাইএর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া গিয়াছিল—রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—তোমার পায়ে পড়ি বৌদি, অন্য সবাই যাই বলুক, তুমি এমন ভাবে আমাকে বলনা।...আমাকে কি তুমি জাননা বৌদি?...

—জানি বলেই ত বলছি তোমাকে!...

গাড়ী ততক্ষণে তাহাদের বাসার সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।...

ভিতরে প্রবেশ করিয়া সুলতা বলিল—ওসব পাগলামী ছেড়ে দাও, আজ হতে বাড়ীতে খেতে হবে।...আর আজ সকাল সকাল এসো, দু'ভায়ে এক সঙ্গে খেলে তবে আমি খেতে পাব, বুঝলে?

—তোমার আদেশ অমান্য করবার ক্ষমতা আমার নেই বৌদি! তবে আজকের দিনটা, তারপর আর আমাকে খেতে অনুরোধ ক'রনা কিন্তু, ...যতদিন দেওয়ার মত কিছু না দিতে পারি ততদিন—

"আচ্ছা—গো, আজকার দিনটে ত খাও, তার পর পরের কথা পরে" বলিয়া সুলতা মৃদুহাস্য করিয়া তাহাকে বিশ্রাম করিতে বলিল।

—তের—

দুইটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে ··

এই দুইটি বৎসর অনেকের আনন্দে কাটিলেও, কানাইএর কাটিতেছে —জীবন্মৃত অবস্থায়। তাহার দিন কাটিতে হয় বলিয়া কাটিতেছে,... দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব, অভিযোগ, তাহার ত চিরসঙ্গী। এই সবগুলা মিলিয়া তাহাকে যতখানি উৎপীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাপেক্ষা লক্ষ্যগুণ অধিক করিয়াছিল বলাইএর ব্যবহার। ··বৌ-দিদির তেমন অনুরোধে সেই যা একটি দিনই সে আহার করিয়াছিল কিন্তু তার পর একটা দিনও নয়। বৌ-দিদির সহস্র অনুযোগেও সে আহারে বসে নাই—অথচ সে বাটীতে আসে, শয়ন করে, সুশীলকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, তাহাকে না পড়াইয়া কার্য্যে বাহির হয় না, তাহার ইস্কুলের বেতন, পোষাক, জলখাবার প্রভৃতি সবই নিয়মিত যোগাইয়া চলে।

—এইটাই বুকের মাঝে শেল হইয়া বিদ্ধ করিল,···

—করিলেও, মানুষ, মৃত পুত্রের শোকের শেল যেমন বুকে ধরিয়া সংসারটার উপর দু'পা ফেলিয়া বেড়ায়, কানাইও তেম্নি চলিতে লাগিল— তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মুখ চাহিয়া।...এইটাই তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, জীবিত থাকিতে বলাইয়ের যদি এই ব্যবহার হয়, তবে তাহার নিজের যদি হঠাৎ কোনও একটা দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে পুত্র-কন্যার হাত ধরিয়া সুলতা যাইবে কোথায়?...

তাহার ভগ্নপ্রাণে উৎসাহের একটা ঢেউ খেলিয়া গেল। তাহাকে আবার উঠিতে হইবে! যে মাটিতে সে পড়িয়া গিয়াছে সেই মাটী ধরিয়াই তাহাকে উঠিতে হইবে। কেবল মাথায় হাত দিয়া ভাবিবার দিন আর তাহার নাই,—তাহার স্ত্রী পুত্র যে পথের ভিখারী!...স্ব-প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।...সেও বলাইকে দেখাইয়া দিবে তাহারও উৎসাহ আছে—তাহারও ক্ষমতা আছে।

গৃহ-কর্ম্ম শেষ করিয়া সুলতা তখন তাহার কাছে আসিয়া বসিয়াছে। ...কানাই তাহাকে বলিল—ঠোঙা তৈরী করতে পারবে সুলতা?... শুপারি কাটবে?...

হাসি ভরা মুখে সুলতা বলিল—কতদিন ত তোমাকে বলেছি সে কথা।..

"বেশ আমি কাগজ এনে দেবো" বলিয়া কানাই বলিল—অবাক্ জলপান করতে পারবে সুলতা? ঘুগ্‌নিদানা?

তেম্নি ভাবেই সুলতা বলিল—পারব না কেন—কিন্তু কি হবে শুনি?

—বেচবো গো!... অফিস যাবার পথে বেচতে বেচতে যাব...আসবার সময় পথে ঘুরে ঘুরে বেচতে বেচতে আসবো।...এই দু'জনের চেষ্টায় দুবেলার একবেলাও কি আহারের যোগাড় করতে পারব না?...চাকরি করে আর কিছু করতে পারব না সুলতা! যে টাকা দেনার সুদ দিতে কুলোয় না—সে টাকার ওপর নির্ভর করে আমরা যে দু'বেলা খেয়ে আবার দাঁড়াতে পারব,—তা'ত মনে হয় না। তার চেয়ে—

স্বামীর এতগুলি কথার উত্তরে সুলতা বলিল—অবাক্-জলপান—নকল-দানা বেচ্‌বে কি গো!

ব্যগ্রকণ্ঠেই কানাই বলিল—অপমান ত' নেই এতে...উপবাস দিয়ে—

সুলতা বলিল—আমি সে জন্যে বলছি না...ঘোরবার মত শরীরের ক্ষমতা কি তোমার আছে? পথ চলতে যে দশবার হোঁচট্ খায়, খিদের যার পাকস্থলী পাক দিয়ে ওঠে—

বাধা দিয়া কানাই চলিল—তা' হোক, উৎসাহ আমার কম হবে না।...এই যে আজ পেট ভরে আহার জুটলো না,—আধ-পেটাও নয়,—অম্লান মুখে এটাকে সহ্য করতে হচ্ছে ত? পাওনাদারদের গালাগাল—নির্বিকার ভাবে সহ্য করে তারই ভাবনায় সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র ভাবেই কাটাতে হয় ত' ?...তার চেয়ে—

কিন্তু তাহাকে আর বলিতে হইল না।...তাহার বলিবার পথে বাধা দিয়া বাহির হইতে জগদীশ ডাকিল—কানাই বাবু!...

সুলতাকে কানাই বলিল—ঐ আবার এসেছে!...আজ কাল ওর তাগাদার চোটে ত পথ চলা ভার হয়ে উঠেছে। আজ যে কি বলব, তা'ত ভেবে পাচ্ছি না!...অথচ ও একদিন অযাচিত ভাবে আমাকে সাহায্য ক'রেছিল।

পুনরায় ডাক আসিল—কানাই বাবু!

কানাইএর এতক্ষণের উৎসাহ-উদ্দীপনা কোথায় নিভিয়া গেল। রাজ্যের অবশতা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল, একবার সে মনে করিল এ ডাকের উত্তর সে দিবে না, ডাকিয়া ডাকিয়া জগদীশ ফিরিয়া যাক্,—কিন্তু পুনরায় যখন তাহার আহ্বান কানে আসিল—তখন সুলতাকে বলিল—একবার তুমি ও ঘরে যাও।...

সুলতা চলিয়া গেল।

কানাই বাহিরের দিকের ঘর খুলিয়া দিলে, জগদীশ ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল—আমার টাকার কি করলে কানাই? এতদিন ধরে ফেলে

রাখলুম, আর কি রাখতে পারি? তা ছাড়া হ্যাণ্ডনোটও তামাদি হবার সময় হ'য়ে এসেছে।

বিনীত ভাবেই কানাই বলিল—না হয় নতুন করে—

—সেটা আর আমার দ্বারা হয়. না কানাই! বন্ধুত্বের খাতিরে এতদিন ফেলে রাখলুম এর ভেতর একটা পয়সাও আমাকে দিলে না, এ অবস্থায় আর কথায় বিশ্বাস করি কি করে? তার দরকার নেই, তুমি আমার দেনা শোধবার ব্যবস্থা করো ভাই।

কানাই বলিল—কি যে করব, তাত কিছু ভেবে পাচ্ছি না জগদীশ! তুমি আমাকে সে সময়ে যে রকম ভাবে সাহায্য করেছো তা আমার চিরদিনই মনে থাকবে।

—মনে থাকলেও ত আর আমার সিন্দুকে টাকা যাবে না কানাই বাবু, আমার যে টাকারই দরকার! "দেবো" কথায় আর চলবে না। কবে আর কি রকম ভাবে পাব তাই বলো।

কানাইএর মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। কি বলিবে সে জগদীশকে? এম্নিই ওর যদি তাগাদা হয় তবে কেন সে সময় অতখানি সহৃদয়তা দেখাইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দিতে আসিয়াছিল?

তাহাকে নীরব চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে দেখিয়া জগদীশ বলিল—কি ভাবছো?

—এই তোমার কথাটাই ভাবছি জগদীশ!

স্বরটাকে একটু নীচু করিয়া জগদীশ বলিল—ভাব বার এর ভেতর কিছু নেই কানাই বাবু,—দেবার তোমার কোনও উপায় নেই।...এক বুঝতুম যদি বলাই তোমাকে সাহায্য করে, তাহলে ভাববার কিছু

ছিলো না বটে, কিন্তু চালাক ছেলে সে কানাই, তাই তোমার বুকের রক্তে এত বড়টা হ'য়ে আস্তে আস্তে সরে পড়েছে,...কালটাই নিমকহারামের কি না।—সে যে কত বড় হীন, আমার তা একটুও অজানা নেই...তোমাদের সঙ্গে খেলে পাছে কষ্ট হয়, তাই সে পৃথক হ'য়ে স'রে দাঁড়িয়াছে।

ব্যস্ত ভাবে কানাই বলিয়া উঠিল—না না সরে পড়বে কেন?... সে যে রোজ রাত্তিরে বাড়ী আসে, টাকা কড়ি না দিলেও, সে ভক্তি করে আমাকে।

—তুমি, তাই ও কথা বল্লে!...রাত্তিতে বাড়ী আসে বলেই যে তোমাকে ভক্তি করে,—তার কি মানে আছে কানাই বাবু?...সে এখানে রাত্তিরে থাকে তার কারণ মেসের ভাড়াটা বেঁচে যায়।...আর তোমার কথাই যদি ধরি, তার ভক্তিবলেই কি তোমার দেনা শোধ হয়ে যাবে?...

কানাই নির্ব্বাক হইয়া রহিল।...

জগদীশ বলিতে লাগিল—তুমি দেনা শোধবার ব্যবস্থা করো।

একটু তিক্ত ভাবেই কানাই বলিল—আমার অবস্থা জেনেও যদি বার বার ও কথা বলো, তবে তুমিই তার উপায় বলে দাও। তুমি যা বলে দেবে আমি তাই করব।...

আনন্দ যেন জগদীশের চোখ-মুখ দিয়া, শতধারে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। বলিল—আমার পরামর্শ যদি শোনো কানাই, তবে এক সঙ্গে দুই কাজই হয়—

বলাইয়ের দোকানে তোমার যে অংশ আছে সেইটা আমার নামে লেখা পড়া করে দাও, তোমার দেনাও শোধ যাক্—

তড়িৎ স্পৃষ্টের মত কানাই বলিয়া উঠিল—দোকানের অংশ?—আমার?

সহাস্য মুখে জগদীশ বলিল—হ্যাঁ গো হ্যাঁ—তোমার।...

—না না জগদীশ, দোকান বলাইয়ের,—আমার নয়।...তা যদি হ'ত তা' হ'লে কি নিজে উপবাসী থেকে—রাজ্যের দেনা মাথায় করে বসে থাকি? দোকান আমার যদি হ'ত তবে—কোন্ দিন দোকানে বসে তার গলা টিপে টাকা আদায় করতুম,...দোকানে আমার কোনও অংশ নেই, দোকান বলাইয়ের।

হাসিয়া জগদীশ বলিল—বেশ না থাক্ না থাক্‌বে, তুমি ভাবছো কেন? আমার নামে লেখা পড়া করে দাও, তারপর আমি বুঝবো।

অতিষ্ঠ ভাবেই—কানাই বলিয়া উঠিল—কার দোকান আর কে লেখা পড়া করে দেবে?...আমি তা পারব না জগদীশ বাবু,—আমায় ক্ষমা করো! আমি আবার নতুন করে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি—

একটু কঠোর ভাবেই জগদীশ বলিল—হ্যাণ্ডনোটে আমার পেট ভরবে না কানাই বাবু, হয় যা বললুম তাই করো, আর তা না হলে আমার টাকা মিটিয়ে দাও।

কানাইয়ের চারিদিকে পৃথিবীটা যেন একবার ঘুরিয়া গেল।...সে যে কি বলিবে প্রথমটা তাহা ভাবিয়া পাইল না, তারপর বলিল—প্রথম সর্ত্তটা আমি কিছুতেই মানবো না জগদীশ বাবু! আমি বরং তোমাকে টাকাই দিয়ে দেব, দয়া করে আর পনেরটা দিন আমাকে সময় দাও।

বিরক্ত ভাবেই জগদীশ বলিল—বেশ, কিন্তু মনে রেখো

কানাই বাবু! এই পনের দিনের ভেতর যদি টাকা না দাও তো আমি নালিস করে দোকানের মাল পত্র সবই ক্রোক করিয়ে নেবো।—এখন বুঝতে পারছি, তোমরা দু'টী ভাইই এক নম্বর জোচ্চোর। ...তাকে ফাঁকে রেখে লোকের কাছে কাঁদুনি গেয়ে টাকা নিতে যাও!...ঢের ঢের জুয়াচোর দেখেছি কানাই বাবু, কিন্তু তোমাদের মত ফন্দিবাজ জুয়াচোর—

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই কানাই আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, ক্ষিপ্তের মত সেও বলিয়া উঠিল—তুমি নিশ্চয়ই টাকা পাবে জগদীশ, আর কটা দিন অপেক্ষা করো, যদি সবুর না সয়, তবে আদালত আছে—সোজা চলে যাও, গালাগালি দিয়ো না।

গজ গজ করিতে করিতে জগদীশ চলিয়া যাইলে, কানাই যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘর খানার চারিদিকে পাদচারণা করিতে লাগিল। ভগবানের যত কিছু অভিসম্পাত সে নিজের মাথায় লইতে অযুত লক্ষ বার স্বীকৃত আছে, কিন্তু বলাইয়ের আবার এ কি অনিষ্ট হইতে চলিল!... তাহাকে দোকান করিয়া দিয়া অবধি একটু আগে পর্য্যন্ত যাহার মধ্যে নিজের বলিয়া এতটুকুও কিছু দেখিতে পায় নাই, এই লোকটা কি না সেইটাই দেখিতে পাইল?...দুর্ব্বল শরীরে, এই একটা ধাকায় পড়িয়া সে যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল।...কি করিবে সে,—কি করিয়া আজ বলাইকে জগদীশের শ্যেন্ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবে?... ভগবান! আর কত সয়?...আর কত সয় দয়াময়?...এত লোককে তুমি তোমার রাতুল চরণে আশ্রয় দিচ্ছ,—আমাকে না হয় নরকের মধ্যেই ফেলে দাও, তবুও এখান থেকে উদ্ধার কর প্রভু!...আর যে পারি না!...

সে বালিসে মুখ গুঁজিয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিল।...জগদীশ আজ তাহার সম্মুখে এ কী একটা ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ভয়াবহ দৃশ্য ধরিয়া দিয়া গেল?—জগদীশ বলিয়া গেছে, কিন্তু দৃশ্যটা যে তাহার চোখের সম্মুখে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিয়াছে!...

: উন্মত্তের মত সে ডাকিল—সুলতা! সুলতা!

সুলতা তখন সেই ঘর খানার দিকেই আসিতেছিল, তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া বলিল—কেন ডাকছ?...

কম্পিতকণ্ঠে কানাই বলিয়া উঠিল—না না, তা আমি কিছুতেই পারব না সুলতা! কেন—কেন—কেন আমি তা করব?

স্বামীর বিভ্রান্ত দৃষ্টি ও এই ধরণের কথায় সুলতা নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিল না,।চঞ্চল ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল—তুমি অমন করছ কেন—কি হয়েছে?...

তেমনিভাবেই কানাই বলিয়া উঠিল—না না, তা আমি পারব না সুলতা! কিছুতেই পারব না, বরং টাকা না দিতে পারি জেলে যাব।

সুলতার চাঞ্চল্য আরও বাড়িয়া উঠিল, বলিল—কি বলছ তুমি?...

—"আমি বলছিনে সুলতা, জগদীশ বলছে" বলিয়া কানাই বলিল—জগদীশ বলছে সে আমার কাছে যে টাকা পাবে, তার দরুণ দোকানে আমার যা অংশ—

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সুলতা বলিল—দোকান আবার তোমার কোন্ খানে? সে ত ঠাকুর-পোর।

কানাইয়ের মুখখানা যেন কতকটা প্রফুল্লতায় ভরিয়া উঠিল। কহিল—আচ্ছা সুলতা!—সে যদি আমার নামে নালিস করে,—তবে দোকানের কিছু অনিষ্ট হবে?

—তা কেন হবে ?—

—না হ'লেই তো বাঁচি।

—"তারই জন্যে তুমি ভাবছ ?" বলিয়া সুলতা বলিল—আচ্ছা তুমি কি বল ত ? যে জিনিষটা স্ত্রীলোক হয়ে আমি বুঝতে পারি,—সেটা তুমি পার না ?—ঘুমোও দিকি এখন।...

—চৌদ্দ—

অনশনে অর্দ্ধাশনে এতদিন কানাই আপনাদিগকে কোনরূপে দাঁড় করাইয়া রাখিলেও, আর অধিকদিন তাহা পারিয়া উঠিল না। তাহার চক্ষের সম্মুখে তাহার আত্মজেরা পর্য্যন্ত তাহাদের পথে পথিক হইল,—যখন তাহারা 'খিদে পেয়েছে বাবা' বলিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, তখন সে আর নিজেকে কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিল না, তাহাদেরি মত কাঁদিতে কাঁদিতে তিরস্কারের সুরে বলিয়া উঠিল—দূর হ হতভাগার দল! সহ্য করতে পারবি না যদি, এসেছিস কেন আমার কাছে?

—বাবা! বড্ড খিদে পেয়েছে...পেটের ভেতর নাড়ী যে পাক দিয়ে উঠছে বাবা!

উন্মত্তের মত কানাই বলিয়া উঠিল—ওরে হতভাগার দল! এই অদৃষ্ট নিয়ে যখন তোরা এসেছিস,—তখন ও সবকে ভয় পেলে চলবে কেন?...যা যা আমার কাছ থেকে সরে যা।

—একটা পয়সা বাবা—মুড়ি কিনবো!—

আর সে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। ছেলে গুলোর পৃষ্ঠ-দেশে দুই চারিটা কিল চড় মারিয়া দিয়া, তেম্নি ভাবেই বলিয়া উঠিল—যত বলছি তোরা আমার কাছ হতে দূর হ—কিছুতেই যাবি না হতভাগার দল? যা বেরো বলছি—কাছ থেকে।

কানাইয়ের পিতৃ-হৃদয়ের মাঝে দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

সুলতা আসিয়া বলিল—ওদের মারছ কেন তুমি? বাছাদের খেতে দিতে পারছিনি, ক্ষিধের জ্বালায় এসে কাঁদছে, তার ওপর মারলে তুমি?...

কানাইয়ের বুকের রক্ত জল হইয়া চক্ষের ভিতর দিয়া বাহিরে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অপ্রস্তুতের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ প্রহৃত পুত্রটিকে কোলে তুলিয়া তাহার পৃষ্ঠ দেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—বড্ড লেগেছে ভুলু?...

ছেলেটীর দুঃখ যেন আরও উথলিয়া উঠিল।...সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—"এমন বাপ-মায়ের কাছে এসেছিস কেন তোরা রে?—তোদেব পালন করবার জন্ম ভগবান কি আর লোক পেলেন না?" বলিয়া তাহাকে সুলতার ক্রোড়ে দিয়া, শতছিন্ন জামাখানা গায়ে জড়াইয়া অফিসেব উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু যতই সে পা বাড়ায় ততই কে যেন তাহার পা দুইটা পিছনের দিকে টানিয়া ধরিতে লাগিল। আজ কাল ক্ষুধার জ্বালায় অফিসের সব কাজই সে ভুল করিয়া বসে,...যখনই হিসাবের খাতা খুলিয়া সে লিখিতে যায়, তখনই তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে—অনাহারী অর্দ্ধাহারী স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মলিন মুখগুলি...কাজের খেই সে হারাইয়া ফেলে. সবই তার যেন এলোমেলো হইয়া যায়।...কাজে সবই ভুল করিয়া বসে, তাহার উপর অফিসে যাহাদের নিকট হইতে টাকা ধার লইয়াছে তাহাদের দেনা এমন কি সুদ পর্য্যন্ত মিটাইতে না পারায় তাহারা বড় সাহেবের নিকট জানাইয়া দিয়াছে। বড় বাবু পর্য্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।...

সকলের উপর অফিসের কাজে যে সব ভুল হইয়া পড়িতেছে, তাহার জন্য তাহাকে দুই তিনবার সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এবার যদি ভুল হয় তবে আর চাকরি থাকিবে না।...

সে যখন অফিসে যাইয়া পৌছিল, তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। চেয়ার খানার উপর বসিয়া পড়িয়া হতাশ ভাবেই হিসাবের খাতা খানা খুলিয়া দোয়াতে কলম ডুবাইবার উদ্যোগ করিতেই, পিয়ন আসিয়া তাহার হাতে একখানা পত্র দিয়া সম্মুখে পিয়ন-বই খানা খুলিয়া ধরিতেই, তাহার অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল।...সে পিয়নের মুখের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

পিয়নটি বলিল—সই করে দিন বাবু!

"ও—হ্যাঁ—দিচ্ছি" বলিয়া কানাই তাহাতে সহি করিয়া দিলে, পিয়নটি চলিয়া গেল।...

কানাই কম্পিত হস্তে খাম খানা ছিঁড়িয়া পত্র খানা পাঠ করিতেই, তাহার চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার যেন নিবিড় হইয়া দেখা দিল।—এ অফিসে তাহার মত লোকের আর প্রয়োজন নাই!...

...হায় রে! যেটা বজায় থাকার জন্য এতদিন যদিও বা দুই একদিন অন্তর দুই এক টাকা কর্জ্জ পাইত সে, এখন যে সে আশাও তাহার নষ্ট হইয়া গেল! এখন উপায়?...

টলিতে টলিতে সে বড় বাবুর কাছে উঠিয়া গেল, একবার মনে করিল বলে—চাকরিটা যাতে বজায় থাকে, তাই করুন বড় বাবু!...কিন্তু কি ভাবিয়া সে সঙ্কল্পটাকে চাপা দিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিল—নমস্কার বড় বাবু, আমি চল্লুম।...

বড়বাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন—কিন্তু তাহার সহিত কানাই আর

কোনও কথা না বলিয়া অফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িল।...অন্তর জোড়া হাহাকার লইয়া সে পথ চলিতে লাগিল। এই কথাটাই বার বার তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল—ওরে ভুলু! ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে ছুটে এসেছিলি—তোর বাপের কাছে, একটা পয়সার জন্যে, তার জন্য তোকে যা মেরেছিলুম তারই প্রতিদান ভগবান আজ আমাকে দিয়েছে রে ভুলু!...মেরে এরা পিঠের মেরুদণ্ড আমার ভেঙ্গে দিয়েছে বাবা!

ক্লান্ত অবসন্ন দেহখানাকে আর টানিতে না পরিয়া, সে কোনও একটা বাড়ীর রকে বসিয়া পড়িল,—দেখিতে পাইল একটা লোক পথে-ফেলা উচ্ছিষ্টান্ন একটি একটি করিয়া বাছিয়া খাইতেছে, তাহাতেই তার কত আনন্দ!...ভগবান! আমাকে ওর মত নির্ব্বিকার পাগলও যদি করতে!...

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কানাই সেখান হইতে উঠিয়া পড়িল কিন্তু পা দুইটা তাহার চলিতে চাহিতেছিল না।...অতি কষ্টে চলিতে চলিতে, ময়দানের নিকটে যখন সে আসিয়া পৌছিল—তখন পা দুইখানা একেবারেই যেন অবশ হইয়া পড়িয়াছে! ক্ষুৎপিপাসায় কণ্ঠ তালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে!—বৃক্ষের ছায়া শীতল তলে বাংলা মায়ের অঞ্চল বিছানো শ্যাম শষ্পের উপর সে শুইয়া পড়িল। দুই তিন ঘণ্টা সেইখানে পড়িয়া থাকিয়া চিন্তার নাগর দোলায় চড়িয়া সে যে কত শত দেশ কত স্বর্গলোক ভুলোক-ধ্রুবলোক-ব্রহ্মলোক ঘুরিয়া বেড়াইল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না, কেবল আত্মহারার মতই কল্পনার কত মায়াজাল বুনিতে লাগিল।...

যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, দেখিল ট্রাম-বাস বোঝাই

হইয়া লোক চলিয়াছে! সূর্য্য ঢলিয়া পড়িয়াছে—আকাশের পশ্চিম দিকে। আর নিজেকে এমনভাবে ফেলিয়া না রাখিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

অন্তরের মধ্যে দুর্ভাবনার মত্ত সমুদ্র উথলিয়া পড়িতেছে।...পাড়ার মধ্যে উপস্থিত হইতেই দেখিতে পাইল—জগদীশ তাহার বাড়ীর বাহির দরজায় বসিয়া রহিয়াছে।...

তাহাকে দেখিতে পাইয়া জগদীশ বলিয়া উঠিল—কানাই! একি ভাই! তোমার চোখ-মুখের এমন চেহারা কেন?...

—"চাকরিটা গিয়েছে জগদীশ!" বলিয়া বালকের মত কানাই কাঁদিয়া ফেলিল।

—তার জন্যে কান্না কেন কানাই, আমিই তোমাকে মাসে একশো টাকা মাইনের একটা কাজ দিতে পারব,...এখন আমার সম্বন্ধে কি ভাবলে?...

হঠাৎ কানাই বলিয়া উঠিল—জগদীশ, তুমি সেদিন বলছিলে বলাইএর দোকানে আমার অংশ আছে,—তুমি লিখে নিতে চাচ্ছিলে না?

—হ্যাঁ কানাই! কেন তুমি নিজেকে এমন দারিদ্র্যের ভেতর ফেলে রেখে দিচ্ছ? তার চেয়ে লিখে দাও, কাল থেকে সেইখানেই বসবে, আগামী কাল থেকে মাসে একশো টাকা মাইনে পাবে। দরকার হয় আরও দুপাঁচশো টাকা আজ আমার কাছ থেকে নিতে পারো।

কানাইয়ের চক্ষের সম্মুখে কি একটা নূতন আলো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! আশান্বিত হৃদয়ে বলিয়া উঠিল—জগদীশ! তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু। দেখো, আমি কাজ মিটিয়ে তবে বাড়ীতে যাবো।

উৎফুল্ল হৃদয়ে জগদীশ বলিয়া উঠিল—সে এক রকম ঠিক করেই রেখেছি, তুমি বরং দেখে সই করে দাও।

—কই দেখি—হ্যাঁ-হ্যাঁ—সই করে দিয়ে যাবো। কই বার করো দেখি কাগজখানা।

জগদীশ তাড়াতাড়ি লেখা দলিলখানা তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল—এই দেখ, এতে লেখা আছে—"আমার দোকানের অংশটুকু জগদীশকে বিক্রয় করিলাম।"

কানাই বলিল—কই কোন্ খান্টায় সই করতে হবে আমাকে?

—এই যে ভাই, এই খানটায়।...

—"কই জগদীশ বাবু, দোয়াত কলম দাও।...ও হ্যাঁ, এই যে এই খানেই রয়েছে" বলিয়া কানাই দোয়াতে কলম ডুবাইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জগদীশ বলিল—সই করো!

কাঁদিতে কাঁদিতে কানাই বলিয়া উঠিল—না না জগদীশ বাবু, এ আমি সই করব না।...সে আমার ভাই—সহোদর!...পারব না আমি।

—"কি পাগলের মত বক্ছো কানাই? সই করো! এই নাও আরও পাঁচশো টাকা!" বলিয়া জগদীশ তাহার সম্মুখে পঞ্চাশখানা দশ টাকার নোট রাখিয়া দিল।...

কানাই একবার লুব্ধ দৃষ্টিতে নোটগুলোর প্রতি চাহিয়া দেখিয়া, বলিল—না না জগদীশ বাবু, এ আমি কিছুতেই পারব না, টাকার দায়ে তুমি বরং জেলে দাও।

উন্মত্তের মত কানাই সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িল।...জগদীশ হতভম্বের মতই বসিয়া রহিল।...

বাড়ীতে ফিরিয়া যখন সে হতাশভাবে দাবার উপর বসিয়া পড়িল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে।

সুলতা তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে আসিয়া তাহার দেহ হইতে জামা কাপড় খুলিয়া লইয়া বলিল—হাত পা ধুয়ে ফেল, কাল থেকে খাওয়া নেই…

—খেতে আর হবে না সুলতা, ছেলে-মেয়েগুলোকে নিয়ে এবার উপোস দিয়েই মরতে হবে।…

কান্না যেন তাহার নিকট হইতে আজ যাইতে চাহিল না।

ব্যস্তভাবেই সুলতা বলিল—কি হল? অমন করে কাঁদছ কেন?

নিজেকে কোনরূপে একটু সামলাইয়া লইয়া কানাই বলিল—চাকরিটা গিয়েছে সুলতা!

সুলতার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল! সে স্থাণুর মত সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

কাতরভাবে কানাই বলিতে লাগিল—বলাইকে একবার বলে দেখো, —অনেক সাহেব সুবোর সঙ্গেই ত তার আলাপ আছে, কাকেও বলে যদি একটা কাজের যোগাড় করে দিতে পারে। এ উপকারটুকুও সে কি আমার করবে না? ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে না খেয়ে পথে মরবো, ভাই হ'য়েও এটা কি সে চোখে দেখতে পারবে?

সুলতা বলিল—সে যা হয় হবে, এখন হাত-পা ধুয়ে জল খাও ত! ঠাকুরপো আজ দশ টাকা সুশীলকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে, আজ সে খাবে।…হ্যাঁ, আর একটা কথা শুনেছো? ম্যাট্রিকের ফল বেরিয়েছে, ঠাকুরপো খবর পাঠিয়েছে, সকলের ওপরে ছোঁড়াটার নাম আছে!…

হাসি ও কান্নায় মুখ ভরাইয়া কানাই জিজ্ঞাসা করিল—কার—সুশীলের? সে ইউনিভার্সিটির প্রথম হয়েছে?…

হঠাৎ বলাই আসিয়া ডাকিল—দাদা!

কানাই তাহার মুখের দিকে চাহিলে, বলাই তাহার পায়ের তলায় দশ হাজার টাকার একখানা চেক্ রাখিয়া বলিল—ব্যবসা আমাদের লাভে দাঁড়িয়েছে দাদা!

কানাই ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তারপর সহসা উন্মত্ত আনন্দে চেক্‌খানা সুলতার হাতে দিয়া বলিল—বলার ব্যবসাতে এই লাভ হয়েছে গো!

সুলতার চোখ দিয়া তখন অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

বলাই বলিল—কাল হতে চাকরি ছেড়ে দাও দাদা! আমি আর একলা পেরে উঠছি না!

ম্লান হাসি হাসিয়া কানাই বলিল—ছাড়তে হবে না ভাই, সেটা আপনিই গিয়েছে।

—বেশ হয়েছে দাদা!

তেমিভাবেই কানাই বলিল—কিছুদিন আগে যদি চেয়ে দেখতিস ভাই, তাহ'লে এমনভাবে উপোস দিয়ে দিন কাটাতে হ'ত না।...

নম্রভাবেই বলাই বলিল—তা হয়ত হ'ত না দাদা! কিন্তু সেটা করলে সামান্য দোকানদার হয়েই থাকতুম, বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন হতে পারতুম না।...এই টাকা থেকে যা দেনা আছে, আগে তা শুধে ফেল।...

কানাই বলিল—হাজার তিনেক টাকা যা দেনা আছে, সেটা শোধ দিয়ে, বাকী—

বাধা দিয়া বলাই বলিল—তোমার যা ইচ্ছে কর দাদা—ছেলে বেলায় বাবাকে-মাকে হারিয়েও তোমার আর বৌদির জন্যে তাঁদের অভাবটা একদিনও বুঝতে পারিনি ...

বলাইএর ভাষা লোপ পাইয়া গেল।...কিছুক্ষণ পরে বলিল—তোমাদের মনের মধ্যে দাগা দেবার মত অনেক কিছুই করেছি দাদা! আমাকে ক্ষমা কর!

হাসিয়া সুলতা বলিল—তাহলে আমার যে অনুরোধ এতদিন ঠেলে আসছো, সেটা পূর্ণ করো!...একটি বৌ এনে দাও!

হাসিয়া বলাই বলিল—পাগল হয়েছ বৌদি, দুঃখ, দারিদ্র্য, অনশন, অর্দ্ধাশন যা কিছু তোমরা ভোগ করেছ, এই খানেই তার শেষ হয়ে যাক্। ছেলে গুলোকে সমাজের বুকে মানুষ বলে দাঁড়াতে দিতে হবে বৌদি! ও অনুরোধ আর এ জীবনে আমাকে ক'র না। যাক্...আজ কত দিন হ'য়ে গেছে—ভাতের মুখ দেখিনি বৌদি, আগে তারই ব্যবস্থা করো!

অবাক্ দৃষ্টি ভ্রাতার মুখের উপর ফেলিয়া কানাই বলিল—ভাতের মুখ দেখিস্‌নি?

ক্লিষ্ট হাসিতে মুখ ভরাইয়া বলাই বলিল—তোমরা উপবাসে থাক্‌বে দাদা! আর আমি ভাত খাবো?—দু'এক পয়সার মুড়ি খেয়েই দিন কাটিয়েছি!...

—"তুমি বসো ঠাকুরপো, আমি সকলকার ঠাঁই করি"—বলিয়া সুলতা স্বামীকে বলিল—একটা জ্যোৎস্নার রাত্রে তুমি বাজ পড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিলে নয়?

কানাই বলিয়া উঠিল—কিন্তু আজ আঁধার রাতে জ্যোৎস্নার আলো দেখতে পাচ্ছি...ভা-রি মিষ্টি ..ভা-রি মোলায়েম!...

শেষ